করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

9 December 2021, Thursday, 5th Year, Issue 247, 40 Pages

সোনু কক্কর গাইলেন রাজুব ভৌমিকের আয়না সঙ্গীত

পৃষ্ঠা: ১৪

৯ ডিসেম্বর ২০২১, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৪৭, পৃষ্ঠা: ৪০

আমেরিকায় বাংলাদেশি শত সংগঠন

কর্মকাণ্ডে কেবলই কোন্দল

ইব্রাহীম চৌধুরী

ভাল নেই নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজ। চার দশকের অভিবাসনের পর সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠি হিসেবে বারবার নিজেদের প্রমাণ করলেও কিছু লোকজনের কারণে সবই ম্লান হচ্ছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের শত শত সংগঠন থাকলেও নির্দিষ্ট অভিবাসীগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোন সংগঠন ৪০ বছরেও গড়ে উঠতে পারেনি। নিউইয়র্কসহ আমেরিকায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো সংগঠন আছে, আছে নিজেদের জানান দেয়ার মতো নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আয়োজন। নেই শুধু বাংলাদেশিদের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, মাতৃভাষা দিবস বা পহেলা বৈশাখের মতো জাতীয় পরিচয়ের কোন আচার-অনুষ্ঠানও একসাথে করা সম্ভব হয়নি এখনও। এর কারণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করার মধ্যেই আলোচনা আবর্তিত হতে থাকে। আমেরিকার মূলাধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ কোন উত্থান ঘটছে না। চার দশকের পথ চলায় মার্কিন সমাজ ও রাজনীতিতে যা কিছু অল্প অর্জন, তা হয়েছে ব্যক্তিউদ্যোগে।এসব অগ্রযাত্রায় সংগঠনগুলো বরং বিভেদ-কলহে অন্তরায় হয়ে কাজ করছে।

প্রায় চার দশক আগে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটি গঠন করা হয়েছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

ক্রিসমাস নিউইয়র্কসহ পুরো আমেরিকা সেজে উঠেছে বছরের সবচেয়ে বড় উৎসবের আমেজে। ক্রিসমাস ট্রি আর আলো ঝলমলে বাতির সমাহার। নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সেজে উঠেছে ক্রিসমাসের সাজে। ৭ ডিসেম্বর ম্যানহাটনের মিডাটাউন থেকে ক্রিসমাস ট্রির ছবি তুলেছেন সৈয়দ মাসুদুল কবির।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান

মনজুরুল হক

করোনা মহামারিতে নিউইয়র্কের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন করে ১০০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান দেয়া হবে। ৮ ডিসেম্বর বুধবার নিউইয়র্কের মেয়র বিল ডি ব্লাজিও এই অনুদানের কথা জানান।

নিউইয়র্ক নগরের নিম্ন ও মধ্য আয়ের এলাকাগুলোর ক্ষুদ্র ব্যবসায় দেয়া এ সহযোগিতা অর্থনীতির জন্য কার্যকর বলে বলা হচ্ছে। মহামারির কারণে ঝুঁকিতে পড়া এমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিউইয়র্ক নগর কর্তৃপক্ষ ৫০০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য প্রদান করেছে। নানা কর্মসুচির মাধ্যমে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক নগরের স্মল বিজনেস কমিশনার জোনেল ডোরেস বলেন, নতুন অর্থ সহযোগিতায় নগরের আরও ১০ হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

তারেক ও তাঁর বউ তো খালেদাকে দেখতে আসল না: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা হচ্ছে দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হাসপাতালে। তবুও বিএনপি রাজনৈতিক কারণে আন্দোলনের কথা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে গত বুধবার যুবলীগের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আমেরিকায় নতুন নির্দেশনায় আকাশপথযাত্রীরা

রওশন হক

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের কারণে আমেরিকায় আকাশপথে যাতায়াতে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর সোমবার থেকে কার্যকর নিয়ম অনুযায়ী আমেরিকায় যাত্রা শুরু করার আগের দিনের করোনা পরীক্ষায় যাত্রীর নেগেটিভ ফল থাকতে হবে। এ নির্দেশ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

দেশ ছাড়লেন মুরাদ হাসান

ঢাকা অফিস

মুরাদ হাসান

তথ্য প্রতিমন্ত্রীর পদ হারানো সাংসদ মুরাদ হাসান দেশ ছেড়েছেন। আজ শুক্রবার রাত ১টা ২১ মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে তিনি দেশ ছেড়েছেন। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, এমিরেটসের ওই ফ্লাইট ১১টা ২০ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে ইমিগ্রেশনে যাত্রীদের চাপ থাকায় ফ্লাইটটি ঢাকা ছাড়তে দেরি হয়।

দেশ ছাড়ার সময় মুরাদ হাসানের পরনে কালো রঙের ব্লেজার, টি–শার্ট, নীল রঙের জিনস, মাথায় কালো ক্যাপ, মুখে কালো মাস্ক ও চোখে চশমা ছিল। তাঁর কোনো সফরসঙ্গী ছিলেন না।

এর আগে নারীদের নিয়ে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান।

মুরাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আবরার হত্যায় বুয়েটের ২০ ছাত্রের ফাঁসি

ঢাকা অফিস

আবরার ফাহাদ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার দায়ে ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার বিভিন্ন স্তরের ২০ নেতা-কর্মীকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!

Where it's all about excellence in education

নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত

Licensed by New York State Department of Education.

কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A
MEDICAL ASSISTANT
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

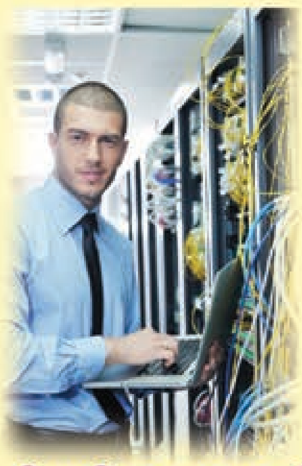

BECOME A
COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।

আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

Naresh Gehi, Esq.

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

Raja Kumar

মিথ্যা:

~~প্রাকৃতিক প্রতিকারগুলি আমাকে COVID-19 এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে।~~

সত্য:

ভিটামিন বা প্রাকৃতিক প্রতিকারগুলি যে COVID-19 এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

COVID-19 টিকা জীবন বাঁচায়।
টিকা নিন।

আরো তথ্যের জন্য, **NYC.GOV/COVIDVACCINE** ভিজিট করুন।

NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health

Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

পুরনো, খসে পড়া রঙের ধুলোতে সীসা থাকতে পারে, যা শিশুদের মধ্যে শেখা ও আচরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে।

- আপনার বাড়িওয়ালাকে খসে পড়া রঙ সারাতে বলুন। আপনার বাড়িওয়ালা যদি এটা না সারান, তাহলে 311 নম্বরে ফোন করুন।
- মেঝে, জানলার গোবরাট, এবং শিশুদের হাত ও খেলনাগুলো ঘন ঘন ধোবেন।
- আপনার ডাক্তারকে বলুন আপনার শিশুর শরীরে সীসার উপস্থিতি পরীক্ষা করতে।

আরো তথ্যের জন্য **311** নম্বরে ফোন করুন বা **nyc.gov/leadfree** দেখুন।

NYC Health

Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার

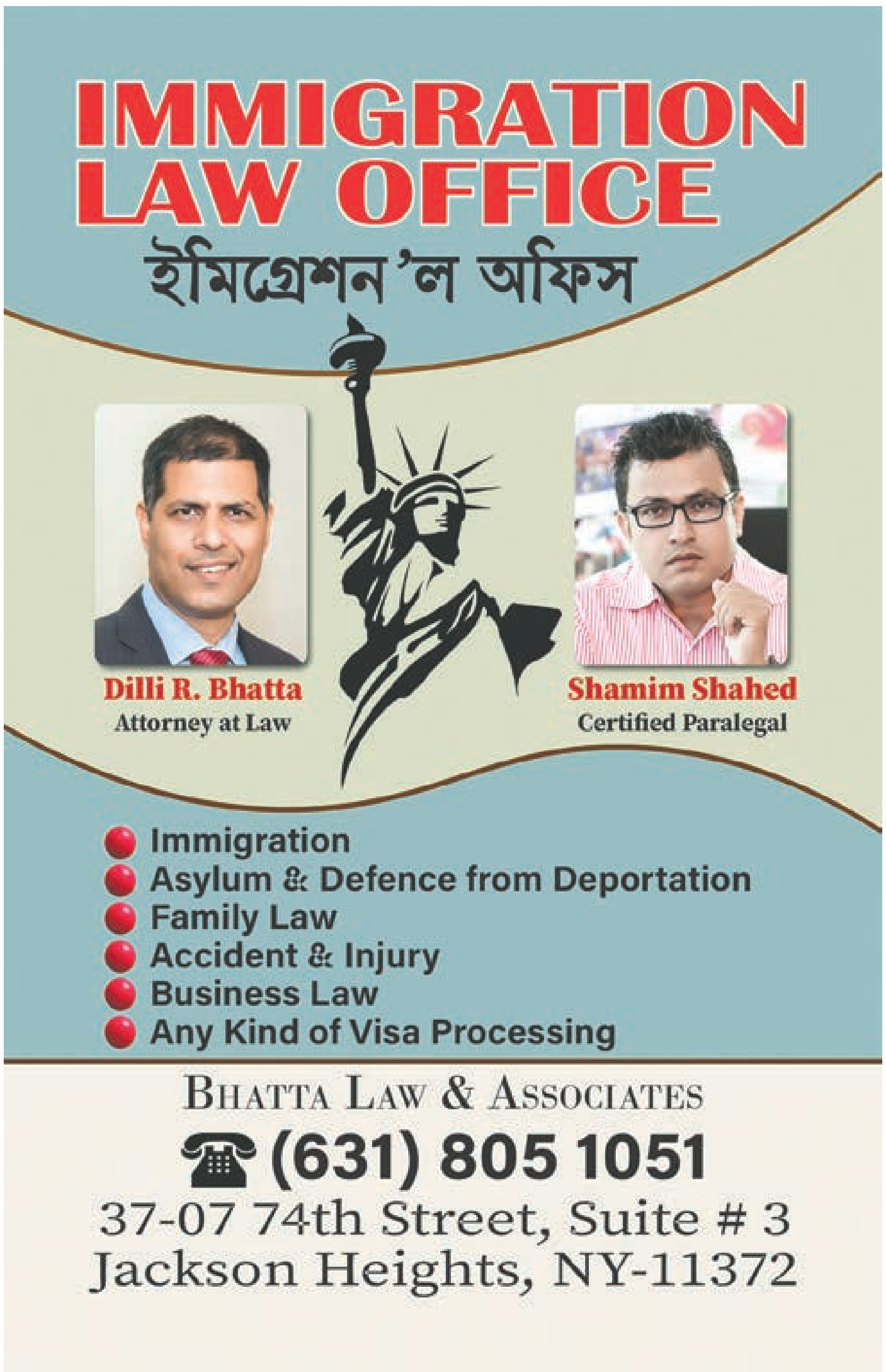
IMMIGRATION LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন ’ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

GRAND Opening
বিশেষ মূল্য ছাড়
EXPRESSAIR
TRAVEL
Tel: 646-420-6472
Email: expressairtravel2021@gmail.com
37-53 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
OUR SERVICES:
• AIRLINE TICKETS
• TOUR PACKAGES
• UMRAH VISA
• MEET & LOUNGE SERVICE AT DHAKA AIRPORT
• MONEY TRANSFER
• PHONE BILLS & ACCESSORIES
• MULTI-SERVICES
MK ZAMAN(RONJU) -CEO
Emirates
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

ওমিক্রন শঙ্কা বাড়াচ্ছে

পুরোনো ধরন শেষ হওয়ার আগেই দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনাভাইরাসের একটি নতুন ধরন শনাক্ত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নাম দিয়েছে 'ওমিক্রন'। জাতিসংঘের এই সংস্থা ওমিক্রনকে তালিকাভুক্ত করেছে 'ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন' বা 'উদ্বেগজনক ধরন' হিসেবে। করোনাভাইরাসের অন্য ধরনগুলোর মতো নতুন ধরনটির একটি গ্রিক নাম দেওয়া হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। সর্বশেষ পুরো পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো ধরনটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ডেল্টা'।

বিশ্বে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৫২ লাখ ছাড়িয়েছে। আর শনাক্ত হয়েছে ২৬ কোটির বেশি রোগী। বলা হচ্ছে, চীনের উহানে আবির্ভূত হওয়ার পর নতুন এই করোনাভাইরাসের যতগুলো ধরন এখন পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ওমিক্রনেই জিন বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে সবচেয়ে বেশি। এর মানে হলো, করোনাভাইরাসের যেসব টিকা এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, সেগুলো ওমিক্রনের ক্ষেত্রে কার্যকর না-ও হতে পারে। আবার জিন বিন্যাসে পরিবর্তনের কারণে এ ভাইরাস অনেক বেশি দ্রুত ছড়ানোর ক্ষমতা রাখতে পারে। ২৪ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনাভাইরাসের নতুন এ ধরনটি প্রথম শনাক্ত হয়। এরই মধ্যে বতসোয়ানা, বেলজিয়াম, হংকং ও ইসরায়েলেও শনাক্ত হয়েছে। করোনাভাইরাসের নতুন ধরন শনাক্ত হওয়ার পর আতঙ্কের কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য আফ্রিকার কয়েকটি দেশের যাত্রীদের ভ্রমণে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে শুক্রবার। অবশ্য এমন তাড়াহুড়ো করে ভ্রমণে বিধিনিষেধ আরোপ করার নিন্দা জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জো ফাহলা।

ভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন বেশি মাত্রায় সংক্রামক হওয়ায় আবিষ্কৃত টিকার প্রতিরোধক্ষমতা এড়িয়ে যাওয়ার সক্ষমতা এর রয়েছে কি না, বিজ্ঞানীরা এখনো তার কোনো নজির দেখাতে পারেননি। তাই অহেতুক ভীতি ছড়ানো যেমন অনুচিত, তেমনি উদাসীনতা না দেখিয়ে সতর্কতা অবলম্বনে দ্বিধা করাও ঠিক নয়। সংগত কারণেই ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের সংক্রামক রোগ বিষয়ের অধ্যাপক স্যার পিটার হর্বিও করোনাভাইরাসের নতুন ধরনটির বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, 'ওমিক্রনের অনেকগুলো বিপদ চিহ্ন রয়েছে। আমরা যতটা ভাবতে পারি কিংবা আমরা যতটা পরিকল্পনা করতে পারি, সেটা তার চেয়েও বেশি বদলেছে।'

করোনাভাইরাসের প্রথম ধরনের ধাক্কা সামলে উঠতেই এখনো পৃথিবীজুড়েই মানুষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এরপর যদি আরও ভয়ংকর ধরন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে পরিস্থিতি অবশ্যই বেসামাল হয়ে উঠবে। সমস্ত বিশ্ব ইতিহাসের নির্মমতম মহামারি মোকাবেলায় হিমাশিম খাচ্ছে। এ মহামারিতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর দেশ আমেরিকা। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ব্যক্তিগত সাবধানতা এবং টিকা দেয়াই এখন পর্যন্ত একমাত্র বিকল্প। ব্যক্তিগত সাবধানতা, স্বাস্থ্য সতর্কের নির্দেশনা , ভ্যাকসিন - সবকিছু নিয়েই আমেরিকায় শুরু থেকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এ বিতর্কে জড়িয়ে আমেরিকার সমাজকে মূল্য দিতে হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের মহামারি মোকাবেলার কৌশল বারবার

বিতর্কের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মূল্য দিতে হচ্ছে সমাজকে, এর মূল্য দিতে হচ্ছে মানুষের জীবন দিয়ে। এ বাস্তবতাকে আমেরিকা কীভাবে মোকাবেলা করে, তাই এখন দেখার বিষয়।

শীতের পিঠা

চলছে অগ্রহায়ণ। তার মানে পৌষ-মাঘ এখনো খানিকটা দূরে। সুতরাং শীতের পিঠার আগমনী সংগীত এ সময় থেকেই শুনতে পাওয়া যায়।

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের শীতের পিঠা নিয়ে যে সংবাদটি সম্প্রতি ছাপা হয়েছে বাংলাদেশের একটি পত্রিকায়, তা অনেককেই নস্টালজিক করে তুলবে। যাঁরা শীতের পিঠা খাওয়ার জন্য একসময় প্রতি শীতে পাড়ি জমাতেন নিজ গ্রামে, তাঁরা সেই সময়ের কথা মনে করে ফেলবেন দীর্ঘশ্বাস। যাঁরা গ্রামে শস্য ফলান, যাঁদের বয়স অর্ধশতাব্দী ছাড়িয়েছে, তাঁরাও এই অঘ্রানে ওঠা চালের মিষ্টি গন্ধে মনে করবেন, কোনো একসময় শীতের কুয়াশা পড়ার আগ থেকেই যেন গ্রাম-শহরের এক মিলনমেলা হতো। শহর থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীরা ফিরতেন নিজ ভিটায়, যাকে নাড়ির টান বলা হয়। শিশুরাও শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির মিলনে আপ্লুত হতো।

সে দিন হয়েছে বাসি। এখন পিঠার জন্য গ্রামের কথা না ভাবলেও চলে। কর্মক্লান্ত মানুষ শুধু শীতের পিঠা খাবেন আর পরিজনদের সঙ্গে দেখা করবেন বলেই গ্রামে যাবেন, সে রকম ঘটনাও এখন বিরল। বাজার সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাইরে থেকে যে পরিবর্তন এনেছে, তা একসময় ঢুকে গেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যোগ হয়েছে ডিজিটাল জীবন। অনেকেই ব্যবসা খুলে বসে আছেন, যাঁদের কাছে অর্ডার করলেই দেশের যেকোন জায়গা থেকে চলে আসবে যেকোন ঐতিহ্যবাহী খাবার। এজন্য সে জায়গায় যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে আর অর্থ থাকলেই যেকোন কিছুর আস্বাদ পাওয়া সহজ।

এই যে সবকিছু সহজলভ্য হয়ে উঠল, তা নিয়ে আক্ষেপ থাকতে পারে কিন্তু জীবন তো এগিয়ে চলে তার নিজের নিয়মে। অনেক বছর হয়ে গেল, খোদ বাংলাদেশের রাজধানীতেই তো ভাপা পিঠা, চিতই পিঠার রমরমা চলছে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষের দিকে ঢাকার স্টেডিয়াম অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল পিঠার দোকান। একটু একটু করে তা এখন ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র।

শীতের পিঠার কথা শুনলে মনে হয়, বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলার এক উপাখ্যানের কথা, যা কেবল গড়ে ওঠে এবং বিন্যস্ত হতে থাকে নিজেরই আঙিনায়।

পিঠা-সংস্কৃতি চলুক।

সবখানে নৈরাজ্য, রাস্তা তারই প্রতিচ্ছবি

আনিসুল হক

নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীরা। ছবি: প্রথম আলো

দেশের সর্বত্র যেমন নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, নীতিহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা; সড়ক-মহাসড়ক, গলি-রাজপথেও তারই প্রতিচ্ছবি। যানজট তো আছেই। রাস্তাগুলো ভাঙাচোরা। কোথাও কোথাও ভয়াবহ খানাখন্দক। মহাসড়কেও দেখবেন রাস্তা অসমান, ঢেউখেলানো। একদিকে চলাচলকারী মহাসড়কে দেখবেন অকস্মাৎ বিপরীত দিক থেকে আসছে যান। মসৃণ মহাসড়ক পাওয়া যাবে একমাত্র পদ্মাসেতু অভিমুখী ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে। সে মহাসড়কেও দেখবেন বালকেরা সাইকেল পালা করে রেখেছে, শখের সাইকেল চালাচ্ছে; আর বাইকচালকেরা সঙ্গী-সঙ্গিনীসহ দাঁড়িয়ে টিকটক করছে বা সেলফি তুলছে! কী ভয়ংকর কথা! ৮০ কিলোমিটার সেখানকার গতিসীমা, গাড়ি চলছে ১২০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার গতিবেগে; হঠাৎ করে এই বাইসাইকেল আরোহী বা সেলফি-বিলাসীরা সামনে এসে গেলে দুর্ঘটনা ঘটবেই।

এই দেশে সড়ক দুর্ঘটনা মানেই চালকের দোষ, ধরো গাড়িটাকে, ভাঙো, পোড়াও এবং চালককে দাও গণপিটুনি। উন্নত দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সব যান থেমে যায়, থামার জন্য রাস্তার ধারে ইমার্জেন্সি লেন থাকে; পুলিশে ফোন করা হয়, পুলিশ আসে, অ্যাম্বুলেন্স আসে, উদ্ধারকাজ পরিচালিত হয়, পরে বিচার হয়; অপরাধীর জরিমানা হয়, ড্রাইভিং লাইসেন্সের পয়েন্ট কাটা পড়ে, অনেক পরিমাণ ক্ষতিপূরণও দায়ী ব্যক্তিকে দিতে হতে পারে। আমাদের দেশের বিচার জনতার বিচার, তাৎক্ষণিক এবং ভয়াবহ। ফলে একটা দুর্ঘটনা ঘটামাত্র সংশ্লিষ্টরা পালাতে শুরু করে, দ্রুত পালাতে গিয়ে আরও দুটো অ্যাক্সিডেন্ট করে বসা বিচিত্র নয়। তার মানে এই দেশে আইনের শাসন কায়েম হয়নি, আইনের শাসনের ওপরে নাগরিকদের কোনো আস্থাও নেই।

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে ২ ডিসেম্বর ২০২১-এর প্রথম আলোর খবর, 'এটা আসলে কাঠামোগত হত্যা'। একই রুটে চলা বিভিন্ন বাসের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও লাইসেন্সবিহীন চালকের কারণে দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে উল্লেখ করে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেছেন, এটা আসলে কাঠামোগত হত্যা। তাঁরা মনে করেন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ট্রাফিক পুলিশের অসাধু সদস্যদের ঘুষ-দুর্নীতির কারণে সড়কে দুর্ঘটনা কমানো যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা সড়কে নৈরাজ্যের কারণগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে। তবে এটা কেবল পরিবহন খাতে নয়, অন্য আরও অনেক খাতেরই সচরাচর চিত্র এবং সার্বিক অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা-নৈরাজ্যের অংশমাত্র।

আমাদের দেশে যেকোনো সনদ মানে কিছু টাকা খরচা করা। যখন একটা কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে, তখন আমরা দেখি, সেই কারখানায় আগুন নেভানোর জন্য প্রস্তুতি নেই, জরুরি নির্গমন পথ নেই, আগুন নেভানোর মহড়া হয় না...ইত্যাদি ইত্যাদি। কারখানা পরিদর্শকের সংখ্যার চেয়ে কারখানার সংখ্যা অনেক বেশি। এত বেশি যে ১০০ বছরেও সব কটি কারখানা পরিদর্শকদের পক্ষে পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। একটা কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য ডজনখানেক সনদ বা অনাপত্তিপত্র লাগে। পরিবেশের সনদ লাগে, অগ্নিনির্বাপণের সনদ লাগে। এই সনদ যাঁর আছে, তাঁর এই বিষয়ে সক্ষমতা আছে, ব্যাপার তা নয়। আসলে তিনি এই সনদের জন্য কিছু টাকা খরচ করেছেন, কিছু বাড়তি বা উপরি টাকাও তাঁকে খরচ করতে হয়েছে।

আমাদের সমাজে যে নৈরাজ্য, তারই ছবি আমরা রোজ দেখি রাস্তায়। একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। আছে পরিকল্পনাহীনতা, সমন্বয়হীনতা! আছে প্রকৌশলগত ব্যর্থতা। আছে প্রকল্প সম্পন্ন করবার দক্ষতার অভাব এবং আছে দুর্নীতি। এক রাস্তা একশ বার খোঁড়া হয়। এক ফ্লাইওভার একবার গড়ে আরেকবার ভেঙে ক্রমাগত সংশোধন। প্রকল্প তার মেয়াদের মধ্যে শেষ না করে ঝুলিয়ে রেখে ব্যয় বৃদ্ধি করতে থাকা। গাড়ির বেলাতেও তা-ই। ফিটনেস সার্টিফিকেট আছে কি-না, পুলিশ বা শিক্ষার্থীরা তা পরখ করে দেখতে পারে; কিন্তু গাড়িটি আসলে ফিট কি-না, তা দেখার কথা বিআরটিএ'র। কিন্তু আসলে কি গাড়িগুলো ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এই সনদ পায়? নাকি বিআরটিএ'র কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উপরি দিয়ে এই সার্টিফিকেট নেওয়া হয়? রাস্তায় ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা হলে পুলিশ এসে আপনাকে জরিমানা করতে পারে। করেও। কিন্তু সবটা যে রসিদ দিয়ে সরকারি খাতে জমার জন্য জরিমানা তা নয়! কবীর সুমনের গানে আছে, 'প্রথম দেখা দিনদুপুরে পুলিশ ঘুষ খায়, প্রথম জানা পয়সা দিয়ে সবই কেনা যায়!'

আমি বলছি না সব ট্রাফিক পুলিশ ঘুষ খায়, বিআরটিএ'র সব কর্মকর্তা-কর্মচারী অসৎ। কিন্তু আপনি বিআরটিএ'র সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিতে যান, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে আপনি কেউটে বের করে ফেলতে পারবেন। আমি বলতে চাইছি, রাস্তায় যে গাড়িগুলোর ফিটনেস সার্টিফিকেট আছে, সেসবের ফিটনেস আছে কি-না কেউ নিশ্চিত না, যে ভবনের পরিবেশ বা অগ্নিনির্বাপণের সনদ আছে, তারা পরিবেশবান্ধব বা অগ্নিকাণ্ডনিরোধী কি-না, তা-ও কেউ জানে না। একইভাবে যাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, তিনি যে ড্রাইভিংয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, রাস্তার আইনকানুন তাঁর জানা, নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি সচেতন, জীবন ও সম্পদের বিষয়ে তাঁর মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা আছে, সেই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। কারণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স একটা প্লাস্টিকের কার্ড মাত্র, এটা কিনতে পাওয়া যায়! ওই কার্ডটা আসল নয়, আসল হলো চালকের প্রশিক্ষণ, আসল হলো চালকের দক্ষতা! সেই বিষয়টাই তো উপেক্ষিত। ঢাকা সিটি করপোরেশনের উত্তর ও দক্ষিণের দুটো বর্জ্য পরিবহনের গাড়িতে পরপর দুজন মানুষের মৃত্যুর পর দেখা যাচ্ছে আরেক নৈরাজ্যের ছবি। এই গাড়িগুলো চালান পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। আসল চালকের কোনো খোঁজ নেই। তিনি হয়ত পদটা আরেকজনকে বিক্রি করে দিয়েছেন।

রাসায়নিকের গুদামে আগুন লেগে অনেক অনেক মূল্যবান প্রাণ ঝলসে যাওয়ার পর আমরা হইচই করতে থাকি, আবাসিক এলাকায় বাসাবাড়িতে দাহ্য রাসায়নিকের গুদাম কেন? কারখানায় আগুন লেগে অগণিত শ্রমিকের মৃত্যুর পরে আমরা দেখি, ২০ জনের জায়গায় কাজ করছিলেন ২০০ জন, আর এই ভবন আদৌ কারখানার জন্য নকশাই করা হয়নি। আমরা যেমন নিরাপদ সড়ক চাই, তেমনি নিরাপদ সমাজ চাই, নিরাপদ জীবন চাই।

বলছিলাম, শিক্ষার্থীরা সড়কের সমস্যাটা ঠিকভাবেই চিহ্নিত করতে পেরেছে। সমাধানের সুপারিশও তারা ঠিকই করেছে। ফুটওভার ব্রিজ বানানো, ফিটনেসহীন-লাইসেন্সহীন গাড়ি চলতে না দেওয়া, বিআরটিএ ও পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, এক রুটের বাসকে একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা, শ্রমিকদের নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র নিশ্চিত করা, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল, চালক-সহকারীর মাদক পরীক্ষা করা! ছাত্রদের এই দাবি অবশ্যই পূরণ করা উচিত। করা উচিত, করার প্রতিশ্রুতি আগেও পাওয়া গিয়েছিল, এবারও হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? বিআরটিএ'র দুর্নীতির বিরুদ্ধে কি দুর্নীতি দমন কমিশন আদাজল খেয়ে লাগতে পারে? কিন্তু দুর্নীতি কোন বিভাগে নেই? একটা স্কুলের ঝাড়ুদার নিয়োগে যেদেশে দুর্নীতি হয়, সেদেশে তো সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্যই ঘটবে। তা-ই ঘটছে।

সড়কে দুর্ঘটনা ঘটলে গাড়ি পোড়ানো সমস্যার সমাধান নয়, বরং তাতে করে আরও আরও জীবন ও সম্পদের ক্ষতি! আবার সড়কে-মহাসড়কে মৃত্যুর জন্য সবসময় চালক দায়ী থাকে না। কিন্তু ঢাকার রাস্তায় মানুষ যে ফুটপাত ধরে চলবে, ফুটপাত কই? সব তো দোকানের বর্ধিত অংশ বা হকারদের দখলে। আপনাকে রাস্তায় নামতেই হবে। উল্টোটাও আছে। ফুটপাত আছে, কিন্তু পথচারীরা ফুটপাত বাদ দিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকেন। আর ফুটওভার ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও সুস্থ-সক্ষম মানুষ নিচ দিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে, কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক গলছে, এই দৃশ্য তো হরহামেশাই দেখি। সেই জন্যই বলি, আমাদের সমাজে যে নৈরাজ্য, তারই ছবি আমরা রোজ দেখি রাস্তায়। একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। আছে পরিকল্পনাহীনতা, সমন্বয়হীনতা! আছে প্রকৌশলগত ব্যর্থতা। আছে প্রকল্প সম্পন্ন করবার দক্ষতার অভাব এবং আছে দুর্নীতি। এক রাস্তা একশ বার খোঁড়া হয়। এক ফ্লাইওভার একবার গড়ে আরেকবার ভেঙে ক্রমাগত সংশোধন। প্রকল্প তার মেয়াদের মধ্যে শেষ না করে ঝুলিয়ে রেখে ব্যয় বৃদ্ধি করতে থাকা। এসব কি চলতেই থাকবে? না। কোত্থেকে শুরু হবে সেই সংস্কারকাজ! শুরু করতে হবে ওপর থেকে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করতে হবে জাতীয়ভাবে, এবং সার্বিকভাবে, এবং ওপর থেকেই!

আনিসুল হক, প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক ও সাহিত্যিক

ডিসেম্বর ১৯৭১, ডিসেম্বর ২০২১

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। একাত্তরের মার্চ মাসে পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা ছিল এই অধ্যায়ের অনিশ্চিত সূচনাপর্ব। পাকিস্তানের আক্রমণের মুখে বঙ্গবন্ধু, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নিরস্ত্র নিরীহ জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ ছিল না। পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান উত্তাল মার্চ মাসের সেই দিনগুলোতে অপারেশন সার্চলাইটকে বাঙালি নিধনে ভেতরে-ভেতরে প্রস্তুত করার জন্য সময় নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক গতিপথকে অনিবার্যভাবে পাকিস্তানের শৃঙ্খল ভাঙার পথেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অসহযোগ আন্দোলন ছিল অহিংস। এর বিরুদ্ধে শুরুতে পাকিস্তানিদের নেয়ার মতো কোন সশস্ত্র কিংবা পুলিশী ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধু সে কারণেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...'। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলন যে গতিময়তা নিয়ে অগ্রসর হবে, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পাকিস্তানের থাকবে না। ফলে এই সংগ্রামের অভিযাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জনেই ধাবিত হবে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মার্চ মাসের সেই অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের প্রশাসন, আদেশ-নির্দেশ, রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। সেই জায়গায় বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশ-নির্দেশ প্রশাসনের ওপর আপনাআপনি কার্যকর করার গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে। ফলে কার্যত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব বাংলায় অচল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধারণা প্রশাসনসহ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই অবস্থা যত চলতে থাকে, তত অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তোলে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান তাঁর পরামর্শক ভুট্টো, সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় শক্তি পরিস্থিতি আগে থেকেই বুঝতে পেরে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এ ১৪তম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে অপারেশন সার্চলাইটের মূল পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এসএম আহসানকে সরিয়ে দেয়া হয়। এই দুই পদের দায়িত্ব দেয়া হয় লে. জেনারেল টিক্কা খানকে।

১৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে লোকদেখানো নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। ১৮ মার্চ গোপনে খাদেম হুসাইন রাজা এবং রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা তৈরি সম্পন্ন করেন। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল অসহযোগ আন্দোলনের গতিপথ রুদ্ধ করে দেয়া, পোড়ামাটি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চিরকালের জন্য ধূলিসাৎ করে দেয়া। ইয়াহিয়া খান সেই প্রস্তুতির সবকিছু চূড়ান্ত করেই ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ছাড়েন এবং অপারেশন সার্চলাইটের আক্রমণ শুরুর নির্দেশনা দিয়ে যান। রাতে সেই আক্রমণই ট্যাংক, কামান, গোলাবারুদ ও সশস্ত্র বাহিনীর পরিকল্পনা মোতাবেক ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর এবং সিলেটে একসঙ্গে শুরু হয়। বাঙালিনিধন ও গণহত্যার এক বর্বরোচিত শক্তি প্রয়োগের অধ্যায় পাকিস্তান রাষ্ট্র, শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনী যুক্তভাবে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ২৫ মার্চ রাতে শুরু করলে বঙ্গবন্ধু সূচিত অসহযোগ আন্দোলনের পর্ব রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর হামলাকে প্রতিহত করার ডাক দেন। শুরু হয় স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধের অধ্যায়। ২৬ মার্চ থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং ১০ এপ্রিল থেকে সরকার গঠনের মাধ্যমে বৈধ সরকারের নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করার সব প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে শুরু হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে স্বাধীনতাকামী সব শ্রেণী-পেশার নিরস্ত্র মানুষ।

এরা সশস্ত্র হওয়ার সব উপায় উদ্ভাবন করে। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে একসময়ের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে হামলা প্রতিহত, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ ঘটাতে থাকে। স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পথে তাঁর দল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। জনগণকে এর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দী করে রাখলেও তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত করার সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারই তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতিতেই মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা তৎপরতা, কূটনীতি, আন্তর্জাতিকভাবে জনসমর্থন সৃষ্টি, দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে সুসংগঠিত করা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ব্যর্থ করে দেয়ার এক নিরন্তর সশস্ত্র যুদ্ধে সুসজ্জিত করতে থাকে। ২৬ মার্চ শুরু হওয়া সশস্ত্র স্বাধীনতালাভের যুদ্ধ ক্রমেই বেগবান হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাকামী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া পূর্ব বাংলার জনগণ ১৯৭১ সালের বিশ্ব রাজনীতিকে গভীরভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। গোটা বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তখন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের লড়াইরত বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনের কণ্টকাকীর্ণ পথ। বিশ্বের শক্তিধররা তখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধরত মানুষের স্বাধীন রাষ্ট্রলাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন দান, অন্যভাগে কয়েকটি সরকার পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন আর কেবল বাংলাদেশের একার হয়ে থাকেনি। এর পক্ষে-বিপক্ষে বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তি ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অবস্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টি আন্তর্জাতিক কূটনীতিরও বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মার্কিন, চীন এবং আরও কিছু সরকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমর্থনে পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করার জন্য ৩ ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরুর মাধ্যমে একটি বড় ধরনের বহুপক্ষীয় যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে প্রেরণ করলে সোভিয়েতরা ২০তম নৌবহর নিয়ে এগোতে থাকে। এরই মধ্যে ৬ ডিসেম্বর ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার আগেই ভারতের সঙ্গে যৌথ বাহিনী গঠনের চুক্তি করে রাখে। ফলে পাকিস্তানের আক্রমণ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সীমিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে তখন মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে পাকিস্তানিদের সব আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। পাকিস্তানিদের সব বাংকার তাসের ঘরের মতো ভেঙে যেতে থাকে। সামরিক পরিকল্পনাতেই শুধু নয়, কূটনীতিতেও পাকিস্তানি শাসকেরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত মুক্তিযুদ্ধের সরকারের রণনীতি এবং রণকৌশলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। দ্রুতই এই সরকারের সবকিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ তখন এতটাই দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিকভাবে শক্তি-সমর্থন নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্তানিরা সব সেনানিবাস ত্যাগ করে ঢাকায় আত্মসমর্পণের জন্য জড়ো হতে বাধ্য হয়। চারদিক থেকে যৌথ বাহিনী এবং স্বাধীনতাকামী মানুষ ঢাকা সেনানিবাসকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ৯৩ হাজার স্বদেশীয় সেনাসদস্য নিয়ে বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে রমনার রেসকোর্স ময়দানে যৌথ বাহিনীর কাছে মাথানত করে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা পৃথিবীতে একটি খবরই তখন প্রচারিত হয়, 'বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিজয় লাভ করেছে।' বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর নতুন রাষ্ট্রের তালিকায় যুক্ত হয়ে যায়। এ হচ্ছে ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের রাষ্ট্র অর্জনের বিজয়। এর পেছনে ছিল সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং ৯ মাসের আত্মোৎসর্গকৃত জাতির অনন্য শৌর্য-বীর্যের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ইতিহাস।

ডিসেম্বর মাসে সেই ইতিহাস সারা পৃথিবীকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিল। আমাদের শক্তির কাছে পাকিস্তান তখন ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মহাপরাক্রমশালীর রাষ্ট্রের সমর্থনও। একাত্তরের ডিসেম্বরের গৌরব-সৌরভ, আত্মমর্যাদা, ত্যাগ, স্বীকৃতি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রলাভের বিজয় আনন্দের দৃশ্য অতুলনীয়। গোটা জাতি তখন জয় বাংলা স্লোগানে শুধু বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসই নয়, সারা পৃথিবীকেও মুখরিত করে তুলেছিল।

একাত্তরের ডিসেম্বর ছিল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শৌর্য-বীর্য ও বিজয়ের অনন্য উচ্চতায় আরোহণের কাল। এবার ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আমরা বিজয়ের ৫০ বছর পূরণ করেছি। ৫০ বছরে সাফল্য ও ব্যর্থতা আমাদের দুই-ই ছিল। তবে পাকিস্তানকে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন সূচকে আমরা অনেক আগেই অতিক্রম করেছি। একাত্তরে দেশটিকে পরাজিত করেছি। এখন যেসব সূচকে অতিক্রম করেছি তাকে আরও বেগবান করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, গণতন্ত্রের শত্রুসহ সব অপশক্তিকে পরাজিত করেই আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। ২০২১-এর ডিসেম্বরে আমাদের সেই শপথে বলীয়ান হতেই হবে।

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও কলামিস্ট

বিশ্বমানের চিকিৎসার দেশে ছাগল চোর আর ঝাড়ুদার সার্জন কাহিনী

ডা. আলী জাহান

১. বাংলাদেশি চিকিৎসকদের নির্বাচিত পেশাজীবী সংগঠন বিএমএ (বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন) সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা বাংলাদেশে করার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা বাংলাদেশে হচ্ছে। তারা আরও দাবি করেছেন যে, প্রায় সব জটিল রোগের চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব। অবশ্য তারা এ কথাও বলেছেন যে, বিদেশী চিকিৎসক এসে দেশে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা করতে পারেন। উনাদের এই কথার সাথে বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বক্তব্যের কোনো মিল নেই।

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অতিসত্বর তাকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার দায়িত্ব কি বিএমএ নিতে চাইছে?

২. কার চিকিৎসা কোথায় হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব কি এ পেশাজীবী সংগঠনের? বিবৃতি পড়ে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। পেশাজীবী সংগঠনের দায়িত্ব হচ্ছে ডাক্তারদের স্বার্থ রক্ষা করা, চিকিৎসার জন্য নিরাপদ কর্মস্থল সৃষ্টি নিশ্চিত করা, চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকারের সাথে দেন-দরবার করা। কার চিকিৎসা কোথায় হবে তা নির্ধারণ করার মহান দায়িত্ব এই পেশাজীবী সংগঠনকে দিলো কে?

৩. যারা এখনো এমবিবিএস পাস করেননি কিন্তু থার্ড বা ফোর্থ ইয়ারে পড়ছেন তারাও জানেন, লিভার সিরোসিসের চূড়ান্ত চিকিৎসা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট। বিএমএ'র বক্তব্য অনুসারে বাংলাদেশে সফলভাবে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে যেহেতু, বাংলাদেশে বিশ্বমানের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা কি আসলেই তাই?

৪. মহীয়সী লেখক ও পাঠক ফোরামের এডমিন লেখিকা শারমিন আক্তার একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি। কিন্তু উনার প্রশ্নটি নিয়েই আমি ভাবছি। পাঠকরা দেখুন তো আপনারা দিতে পারেন কিনা। অথবা বিএমএ নেতৃবৃন্দ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন কিনা। তার বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে বিশ্বমানের চিকিৎসা যদি থেকে থাকে তাহলে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কেন চিকিৎসার জন্য বাইরে যান? আশা করি বিএমএ নেতৃবৃন্দ এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

৫. মাঝেমধ্যে পত্রিকায় খবর আসে বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য লন্ডন, সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ড যাচ্ছেন। সর্দি-কাশি পরীক্ষা করার জন্য অমুক মন্ত্রী বা এমপি আমেরিকা যাচ্ছেন। সামান্য সর্দি-কাশি, চোখের ক্যাটারাক্ট অপারেশন, বদহজমের চিকিৎসার জন্য যখন ক্ষমতাশালীরা দেশের বাইরে যান তখন চিকিৎসক হিসেবে আপনাদের লজ্জা লাগে না? কখনো উনাদেরকে বলতে পারেন না যে দেশেই চিকিৎসা আছে, আপনারা বিদেশে যাবেন না। আপনারা সেই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেননি এবং পারবেন না। তাহলে এ প্রশ্ন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে করছেন কেন? যে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা সর্দি, হাঁচি, কাশি, বদহজমের চিকিৎসা করতে পারে না সে দেশের চিকিৎসকরা কীভাবে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করবেন? করতেও পারেন। কিন্তু আপনাদের আস্থা আছে তো?

৬. বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার(বিশেষ করে সরকারি) কী অবস্থা তা যারা দেশে আছেন এবং এই হাসপাতালগুলো ভিজিট করেছেন তারাই ভালো বলতে পারবেন। ব্যাপারটা বোঝার জন্য ক'দিন আগে প্রকাশিত দুটি খবর আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো।

৭. ১৮ই নভেম্বর দেশের প্রায় সবকটি পত্রিকার অন্যতম একটি খবর ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক কান গলা বিভাগে ঐ হাসপাতালের ঝাড়ুদার সবুজ অস্ত্রোপচার করছিলেন। বাংলাদেশের সরকারি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর যে র ্যাঙ্কিং আছে তার শীর্ষে অবস্থানকারী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন ঝাড়ুদার যদি অপারেশন করেন তাহলে বাকি হাসপাতালগুলোতে কি হচ্ছে?

৮. ২৩শে নভেম্বর অনেকগুলো বাংলা দৈনিকের একটি শীর্ষ খবর ছিল পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার এবং কর্মচারীরা মিলে অসহায় এক ব্যক্তির ছাগল চুরি করে ভুরিভোজ করেন। এই মহান কাজে অংশ নেন হাসপাতালের দায়িত্বরত ৫ জন ডাক্তার এবং কয়েকজন কর্মচারী। ঘটনার কোনো ফলোআপ রিপোর্ট নেই। তবে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এমন তথ্য নেই। ডাক্তারদের অবস্থা এমন খারাপ যে ছাগল চুরি করতে হবে?

৯. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ঝাড়ুদার কেন অপারেশন করবেন? নাজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তাররা কেন ছাগল চুরিতে (অভিযোগ) অংশগ্রহণ করবেন? এ বিষয়গুলো নিয়ে বিএমএ'র কথা বলা উচিত ছিল। সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপর হওয়া উচিত ছিল। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারদের আর্থিক অবস্থা কেন এমন খারাপ হলো যে ছাগল চুরি করতে হবে তা নিয়ে বিএমএ'র তদন্ত করা উচিত ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তারদের কেন এতো অভাব পড়লো যে জন্য অস্থায়ী ঝাড়ুদার অপারেশন করবে তা নিয়ে যে তদন্ত হচ্ছে তাতে বিএমএ'র অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। ১০. বাংলাদেশে কথা বলতে কোনো ট্যাক্স লাগে না। কথা বলার জন্য কোনো জবাবদিহিতা করতে হয় না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মুখে যা আসে তাই স্বাধীনভাবে বলে □যাচ্ছেন কর্তাব্যক্তিরা। এসব কথাবার্তা শুনে আমরা যে লজ্জা পাচ্ছি তা কিন্তু উনারা বুঝতে চাইছেন না।

১১. স্বঘোষিত বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদানকারী দেশের চিকিৎসকদের পেশাজীবী সংগঠনের উচিত কার চিকিৎসা কোথায় হবে তা তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের ওপর ছেড়ে দেয়া। উনাদের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। একটু সময় থাকলে সরকারি হাসপাতালে ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্টে ডাক্তারদের অসহায় অবস্থা দেখে আসুন। উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তাররা কী রকম অমানবিক পরিবেশে আছেন তা একটু তদন্ত করে আসুন। ছাগল চুরি বন্ধ করুন। ঝাড়ুদার আর ক্লিনারদের দিয়ে অপারেশন বন্ধ করানোর জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন। সম্মানের এবং নিরাপত্তার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করার পরিবেশ নিশ্চিত করুন। কার চিকিৎসা কোথায় হবে তা নির্ধারণ করা আপনাদের কাজ নয়। ওই বিষয়গুলো ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিন। মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি না করলেও পারেন। দিন শেষে আপনারা চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ নন।

ডা. আলী জাহান, যুক্তরাজ্যে কর্মরত বাংলাদেশি চিকিৎসক

বিজয়ের ঝুড়ি উপচানোর বাংলাদেশ

শাইখ সিরাজ

মুন্সিগঞ্জের মামাসার গ্রামে কৃষক হাকিম দেওয়ানের সঙ্গে শাইখ সিরাজ

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হতে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছিলেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। ৫০ বছর আগের বাংলাদেশ ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ছিল ৭৮৬ কোটি টাকার। মনে আছে তাজউদ্দীন আহমদ বেতারে সেই বাজেট ঘোষণা করেছিলেন। ছোট সেই বাজেটও ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের হাল ধরলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিদেশি সাংবাদিকেরা বহুবার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ধ্বংসস্তূপ এ দেশকে আপনি কীভাবে গড়ে তুলবেন? বঙ্গবন্ধু প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার দেশের মাটি আছে, আমার দেশের মানুষ আছে। এ দুটো দিয়েই আমি বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড় করাব।' তাঁর স্বপ্নের পথ ধরেই রচিত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ–স্বয়ম্ভর বাংলাদেশ। একটি রাষ্ট্রের জন্ম থেকে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠা পর্যন্ত এক দীর্ঘ পরিক্রমা অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছি বলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়। বহু ঘাত-প্রতিঘাত শেষে বাংলাদেশ বিজয় অর্জনের পর ৫০টি বছর অতিক্রম হতে চলেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের মূল লড়াই ছিল ক্ষুধার বিরুদ্ধে। বিশ্বের অনেক মোড়ল আমাদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে দেখেছিল তাচ্ছিল্য ভরে। আমাদের অভাবে, অনাহারে তাদের ঠোঁটে ছিল বাঁকা হাসি। ভুখা-নাঙ্গা বাংলাদেশের মানুষ শ্রমে-ঘামে গড়ে তুলেছে এই দেশ। আজ তলাহীন ঝুড়ি থেকে ঝুড়ি উপচানোর বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। এই অর্জন আমাদের। এই অর্জন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের।

স্বাধীনতার আগে থেকেই এ দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল। তারপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চরমভাবে কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ কারণে ১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লাখ টন; যা ছিল মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ। আর আজ যখন এই লেখা লিখছি, তখন খাদ্যশস্যের সরকারি মোট মজুত ১৫ দশমিক ১৩ লাখ মেট্রিক টন। জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ষোলো কোটির অধিক। জমি বাড়েনি; বরং কৃষিজমির পরিমাণ দিন দিন কমেছে। তারপরও বাংলাদেশ খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। করোনার মতো মহামারিতে যেখানে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ উতরে গেছে সাফল্যের সঙ্গে। এর পেছনে যে অনুঘটকগুলো কাজ করেছে তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষির সম্প্রসারণ, কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারি নীতিনির্ধারণী, সেচপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, কৃষিতে লাগাতার ভর্তুকি, কৃষি গবেষণার সাফল্য, প্রযুক্তির ব্যবহার, বেসরকারি সহযোগিতা, গণমাধ্যমের ভূমিকা, কৃষি খাতে অকৃষি খাতের অবদান ও কৃষিতে শিক্ষিত তরুণের অংশগ্রহণ। বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতি এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে রয়েছে সেচব্যবস্থার উন্নয়ন।

কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে একবার কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের সেচব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে। তিনি বলছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেচের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে নিয়েছিলেন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি নগদ ভর্তুকি ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কৃষকের মধ্যে সেচযন্ত্র বিক্রির ব্যবস্থা করেন। জার্মানি থেকে জরুরি ভিত্তিতে পানির পাম্প এনেছিলেন। সেচব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে কৃষক প্রকৃতিনির্ভর এক ফসলের জমিতে বহু ফসল ফলাতে পেরেছেন। এখন কোনো কোনো এলাকায় কৃষক একই জমিতে বছরে তিন থেকে চারটি ফসলের চাষ করতে পারেন। এমনকি পাহাড়ি ভূমি যেখানে সেচব্যবস্থা না থাকার কারণে কোনো ফসল ফলানো সম্ভব হতো না, সেখানেও সেচের ব্যবস্থা হওয়ায় দিব্যি ফসল ফলছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হচ্ছে বীজ, অর্থাৎ উচ্চফলনশীল জাত উন্নয়ন। প্রাপ্ত তথ্যমতে, দেশের বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফসলের ৯৭২টি জাত ও ১ হাজার ৩৯২টি উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। প্রযুক্তিই এগিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশের কৃষিকে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য গবেষকদের আগে হেঁটেছেন আমাদের কৃষক, তরুণ প্রজন্মের কৃষক। ইউটিউব বা অনলাইনে বিশ্ব কৃষির সাফল্য দেখে নিজেরাই এগিয়ে এসেছেন নিজের মতো করে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে। যেমন ফেনীর সোনাগাজীর মেজর (অব.) সোলায়মান সাহেবের কথাই বলা যাক। তিনি জানলেন, মালয়েশিয়ায় বারো মাস ফলে—এমন জাতের আম আছে। তিনি ২০০৮ সালে মালয়েশিয়াপ্রবাসী এক বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন বারোমাসি লুবনা জাতের সায়ন। সেখান থেকে উৎপাদন করেন চারা। চারা থেকে গাছ। গাছ থেকে ফল। সেই লুবনা জাতের আমটির চারা তিনি দিয়েছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে। সে চারাটিই উন্নত হয়ে নাম হয়েছে বারি-১১। এভাবেই কৌতূহলী কৃষকের হাত ধরে নানান জাতের ফসল যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের কৃষির মাঠে। ধান আর পাটের বাংলাদেশ ভরে উঠেছে নানান ফল-ফসলে। আজ দেশের যে প্রান্তেই যাওয়া যাক না কেন, দিঘল মাঠজুড়ে থাকে বৈচিত্র্যময় ফল-ফসল। বাংলাদেশ এখন ফল-ফসলের বৈচিত্র্যময় ঝুড়ি। ২০১০-১১ সালের কথা হবে, সে সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ড্যান ডব্লিউ মজিনা। তাঁকে বাংলাদেশের কৃষিবৈচিত্র্য দেখাতে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম। যশোরের গদখালীতে ফুলের সাম্রাজ্য দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। বলেছিলাম, দেখো, বাংলাদেশের কৃষকের কাছে ফুলও এখন অর্থকরী ফসল।

মনে পড়ে কুষ্টিয়ায় জৈবকৃষির অগ্রসরতা দেখে অভিভূত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'যে লোকটি বাংলাদেশকে তলাহীন ঝুড়ি বলেছিল, আমার মনে হয় না তার তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। বাংলাদেশ আজ ফল-ফসলে পরিপূর্ণ ঝুড়ি; যা উপচেই চলছে আর উপচেই চলছে।' বলছিলাম, প্রযুক্তিই এগিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিকে। তবে অন্যান্য দেশ যে গতিতে কৃষি মেকানাইজেশনে গেছে, আমাদের গতি সে তুলনায় অনেক শ্লথ। উন্নত দেশগুলো মেকানাইজেশন শেষে যাচ্ছে ডিজিটালাইজেশনে। প্রবেশ করেছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রতিটি খাতে এ পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে, যার ফলে পাল্টে যাচ্ছে উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনাসহ সবকিছু। স্মার্টফোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পরিবর্তন, ইন্টারনেট অব থিংস, যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, রোবটিকস, জৈবপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো বিষয়গুলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সূচনা করেছে। এখন পৃথিবীতে নতুন নতুন যেসব কৃষিযন্ত্র আসছে তাতে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অব থিংস।

প্রিসিশন অ্যাগ্রিকালচার বা স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার যেমন কৃষকের সময় ও শ্রম বাঁচাচ্ছে, উৎপাদন খরচ কমিয়ে লাভের পরিমাণও নিশ্চিত করছে। এই হাওয়া লেগেছে আমাদের কৃষিতেও। তরুণেরা এগিয়ে আসছেন প্রযুক্তির কৃষিতে। শিল্পভিত্তিক কৃষি উৎপাদনে যুক্ত হচ্ছেন শিল্পোদ্যোক্তারাও। তাঁদের হাতে অর্থ আছে, টেকনোলজি আছে, টেকনোলজি ব্যবহারের জ্ঞান বা দক্ষতাও আছে। ফলে শিল্পপতিরা এখন কৃষিশিল্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এতে রাষ্ট্রের উৎপাদন বাড়বে। কর্মসংস্থান হবে। আমাদের উন্নয়নের স্বার্থে সেদিকেই হয়তো যেতে হবে। তবে আশঙ্কার কথা হচ্ছে, পুঁজিপতিদের সঙ্গে সাধারণ কৃষক পেরে উঠবেন না। আমরা দেখেছি, গার্মেন্টস ব্যবসার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজমিতে কারখানা গড়ে উঠেছে। একসময় কৃষক তাঁর জমি গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়ে পরিবার নিয়ে সেই গার্মেন্টসের শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। কৃষিশিল্পের প্রসারে অদূর ভবিষ্যতে কৃষকের জমি শিল্পপতিদের হাতে চলে যাবে। কারণ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কৃষি একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও বিনিয়োগের কৃষি। এ ক্ষেত্রে কৃষককে সচেতন হতে হবে, সরকারেরও উদ্যোগ নিতে হবে, যেন কৃষক তাঁর জমি হাতছাড়া না করেন। কৃষককে ওই উদ্যোগের সঙ্গে অংশীদারত্বে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিতে হবে। কারণ, আজকের বাংলাদেশকে যাঁরা এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, আমি সেই সব কৃষকের পক্ষে থাকতে চাই, আমি তাঁদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে। তাঁরা যেন কোনোভাবেই ভূমিহীন শ্রমিকে রূপান্তর না হন। এই আমার প্রত্যাশা। বিজয়ের শতবর্ষ যখন উদযাপন হবে, তখন আমরা অনেকেই হয়তো থাকব না। কিন্তু আমি প্রত্যাশা করি—এই বাংলাদেশ থাকবে, সেদিনও বাংলাদেশের কৃষকের নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হবে, যাঁরা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়তে সর্বত বিনিয়োগ করে এসেছেন দিনের পর দিন।

শাইখ সিরাজ, কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, পরিচালক ও বার্তাপ্রধান, চ্যানেল আই

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের
সাবওয়ে এবং তাজমহল
রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৯১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

ক্রিস কুমো

ভাইয়ের পক্ষ নেয়ায় চাকরিচ্যুত সিএনএনের ক্রিস কুমো

জাহিদা আলম

বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক এবং উপস্থাপক ক্রিস কুমোকে চাকরিচ্যুত করেছে সিএনএন। এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে ৪ ডিসেম্বর শনিবার জানানো হয়েছে। ক্রিস কুমোর ভাই নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর এ্যান্ড্রু কুমো। তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে সম্প্রতি। সেসময় সিএনএনের প্রভাব খাটিয়ে ভাইয়ের পক্ষ অবস্থান নিয়েছিলেন ক্রিস কুমো। এজন্য তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য গত সপ্তাহে মঙ্গলবার সাময়িক বরখাস্ত করে সিএনএন। কিন্তু একটি আইনি প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য যুক্ত করার পর সিএনএন তাঁকে বরখাস্তের ঘোষণা দিয়েছে। ওই আইনি প্রতিষ্ঠান তার অনুসন্ধান তথ্য শুক্রবার জমা দিয়েছে। এরপর দিন শনিবার সিএনএন ওয়ার্ল্ডওয়াইডের প্রেসিডেন্ট জেফ জাকার বরখাস্তের ঘোষণা দেন ক্রিস কুমোকে। তবে তাঁর সঙ্গে 'কুমো প্রাইম টাইম' অনুষ্ঠানে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা স্বপদে বহাল থাকবেন। আগামী সপ্তাহে এ অনুষ্ঠান উপস্থাপন করবেন ক্রিস কুমোর বিকল্প উপস্থাপক মাইকেল স্মেয়ারকোনিশ।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমে দীর্ঘদিন দাপটের সাথে সাংবাদিক ক্রিস কুমো প্রভাবশালী মার্কিন রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। ক্রিস ও এ্যান্ড্রু কুমোর বাবা নিউইয়র্কের গভর্নর ছিলেন। মার্কিন সমাজ ও রাজনীতিতে এই পরিবারকে সবসময় সমীহের সাথে দেখা হতো। গত বছর এ্যান্ড্রু কুমোর নামে বেশ কয়েকজন নারী পীড়নের অভিযোগ আনলে পরিস্থিতি পুরো পাল্টে যায়। ভাইয়ের পক্ষ নেয়ায় ক্রিস কুমো তাঁর সাংবাদিকতা জীবনে বিরাট হোঁচট খেলেন। তাৎক্ষণিক এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সিএনএন থেকে তাঁর এমন প্রস্থান হবে বলে তিনি কখনো আশা করেননি। তবে যে ঘটনা নিয়ে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, এ নিয়ে কোন মন্তব্য করতে তিনি অস্বীকার করেছেন।

জালালাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন আসন্ন। আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে সংগঠনের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। আর এই নির্বাচন ঘিরে প্রবাসীদের মাঝে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা আর নানা সমীকরণ। আগামী ২৬ ডিসেম্বরের ভোটার হওয়ার শেষ তারিখ।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সিলেটের চার জেলার ৩৯ থানার বাসিন্দারা ভোট দিয়ে থাকেন এই নির্বাচনে। জনশ্রুতি আছে বিয়ানীবাজারের ভোটাররা এখানে বড় ফ্যাক্টর। জানা গেছে, ৮০ ভাগ ভোটার বিয়ানীবাজারের। ফলে বিয়ানীবাজারের অংশগ্রহণ বাড়লে জমে উঠবে এই নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে দফায় দফায় চলছে বৈঠক। ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে। এসোসিয়েশনের নির্বাচন সম্পন্ন করতে গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। গত ২৮ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন: প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম, কমিশনার যথাক্রমে মোশারফ আলম (সুনামগঞ্জ, নিউজার্সি), সাব্বির হোসেন (হবিগঞ্জ), মিনহাজ আহমেদ সাম্মু (মৌলভীবাজার) ও আহমদ হাকিম (সিলেট)।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন চলতি বছর ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এদিকে বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় চলতি বছর অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই প্রবাসী জালালাবাদবাসীদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চলছে। বিভিন্ন কারণে বিগত দুই মেয়াদ ধরে এসোসিয়েশনের নির্বাচন হচ্ছে না। ২০১৭ সালে সর্বশেষ নির্বাচন (মনোনীত) অনুষ্ঠিত হয়।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ছাড়াও সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুর নূর বড় ভুইয়া, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সভাপতি মিসবা আবদীন রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হতে পারেন এসোসিয়েশনের বর্তমান সহ-সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত খান বুলবুল, সাইকুল ইসলাম, ইফজাল হোসেন।

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন পরবর্তী ঢেউ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে পড়বে। বিয়ানীবাজারের ৫ হাজার ভোট ব্যাংক জয়-পরাজয় নির্ধারণ ফ্যাক্টর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্র মতে, বিয়ানীবাজার নির্বাচনে আজমল হোসেন কুনু ও বদরুল হোসেন খান বিজয়ী 'মান্নান-মাহবুব' প্যানেলের জন্য নেপথ্যে কাজ করলেও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা দুই মেরুতে অবস্থান করছেন। ফলে নির্বাচনে অন্যরকম মেরুকরণ হতে পারে।

এসোসিয়েশনের নির্বাচনে তিনটি প্যানেল হতে পারে। এসোসিয়েশনের সাবেক কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ সংগঠন চাঙ্গা করতে নির্বাচনে একটি প্যানেল দেয়ার কথা ভাবছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সক্রিয় হয়ে উঠছেন।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

নিউইয়র্ক প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নারায়ণগঞ্জবাসী বাংলাদেশের বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন। ছবি: সৌজন্য

নিউইয়র্কে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী বাংলাদেশের বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন করেছেন। তারা একইসঙ্গে নিজেদের সংগঠন 'নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অফ উত্তর আমেরিকা ইনক'এর ৩২ বছর পূর্তিও করেছেন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রীতি সম্মিলনের পরিবেশে।

৩ ডিসেম্বর শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রবীণ প্রবাসী বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'নারায়ণগঞ্জ' এর সুনাম ধরে রাখার আহবান জানান। তারা বলেন, প্রবাসে কিছু নারায়ণগঞ্জবাসী নিজেকে নেতা ঘোষণা দিয়ে সংগঠনের নামে বিরোধ সৃষ্টি করে যেন আনন্দ পান। তারা প্রকৃত অর্থে নারায়ণগঞ্জের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছেন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার আহবান জানান তারা। তারা আরো বলেন, নিজ এলাকার মানুষদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি রক্ষা করা যেখানে অন্যতম কাজ, সেখানে অনৈক্য সৃষ্টি করছেন কেউ কেউ। অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা কখনও সফল হয়না। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও পাক শাসকরা অনৈক্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। দমন করতে চেয়েছিল সাধারণ মানুষকে। ঐ পাক শোষকরা সফল হয়নি।

বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ছিল বলে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ঐক্যবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই। বিশেষ করে প্রবাস জীবনে বিরোধ, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অপ-প্রচার করা অশুভ লক্ষণ। অসুস্থ ও বিকারগ্রস্থ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যারা এমন কাজে লিপ্ত রয়েছেন, তাদের যেন শুভবোধের উদয় হয়। তারা আরো বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করাটাই আমাদের সকলের ব্রত হওয়া উচিত। বক্তারা বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীতে প্রাণহানীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমাদের সব সময় নিজেদের সুস্থ রাখার প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইনক-এর আহবায়ক কমিটির আহবায়ক নির্মল পাল এবং সভা পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সেলিম। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক-এর সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কমিটির কোষাধ্যক্ষ নুরুজ্জামান মিয়া মন্টু, সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: মতিউর রহমান, আহবায়ক কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক আরশাদুল বারী আসাদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও যুগ্ম-আহবায়ক মোহাম্মদ মোহসীন, সংগঠনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও নূর বাবুল। এ ছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শিশু বিশেষজ্ঞ (চিকিৎসক) শান্তা পাল, লেখক ও সাংবাদিক দর্পণ কবীর এবং মোস্তফা জামাল টিটো।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার সময়কাল এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন নুরুজ্জামান মিয়া মন্টু ও আরশাদুল বারী আসাদ। নুরুজ্জামান মিয়া মন্টু জানান ১৯৮৯ সালে তাদের বাসায় সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল। তিনি বলেন, বিরোধ নয়। বিরোধতা করে, বিভক্তি সৃষ্টি করে নিজের ক্ষতি করা ঠিক নয়। তিনি সকলকে সমঝোতা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। আরশাদুল বারী আসাদ বলেন, আমরা এগিয়ে যাবার প্রত্যয় নিয়ে প্রবাসে সংগঠন করি। আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কতিপয়

মানুষ নিজেদের মধ্য কাদা ছোঁড়াছুড়ি করছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি নিউইয়র্কে সকলের সহযেগিতায় সংগঠনের জন্য একটি ভবন ক্রয় করবেন বলে ঘোষণা দেন। মোহাম্মদ মোহসীন বলেন, আমরা ভবন ক্রয়ের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খুলেছি।

একটি ভবন ক্রয় কমিটিও গঠন করেছি। আগামীতে আমরা সংগঠনের ভবন ক্রয় করে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের উপহার দেব। নির্মল পাল সভাপতির ভাষণে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় নারায়ণগঞ্জের অবস্থার কথা স্মৃতিচারণমূলক কথায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে পাক বাহিনী হামলা এবং গণহত্যা করলে নারায়ণগঞ্জের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাক সেনাদের সমরযান প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি ২৭ মার্চ পর্যন্ত।

মাসদাইর এলাকায় রাস্তায় গাছ ফেলে পাক সেনাদের কীভাবে সাধারণ মানুষ রুখে দেয়ার লড়াই করেছিল, তার বর্ণনা করেন তিনি। তিনি জানান, পাক সেনাদের গুলিতে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ তৌফিক সাত্তার এবং মোশারফ হোসেন মাশার শহীদ হয়েছিলেন। তিনি কীভাবে আগারতলা গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের মাটিতে যুদ্ধ করেছিলেন-ওসব কথা সংক্ষেপে বলেন। তিনি আরো বলেন, দেশ স্বাধীন হলেও আমরা ৫০ বছর পর কী পেলাম, তা ভাবতে হয়। আমাদের বাক স্বাধীনতা আছে কিনা-এ কথাও বলতে হয়। আমরা আজ বিজয় দিবস উদযাপন করছি, একই সঙ্গে অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে। অনেকের মনে গ্লানি। তিনি আরো বলেন, এই ৫০ বছরের বিজয় দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আমরা যেন আমাদের জন্মভূমি এবং জনগণের কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবি। অনুষ্ঠানে একাধিক বক্তা সংগঠনের জন্য একটি ভবন ক্রয় করার ঘোষণা দেন। বিগত ইসি কমিটির বনভোজন উপ-কমিটির দু'কর্মকর্তা মোস্তফা জামাল টিটো ও মোঃ আব্দুল কাদের সভায় দু'হাজার ডলার তুলে দেন ভবন ক্রয় কমিটির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমানের কাছে।

ভবন ক্রয় কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক নির্মল পাল ও আরশাদুল বারী আসাদসহ তিন কর্মকর্তা ভবন ক্রয়ে ৩০ হাজার ডলার দেবেন বলে অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন। এ সময় আরো কয়েকজন নারায়ণগঞ্জবাসী ভবন ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন বলে আহবায়ক কমিটির কর্মকর্তাদের জানান। অনুষ্ঠাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল মনোজ্ঞা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা তিথি এবং শাহ মাহবুব। তাদের পরিবেশিত দেশাত্ববোধক, আধুনিক, ফোক গান উপভোগ করেন সমবেতরা। কেউ কেউ গানের সুরের মূর্ছনায় মে গিয়ে নেচে আনন্দ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'নারায়ণগঞ্জ' নামে একটি ম্যাগাজিন বের করা হয়। এই ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন দর্পণ কবীর।

জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে থাকা অস্ত্রধারীকে ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আটক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে থাকা অস্ত্রধারী এক ব্যক্তিকে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আটক করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার তাঁকে ম্যানহাটনে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে থেকে আটক করা হয়।

এর আগে অস্ত্রধারী ওই ব্যক্তি জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে অবস্থান করেন। সতর্কতার অংশ হিসেবে সদর দপ্তরের চারপাশের রাস্তা বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নিউইয়র্ক পুলিশ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি এখন পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি ভিডিওতে অস্ত্রধারী ওই ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা গেছে।

আইন প্রয়োগকারী এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই জাতিসংঘকে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, জাতিসংঘ বিশ্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আটক অস্ত্রধারী ব্যক্তি ফুটপাতে বেশ কয়েকটি নোটবুক রেখে গেছেন। নোটবুকগুলো নিউইয়র্ক পুলিশ সংগ্রহ করেছে। নিউইয়র্ক পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, অস্ত্রধারী ওই ব্যক্তির বয়স ষাটের কাছাকাছি।

স্পেনে গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জিয়াউল হক জুমন

দীর্ঘদিন পর সাংগঠনিক স্থবিরতা, জটিলতা মান-অভিমান ভুলে অবশেষে গঠন করা হলো স্পেন গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশনের আট সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। স্পেনে প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার মাদ্রিদের বাংলাদেশ এসোসিয়েশন এর হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি নেতা আসাদুর রাহমান সাদ এবং সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক সেলিম আলম।

সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। যার মেয়াদ থাকবে আগামী তিন মাস।নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ হলেন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্পেনের সাবেক সভাপতি আল মামুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান

সুন্দর, সাবেক প্রধান উপদেষ্ঠা আব্দুল মুন্তাকিম, মুজাক্কির , এইচ এম দবির তালুকদার, সাংবাদিক বকুল খান, শাওন আহমদ, হাফিজ আহমদ ও বদরুল কামালী।

সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুজিবুর রহমান,সাঈদ মিয়া, আবু জাফর রাসেল, সাইফুল ইসলাম ইকবাল,সাংবাদিক সিদ্দিকুর রাহমান সহ গ্রেটার সিলেটের অন্যান্য নের্তৃবৃন্দ।

স্পেনে গ্রেটার সিলেট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা। ছবি: সংগৃহীত

জব হেল্প! জব হেল্প!!

• পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
• পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
• জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
• আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
50 পারসেন্ট ডিসকাউন্টে সিপিএ'র
মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2020
WE DO ALL TYPES OF TAXES

50% REDUCTION IN FEES AS COVID-19 RELIEF

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN, CPA, CISA
7232 BROADWAY, SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 347-592-9973; Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

• ব্যাংক্রাপ্সী
• ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
• রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
• উইল্স
• ইনকোর্পোরেশন
• ক্রেডিট কনসলিডেশন
• পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
• মর্গেজ
• ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
• ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন রেজা কিবরিয়া। ছবি: প্রথম আলো

নিউইয়র্কে ড. রেজা কিবরিয়ার সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে গণ অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশের আহ্বায়ক ড. রেজা কিবরিয়া বলেছেন, দেশের স্বার্থে প্রবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকা খুবই প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। ডেমোক্রেটিক পার্টি অথবা রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্বের সাথে প্রবাসীদের ভালো একটা সম্পর্ক তৈরী হলে দেশের পরিস্থিতির ওপরে তারা একটা প্রভাব ফেলতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্র সফররত ড. রেজা কিবরিয়াকে নিউইয়র্কবাসীর পক্ষ থেকে ৫ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস নবান্ন পার্টি হলে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদ (বাপ্রঅপ)।

গণ অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আজাদ আহমেদ পাটওয়ারির সভাপতিত্বে এবং বাপ্রঅপের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছাত্তার পলাশের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাপ্রঅপের সহ সভাপতি আলী হোসেন ও জিয়াউল হাশেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান তুহিন, অর্থ সম্পাদক মাহফুজুল হাসান জাভেদ, ক্রীড়া সম্পাদক আল আমিন সৈয়কত, কার্যকরী সদস্য আসিফ হক, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টিরযুক্তরাষ্ট্র শাখার প্রধান রহমত উল্লাহ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সারোয়ার চৌধুরী, আবুল কালাম প্রমুখ। ড. রেজা কিবরিয়া বলেন, এবার আমেরিকায় এসেছি আমাদের সাংগঠনিক কাজে।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সিসহ বেশ কয়েকটি স্থানে সভা করেছি। ভবিষ্যতে আমরা বিভিন্ন স্টেটে গণঅধিকার পরিষদের কমিটি দেব। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে বড় একটি সাংগঠনিক কমিটি করবো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল পরিচালনা বিধিতে বিদেশে সরাসরি শাখা খোলার সুযোগ নেই। সেজন্য সমর্থক গ্রুপ তৈরি করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে।

ড. রেজা কিবরিয়া বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষ খুবই বিপদে আছে। মানুষের বাক স্বাধীনতা নেই। একটা অগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায়। সবাইকে বিভিন্ন জুলুম-নিপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে। মানুষ জেলে গেলে তাদের ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলা হয়। আওয়ামী লীগ গত ৮ বছরে গুম-হত্যার এই রাজনীতি এনেছে। তিনি বলেন, করোনার তান্ডবের চেয়েও ভয়ংকর একটা পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত গোটা বাংলাদেশ। মানুষ স্বস্তি চায়। গণতান্ত্রিক শূন্যতা দূর করতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সাথে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একীভূত করতে আমরা মাঠে নেমেছি।

ড. রেজা কিবরিয়া বলেন, দেশের জন্যে আমার বাবা (প্রয়াত শাহ এএমএস কিবরিয়া) অনেক কিছু করেছেন। আরও কিছু করতে চেয়েছিলেন। তার খুব শখ ছিল সিলেটের নবীগঞ্জ-বাহুবলের এমপি হবার। ২০১৮ সালে আমি তার সে স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেটি তো কোনো নির্বাচন ছিল না। ১৭৫টির মধ্যে প্রায় ১৫০টি ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়া হয় সকাল ১১টার মধ্যে। এতদস্বত্বেও আমি ৮৬ হাজার ভোট পেয়েছি। কিন্তু তারা ব্যালট বাক্স জালিয়াতি করে নির্বাচনের ফলটা পাল্টে দিল।

সিএম তোফায়েল সামি আর নেই

ঢাকা ডেস্ক

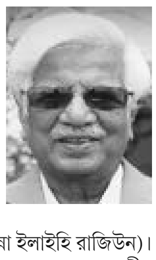

বিশিষ্ট ব্যাংকার ও ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি সিএম তোফায়েল সামি আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ৬ ডিসেম্বর সোমবার দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন তিনি। তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, সিএম তোফায়েল সামি প্রয়াত স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী স্মৃতি ফাউন্ডেশনের এক সভায় যোগ দিতে সোমবার সকালে বাসা থেকে বের হন। যাওয়ার পথে তাঁর বুকে ব্যথা হয়। অনুষ্ঠানস্থলে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে রাজধানীর শ্যামলীর একটি স্পেশালাইজড হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন।

চিকিৎসকেরা জানান, সিএম তোফায়েল সামি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নামাজে জানাজা পরদিন মঙ্গলবার বাদ জোহর ধানমণ্ডির ঈদগাহ্ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। সামি বর্ণাঢ্য কর্মজীবন থেকে অবসর নেয়ার পর আমৃত্যু দেশের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও মানবতাহিতৈষী কর্মে সম্পৃক্ত ছিলেন। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার লাউতা ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামে জমিদার পরিবারের সন্তান তোফায়েল সামির সহোদর সিএম শফি সামি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা।

বিশিষ্ট ব্যাংকার ও সমাজসেবক তোফায়েল সামির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন এক শোকবার্তায় বলেন, তোফায়েল সামি দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সমাজসেবক হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে অনেক কাজ করে মানুষের ভালবাসা অর্জন করেছেন। ঢাকাস্থ সিলেটিদের প্রাচীন সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবেও তিনি অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭১ - বিজয়পুর

রোকেয়া দীপা

১৯৭১ নিয়ে টেক্সাস আর নিউ জার্সির বাংলা ব্যান্ড GAP-ATX এবং S&R এর যৌথ প্রয়াসে নতুন গান "১৯৭১ - বিজয়পুর" গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরের পূর্তিতে আগামী ১৬ ডিসেম্বর আর্টল্যাব মিডিয়া প্রোডাকসন্স-এর ইউটউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে।পুরো গান জুড়েই আছে রক সংগীতের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তিত্ব আর গানের রেফারেন্স; আছে ইঙ্গিত কিভাবে এই ঘটনাগুলো ১৯৭০-১৯৭১ জুড়ে কাজ করে সময়ের পালা বদলের অনুঘটক হিসেবে, আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিভাবে চিরতরে বদলে দেয় রক সংগীত ঘরানাকে।

"ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যু - এই সব ঋণাত্মক আবেগ থেকে উৎসারিত সংগীতের এই শাখা - রক, ১৯৭১ -এ দেখিয়ে দিয়েছে কত শক্তি, কত পসিটিভিটি গিটারগুলোর ডিস্টর্টেড গর্জনে , ড্রামস এর বজ্রনাদে , বেইজ গিটারের গাম্ভীর্যে, আর কণ্ঠশিল্পীর যন্ত্রনাময় আর্তনাদে।

৩ বছর ধরে একটু একটু করে গানটার পরিমার্জন করে চলে

ছবি: ১৯৭১ - বিজয়পুর রেকর্ডিং

টেক্সাসের পিয়াল, অর্ঘ্য, গালিব আর নিউ জার্সির শোভন। রেকর্ডিং হলো দুই অঙ্গরাজ্যের তিন জায়গায় (সমারসেট এবং সাউথ ব্রুন্সউইক, নিউ জার্সি আর অস্টিন, টেক্সাসে)। রাজীব রাসেল (আর্টল্যাব মিডিয়া প্রোডাকসন্স) - গানে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি ভিডিওগ্রাফির কাজ করেন । নিউ ইয়র্ক থেকে "ষ্টুডিও গান বাজনা"র হেলাল ভিডিও শুটিং করে। বাংলাদেশ থেকে ওয়ারফেজের সামির হাফিজ করে মিক্সিং আর মাস্টারিংয়ের করেন।

১৯৭১ বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক বিজয়পুর। এই বিজয়পুর রক সঙ্গীতেরও। আর্ট ল্যাব মিডিয়া প্রোডাকশন অতীতে অনেক ইভেন্টগুলির জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কাজ করেছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের বন্যা ত্রাণ সহায়তার জন্য, লাকী আখন্দের চিকিৎসায় সাহায্য করার জন্য, বাংলা কেয়ার ফাউন্ডেশন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ত্রাণ সহায়তা করার জন্য, রানা প্লাজা ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম।

Tax & Immigration
Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়
সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

ইনকামট্যাক্স **২০১৯** ইনকামট্যাক্স

আন্‌জুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ▶ আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন করেন। ছবি : সংগৃহীত

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক পরিদর্শন করেছেন। ৬ ডিসেম্বর সোমবার পরিদর্শনকালে ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এসএম নাজমুল হাসানসহ কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় তিনি কনস্যুলেটের সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ করার পরামর্শ দেন। আলোচনাকালে তিনি কনস্যুলার সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে এবং অধিকতর সেবা প্রদানে কনস্যুলেটের নিজস্ব ভবন কেনার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এসএম নাজমুল হাসান মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে কনস্যুলেটের বিভিন্ন কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

পরে মন্ত্রিপরিষদ সচিব আনোয়ারুল ইকবাল কনস্যুলেটের বিভিন্ন কনস্যুলার সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সেবাপ্রার্থীদের সাথে কথা বলেন। তিনি কনস্যুলেটের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে কনস্যুলেটের কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ জানান। কনস্যুলেট সফরকালে তাঁর সহধর্মিণী সরকারের সাবেক সচিব কামরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন।

সোনু কক্কর

রাজুব ভৌমিক

সোনু কক্কর গাইলেন রাজুব ভৌমিকের আয়না সঙ্গীত

উত্তর আমেরিকা অফিস

বলিউডের জনপ্রিয় প্লেব্যাক সিঙ্গার সোনু কক্কর এবার গাইলেন কবি রাজুব ভৌমিকের আয়না সঙ্গীত। বলিউডের আরেক জনপ্রিয় প্লেব্যাক সিঙ্গার নেহা কক্করের দিদি সোনু কক্কর এই প্রথম কোন বাংলা গানে কণ্ঠ দিলেন। 'চুপিচুপি ভালবেসে' শিরোনামে এই আয়না সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বলিউডের জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক শুভম সুন্দরম। জানা যায়, এই গানের শাব্দিক রেকর্ডিং গতমাসে আর্মেনিয়াতে সম্পন্ন হয়েছে। অতিসম্প্রতি মুম্বাইয়ের নিও সাউন্ড স্টুডিওতে শিল্পী সোনু কক্কর গানটির ভয়েস রেকর্ডিং শেষ করেন।

'চুপিচুপি ভালবেসে' গানটি নিয়ে শিল্পী সোনু কক্কর বলেন,'এই প্রথমবার আয়না সঙ্গীতের একটি গান গাইলাম। আয়না সঙ্গীত নিঃসন্দেহে রাজুব ভৌমিকের এক অসামান্য সৃষ্টি। আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন পুরোগানটি আসলেই আয়নার মতো। অসাধারণ লেখনী এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন আমার আরেক প্রিয়জন শুভম জি। আশা করি গানটি শ্রোতাদের বেশ ভাল লাগবে।' এই গান নিয়ে কবি রাজুব ভৌমিক বলেন, 'চুপিচুপি ভালবেসে গানটি লিখেছি

গতবছরের আগষ্ট মাসে। বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা গানকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছে থেকেই আয়না সঙ্গীতের রচনা শুরু করি। এতে কতটুকু সফল হয়েছি তা জানি না। তবে আমার এখানে থেমে যাবার ইচ্ছে নেই। বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাগানের বিশ্বায়নের জন্য অনেকদিন ধরে কাজ করতে যেন পারি সেজন্য দোয়া সবাই করবেন।'

জানা যায়, ২০২০ সালের ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে কবি রাজুব ভৌমিক আয়না সঙ্গীত লেখা শুরু করেন। আয়না সঙ্গীতের প্রথম গান 'যায় প্রাণ গো' গেয়েছিলেন বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় শিল্পী ন্যান্সি। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় সংকলন আয়না সনেট থেকে পরিবর্তিত আয়না সঙ্গীত গানের প্রতিটি লাইন দশ বর্ণের, গানের মুখ/স্থায়ী উল্টোদিক থেকে গাইলে গানের প্রথম অন্তরা হয়। দ্বিতীয় অন্তরা দুই লাইনের, যা উল্টোদিকে গাইলে চার লাইন হয়। সর্বমোট ছয় লাইনের বা ষাট বর্ণের গান এবং দুই দিক থেকেই গানের সুর করা যাবে। যেহেতু গানগুলো আয়নার মতো এবং দু'দিক থেকেই গানের সুর করা যায়, তাই এ গানগুলোর নাম 'আয়না সঙ্গীত' হয়েছে। রাজুব ভৌমিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ' উত্তরের ভাবনা' পাতা সম্পাদনা করেন। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সার্জেন্ট হিসেবে কর্মরত রাজুব ভৌমিক অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যাপনাও করে থাকেন।

পরবর্তী মহামারি কোভিডের চেয়েও বেশি প্রাণঘাতী হতে পারে: সারাহ গিলবার্ট

ঢাকা ডেস্ক

সারাহ গিলবার্ট

পরবর্তী মহামারি কোভিডের চেয়েও বেশি প্রাণঘাতী হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন করোনা টিকা অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার উদ্ভাবক দলের সদস্য ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সারাহ গিলবার্ট। তিনি বলেছেন, 'সত্য কথা এই যে পরবর্তী মহামারি আরও বেশি সংক্রামক, প্রাণঘাতী কিংবা উভয়ই হতে পারে।'যুক্তরাজ্যের এক মিলনায়তনে দেয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সারাহ গিলবার্ট বলেন, 'পরবর্তী ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে বিশ্বকে আরও ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা যে জ্ঞানার্জন করেছি, সেটি হারিয়ে ফেলা যাবে না।'

বক্তব্যে করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন নিয়েও কথা বলেন গিলবার্ট। করোনার এই নতুন ধরনটি অধিক সংক্রামক বলে উল্লেখ করেন তিনি। ওমিক্রন নিয়ে সারাহ গিলবার্ট বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানতে না পারছি, ততক্ষণ অবশ্যই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

উল্লেখ্য, পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে এ পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫২ লাখ ৭৪ হাজার ৯৫ জনের। এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত হয়েছেন ২৬ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৯৯৫ জন। করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ২৩ কোটি ৯৯ লাখ ১৩ হাজার ৯৭৭ জন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ও নির্বাচন ১১ ডিসেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ও কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ১১ ডিসেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে বেলা ১১টায় এই সভা আহ্বান করা হয়েছে।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর আহমদকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন: আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু ও হাবিব রহমান। প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকতে ক্লাব সদস্যদের অনুরোধ জানিয়েছেন।

Authorized
IRS e-file
Provider
KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY
PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
Serving Our Community For Over 28 Years
ENROLLED AGENT
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে ট্যাক্স ফাইলিং করে থাকি
Tax Return
OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting
Travels
Immigration
Insurance
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস
যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।
যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
■ শারীরিক চেক আপ
■ টি.এল.সি টেস্ট
■ ডায়াবেটিস
■ উচ্চ রক্তচাপ
■ হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

৩৫তম ফোবানা সম্মেলনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ২৬-২৮ নভেম্বর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয়। ছবি : প্রথম আলো

৩৫তম ফোবানা সম্মেলনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

থ্যাংকস গিভিংয়ের ছুটিতে গত ২৬-২৮ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসির গেলড ন্যাশনাল রিসোর্ট এন্ড কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রবাসী বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা ফোবানা কনভেনশন। অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে দুপুর দু'টায় সকল ধর্মের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃধর্মীয় কনফারেন্স।

কনফারেন্সের বিভিন্ন অংশজুড়ে ছিল ইন্টারফেইথ প্রেয়ার, পিস ডায়লগ, প্যানেল ডিসকাশন, মেডিটেশন, অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি এবং হারমনি সেলিব্রেশন। এরপর আন্তঃধর্মীয় প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে কনফারেন্সটি শেষ হয়।

ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ-এর উদ্যোগে পরিচালিত হয় এই আন্তঃধর্মীয় কনফারেন্সে। এতে বিভিন্ন ধর্মের স্কলার ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুখেন গমেজ কনফারেন্সটি পরিচালনা করেন।

ঐতিহাসিক ন্যাশনাল মসজিদ অব ওয়াশিংটনের ইমাম কাদির আব্দুস সালামের আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনার মাধ্যমে কনফারেন্স শুরু হয়। জাতিসংঘের এনজিও বিষয়ক প্রতিনিধি ডক্টর রেমী আলাপো, গ্রেটার গ্রেস মিনিস্ট্রির বিশপ ডক্টর এডুয়ার্ট বারনেট, ইন্টারন্যাশনাল বুডিস্ট সেন্টারের প্রেসিডেন্ট কাতোগোসতোতা উপারানাতারা মাহাথেরা নিজ নিজ ধর্মের পক্ষে সার্বজনীন প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। ডক্টর রেমী আলাপো বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মই শান্তির কথা বলে। যারা ধর্মের অনুসারী তাদের মধ্যে অনেক নেতিবাচক বিষয় থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মের মধ্যে তেমন কিছু নেই। ধর্ম শুধু শান্তির বার্তা দেয়। তাই ধর্মকে আশ্রয় করে অপরাধ করা জঘন্য ব্যাপার। ডক্টর এডুয়ার্ট বারনেট বলেন, পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে একটা মিল আছে। একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই প্রতীয়মাণ হবে যে, তারা একই শান্তির কথা বলছে, মানবতার কথা বলছে। অথচ আমরা সেগুলোকে গ্রহণ না করে যে অল্প কিছু অমিল আছে, শুধু সেগুলো নিয়েই কথা বলি।

কাতোগোসতোতা উপারানাতারা মাহাথেরা বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, এটাকে মোকাবেলা করতে হবে ধর্মের শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে। অন্য ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হবে। অন্য কেউ নয়, তারা আসলে আমাদেরই ভাই।

ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সংগঠনের পরিচিতি এবং কার্যক্রম তুলে ধরেন। ওয়ার্ল্ড ইয়োগা কমিউনিটির চেয়ারম্যান এবং জাতিসংঘের বিশেষ পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত গুরু দীলিপজি মহারাজ মেডিটেশন পরিচালনা করেন।

ফোবানা সম্মেলনের আহ্বায়ক জিআই রাসেল এসময় উপস্থিত থেকে নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানান। বিশ্ব শান্তি ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন বিদিতা রহমান ভূঁইয়া। ইউনিভার্সেল পিস ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি তমিকো দুগান, মেট্রোপলিটন ওয়াশিংটন ডিসির বেদিক কালচারাল ফাউন্ডেশনের সভাপতি তপন দত্ত, বিডি খ্রীস্টান নিউজের সম্পাদক বিপুল এলিট গলছাভেস, জেরিমি বিশপ জুনিয়র, রাজ সুসান বুসান বিশ্ব শান্তি কামনায় বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে ধর্মীয় নেতাদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

তমিকো দুগান বলেন, শান্তি ব্যাপারটা চর্চার বিষয়। এটা আত্মস্থ করার মধ্যদিয়ে অর্জন করতে হয়। চাইলেই কোথাও থেকে শান্তি উড়ে আসে না। তাই চর্চা আর উপলব্ধির মধ্যদিয়ে আমাদের সহনশীলতা অর্জন করতে হবে। তাহলেই অপর ধর্মের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে।

বিপুল এলিট গলছাভেস বলেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শেষপর্যন্ত আমাদেরকে ধর্মের কাছেই আশ্রয় নিতে হবে। ধর্মহীন পৃথিবী শুধু অস্থিরতা, হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ বাড়াবে, আর কিছু নয়। অন্য ধর্মের সঙ্গে অমিল নয়, মিলনের অংশটুকু খুঁজতে হবে।

দর্পন কবিরের গান লেখালেখি

আব্দুস শহীদ

দর্পন কবির বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় সাংবাদিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। নব্বই দশকে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল বাঁকে দর্পন কবির একজন পরিশ্রমি সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হওয়ার পরও সাংবাদিকতা করেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। গান কবিতা গল্প উপন্যাস লেখেন নিয়মিত। একজন গীতিকার হিসেবে পরিচিত হয়ে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন আমেরিকা প্রবাসী এ সাংবাদিক।

তাঁর গান লেখালেখি নিয়ে কথা হয় প্রথম আলোর সাথে। দর্পন কবির বলেন, "ছড়া ও কবিতা লেখালেখি স্কুলছাত্র জীবন থেকে। কলেজ জীবনে গান লেখা শুরু। ১৯৮৯ সালে প্রথম গান লিখি। নারায়ণগঞ্জ শহরের কয়েকজন কণ্ঠশিল্পীর গড়ে তোলা মার্ক শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা, কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার এস.এ. শামীম প্রথম আমার লেখা গানে সুর দেন। প্রথম গানটি ছিল-চলো অনেক দূরে কোন গায় (২০১৬ সালে গানটি গেয়েছেন এন্ডু কিশোর)। তিনি আমাকে গান লিখতে উৎসাহিত করেন এবং আমার লেখা আরো কয়েকটি গানে সুরারোপ করেন। নারায়ণগঞ্জ শহরের ফতুল্লা এলাকায় মার্ক শিল্পী গোষ্ঠীর রিহার্সেল হতো প্রতি শুক্রবার বিকেলে, আমিও যেতাম। আমি ঐ শিল্পী গোষ্ঠীর গীতিকার হয়ে যাই। শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার লেখা আধুনিক গান পরিবেশন করার পর দর্শকদের সামনে আমাকে 'গীতিকার' হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতেন কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার এস. এ. শামীম। আমার বয়স কিশোর উত্তীর্ণ তরুণ বলে দর্শকরা অবাক হতেন এবং আমিও লজ্জায় কুকড়ে যেতাম।

১৯৯১ সালে আমার লেখা একটি গান কণ্ঠশিল্পী আমজাদ হাসানের গানের সিডিতে স্থান পায়। আমার কাছে মিশনপাড়া এলাকার একজন তরুণ সুরকার এসে (নাম মনে পড়ছে না) একটি গানের সুর শুনিয়ে অনুরোধ করলো আমি যেন সুরের সঙ্গে কথা মিলিয়ে দিই। আমি তার সামনে বসে কথা মিলিয়ে দিলাম। গানের কথার প্রথম লাইন ছিল-তুমি কোথায় আজ হারিয়ে গেছো। এরপর আর গান লেখা হয়নি।"

দর্পন কবির বলেন , ১৯৯১ সালে আমার প্রথম ছড়ার বই বের হয়, নাম ছিল ধপাস। ঐ বছর আমি সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত হই। পেশাগত কারণে গান লেখার তাগিদ অনুভব করিনি। সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি আমি ছড়া, কবিতা ও ছোট গল্প লিখতাম। ২০০০ সাল অব্দি ছড়া, কিশোর গল্প ও কবিতার বই বেরিয়েছে। তবে গান লিখতাম মাঝেমাঝে। ২০০০ সালের পর বিটিভিতে গান জমা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ঐ সময়ে (প্রয়াত) আবু জাফর সিদ্দিকী (সাবেক ডিজি) আমার গান দেখে প্রশংসা করেছিলেন এবং গানগুলো বিটিভি'র পাণ্ডুলিপি বিভাগে জমা দিতে বলেছিলেন। আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই আর সে চেষ্টা করিনি। এ ছাড়া চলচ্চিত্রে গান লেখার সুযোগ এসেছিল। চলচ্চিত্র বিষয়ক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে একজন পরিচালকের কাছে নিয়েও গিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রের গান লিখার যে পদ্ধতি, তা আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। তাই ও পথে যাওয়া হয়নি।

এরপর ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসবাস শুরু করি। উপন্যাস লিখলাম নিউইয়র্ক শহরে বাস করে। কবিতা, ছড়া ও গল্প লিখছি। ২০১৬ সালে ফের গানে ফিরলাম। ফেসবুকের কল্যাণে অনেক বছর পর যোগাযোগ হলো কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার এস.এ. শামীমের সঙ্গে। তিনি আমার কাছে গান চাইলেন। কী ভেবে, কয়েকটি গান লিখলাম। ১৯৮৯ সালের গানও ফিরে এলো। ১০টি গানের এ্যালবাম বের হলো ঐ বছর। দুটি করে গান গাইলেন সৈয়দ আবব্দুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমিন, সুবীর নন্দী (প্রয়াত), এন্ড্রু কিশোর (প্রয়াত) এবং কলকাতার কণ্ঠশিল্পী শুভমিতা ব্যানার্জী। আমার পছন্দের কণ্ঠশিল্পী সাবিনা চৌধুরীকে দিয়ে দুটি গান গাওয়ানোর ইচ্ছে ছিল। পরে গান দুটি কলকাতায় শুভমিতা গেয়েছেন।

দর্পন কবির

গীতিকার দর্পন কবির জানালেন, ১০টি গানের সিডি বের হয় দেশের অন্যতম মিউজিক প্রতিষ্ঠান-জি-সিরিজ থেকে। এই সিডির গানগুলোর সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন বরেণ্য সুরকার শেখ সাদী খান। কলকাতায় শুভমিতার গান রেকর্ডিংয়ের সময় এরেঞ্জারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন কলকাতার সঙ্গীত পরিচালক কুন্দন সাহা। তিনি আমার লেখার গান খুব পছন্দ করেন। তিনি পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং গান চান।

এ থেকে শুরু আরো গান লেখা। কলকাতায় বেশ কয়েকজন গুণী ও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুন্দন সাহার সুরে এবং আমার লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন নচিকেতা চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত আচার্য, শুভমিতা ব্যানার্জী, রূপঙ্কর বাগচী, রাঘব চ্যাটার্জী, ইমন চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা মিত্র, অন্বেষা দত্ত, শোভন গাঙ্গুলী, অদিতি চক্রবর্তী, সোহানী সাহা, ময়ুরী সাহাসহ আরো কয়েকজন।

ভাবের জগত নিয়ে নিত্য খেলা করেন দর্পন কবির। বললেন, " আমার লেখা গানের কথার প্রশংসা উপরে উল্লেখিত প্রায় শিল্পী করেছেন। সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতেন সুবীর নন্দী। তিনি আমার কাছে গানও চেয়েছিলেন নিজে সুর করবেন বলে। আমি তাঁকে গান দেব, কথাও দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যেন অকালেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। আমার এ নিয়ে ভীষণ কষ্ট আছে। নিউইয়র্কে অনেক কণ্ঠশিল্পী আছেন। ফেসবুকে আমার গানের খবরাখবরে প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পী চন্দন চৌধুরী আমাকে তার সুরের উপরে একটি গান লিখে দিতে বলেন। আমি লিখে দিয়েছি। গানটি বের হবে। এ ছাড়া স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন আমার লেখা গানে কণ্ঠ দেবেন।" - এসব নিয়ে কাজ চলছে বলে জানালেন।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্মদিন পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কালজয়ী অসংখ্য গানের রচিয়তা ও সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্মদিন পালিত হয়েছে নিউইয়র্কে। বাংলাদেশের মাটির সন্তান বরেণ্য এই গীতিকারের জন্মদিন পালনের মধ্যদিয়ে আয়োজকেরা পাবনায় তাঁর পৈতৃক ভিটা সংরক্ষণের দাবি জানান। বর্তমানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বাড়িটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের নামে নামকরণের দাবি জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্মৃতি সংসদ, নিউইয়র্ক। ৫ ডিসেম্বর সোমবার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন রেস্টুরেন্টে এই গীতিকারের জন্ম উৎসব পালিত হয়।

মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে স্মরণ করা হয় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে। এরপর ছিল কথা আর গানের সম্মিলন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সঙ্গে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে কীভাবে পরিচয় এবং গান নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেই স্মৃতিচারণ করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী (কণ্ঠযোদ্ধা) রথীন্দ্রনাথ রায়। তিনি একটি সঙ্গীতও পরিবেশন করেন। এছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক গোপাল স্যানাল। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহ্বায়ক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, কণ্ঠশিল্পী মোত্তালিব বিশ্বাস, সংস্কৃতিকর্মী মিথুন আহমেদ ও কমিউনিটি এক্টভিস্ট শুভ রায়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শাহ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা চ্যানেলের সিইও শাহ জে চৌধুরী।

বক্তারা বলেন, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রবল সমর্থক ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা সৃষ্টিকারী বহু গানও লিখেছেন, যেগুলো বাংলাদেশিদের কাছে 'অমরত্ব' লাভ করে।

১৮ বৎসরের উর্ধ্বে ওমরাহ পালনে বাধা নেই

উত্তর আমেরিকা অফিস

কমিউনিটির সুপরিচিত ট্রাভেল এজেন্সি কর্ণফুলী ট্রাভেলসের কর্ণধার মোহাম্মদ সেলিম হারুন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ওমরাহ বিষয় কিছু তথ্য হালনাগাদ করেছেন। ১৮ বৎসর থেকে শুরু করে যেকোন বয়সের ব্যক্তির বৈধভাবে ওমরাহ পালন করতে কোন বাধা নেই বলে তিনি ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রবাসী মুসলমান জনসমাজে কে বা কারা ৫০ বছরের বেশি বয়সী কোন লোক ওমরাহ পালনে সুযোগ পাবে না বলে গুজব ছড়িয়েছে। গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকে প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ওমরাহ পালনে বিরত থাকছেন বলে সেলিম হারুন জানান। তিনি বলেন, বাস্তবে এধরনের কোন ঘোষণা সৌদি সরকার এখনও দেয়নি। করোনা পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার পর সম্প্রতি আবারও ওমরাহ চালু করেছে সৌদি সরকার। ইতিমধ্যে কর্ণফুলী ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে অনেকগুলো গ্রুপ পবিত্র ওমরাহ পালন করে এসেছে বলে জানান তিনি। ২ ডিসেম্বর ৩৫ জনের একটি গ্রুপ ওমরাহ পালনে সৌদি আরবে এখনও অবস্থান করছেন। ৬ ডিসেম্বর আরও একটি গ্রুপ ওমরাহ পালনে সৌদি আরবে রয়েছে।

আমেরিকা থেকে যাঁরা বাংলাদেশের ঢাকায় ফ্লাই করবেন তাঁদের অবশ্যই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে করোনা পরীক্ষার ফল নিয়ে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। ঢাকা থেকে যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন তাঁদের অবশ্যই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংক্রমণের ফলাফল নিতে হবে।

মসজিদ আবু হুরায়রার তিন সদস্য বহিষ্কার

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের (মসজিদ আবু হুরায়রা) তিন সদস্যকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেছে কার্যকরী কমিটি। এঁরা হলেন হেলাল আহমেদ, কয়েস আহমেদ ও নাজমুল এইচ চৌধুরী।

২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা মসজিদ মিলনায়তনে কার্যকরী কমিটির বিশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ এ রউফ। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নবী হোসেন। সম্প্রতি মসজিদের বিল্ডিং নির্মাণ নিয়ে অহেতুক মিথ্যা প্রচারণা এবং সংবাদ সম্মেলন করে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মানহানির ইস্যুকে সামনে রেখে মসজিদ পরিচালনা কমিটি বিশেষ সভার অনুষ্ঠিত করে। ২১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির ১৭ সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর তিনজনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের লক্ষ্যে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত সদস্যের (১৫:২) ভোটে হেলাল আহমেদ, কয়েস আহমেদ ও নাজমুল এইচ চৌধুরীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়।

এখন থেকে বহিষ্কৃতদের আবু হুরায়রা মসজিদের কোন সর্ম্পক নেই বলে সভায় জানানো হয়। সভা থেকে সম্মানীত মুসল্লি ও কমিউনিটির ধর্মপ্রাণ ভাইবোনদের প্রতি আকুল আবেদন জানানো হয় যে, অহেতুক মিথ্যা অপপ্রচারে কান না দিয়ে আল্লাহর ঘরের কাজকে ইস্পিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা কামনা করা হয়।

নিউইয়র্কে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনির জন্মদিন পালন অনুষ্ঠান। ছবি : সংগৃহীত

নিউইয়র্কে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিন পালন

তোফাজ্জল লিটন

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ শেখ ফজলুল হক মনির ৮৩তম জন্মদিন পালন করেছে আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা। জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে ৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর জীবনকর্ম এবং সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন আওয়ামী নেতাকর্মীরা।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক বাহার খন্দকার সবুজের সঞ্চালনায় সিদ্দিকুর রহমান বলেন, শেখ ফজলুর রহমান মনির মতো যোগ্য নেতৃত্ব ছিল বলেই বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ এখনও সদর্পে আছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি আসবে বলে মনে হয় না। শেখ ফজলুর রহমান মনির আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হলে সুষ্ঠু-সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে হলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় যেতে হবে। এজন্য যুবলীগ অন্যতম একটি শক্তি।

আওয়ামী যুব লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক তারিকুল হায়দার বলেন, যাঁরা যুবলীগ করেন তাঁদের প্রত্যেকের উচিত শেখ ফজলুর রহমান মনির লেখা ও জীবন পাঠ করা। আওয়ামী যুবলীগ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক দেশের এই প্রয়োজনীয় সময়ে আমাদের সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য

রিয়াজুল কাদের লস্কর মিঠু বলেন, দীর্ঘ নয় বছর ধরে আমাদের আহবায়ক কমিটি। নতুন কমিটি দিলে সমস্ত কোন্দলের অবসান হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগ নেতা আতিকুর রহমান সুজন, একরামুল হক সাবু, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, ইমরান আলী, কামাল উদ্দিন, এনামুল হক ভূঁইয়া রিপন, কামরুজ্জামান মুরাদ, মাসুদুর রহমান, শামসুজ্জোহা তালুকদার ডন, সাঈদ আহমেদ, কাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, সুমন হাসান, আজমির ইসলাম, নিশু চৌধুরী জাফর, মোহাম্মদ রফিক, হালিম উদ্দিন, পল্লব রায়, লিটন তালুকদার, মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ রাসেল, কারার তানভীর, মঞ্জুরুল আলম বিটু, ডেনি, মোহাম্মদ সোহেল এবং রাব্বি আল মোহাম্মদ তপু।

মাগুরা জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌কের কার্যকরী কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাগুরা জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌কের আগামী (২০২২-২০২৩) বছরের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে প্রতি পদে একক প্রার্থী ছিলেন। তাই ৫ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটে নবান্ন রেস্টুরেন্টে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মফিজুর রহমান নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন নির্বাচন কমিশনার ক্যাপ্টেন (অব) আবু বকর।

নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন লায়ন নাজমুল আহসান এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সাজ্জাদ হোসাইন। নির্বাচিত নতুন কমিটি অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি এনামুল বশির, শেখ ইমন জীবন, ফরিদুজ্জামান, সাইফুদ্দিন আহম্মেদ; যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মিরাজ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ তৌহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক হান্নান মিয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজনীন নাহার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সিরাজুল হাকিম, কার্যকরী সদস্য সৈয়দ নাজমুল হাসান, মাসুদুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, খন্দকার তৌহিদুল ইসলাম, মমতাজ শাহনাজ।

HRIDOYE NARAYANGANJ INC.
হৃদয়ে নারায়ণগঞ্জ ইন্‌ক

(EST. 2021)

(একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)

অভিষেক ২০২১ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সংগীত পরিবেশনায়: রোকসানা মির্জা, মরিয়ম মারিয়া, ও পরিচালনায় বাবলী হক

প্রধান অতিথি: **মো: গিয়াস আহমেদ**
মূলধারার রাজনীতিবিদ।

বিশেষ অতিথিবৃন্দ:
ড: এহতেশামুল হক, প্রফেসর, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটি
রুহুল আমিন সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
জাহাঙ্গীর কামাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
মোফাজুল হোসাইন, ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক লিডার, এডি ৩৪
গুল নাহার আলম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী
বীরমুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী
সারোয়ার খান (বাবু), রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়: দিমা নেফার তিথি

তারিখ: ১২ই ডিসেম্বর, ২০২১, সন্ধ্যা ৬ টা

স্থান: গুলশান টেরেস (সাবেক ঢাকা ক্লাব)
৩৭-১১ ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক

পৃষ্ঠপোষকতায়:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আজিজুল ইসলাম আজিম (প্রধান পৃষ্ঠপোষক)
কাজী আজহারুল হক মিলন (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
মোঃ গোলাম হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
নুর এ আজম বাবু (বীর মুক্তিযোদ্ধা)
এম এ মহসিন (বীর মুক্তিযোদ্ধা), জাহাঙ্গীর কামাল, ডা: মতিউল হক (তপন)
সামছুল আলম লিটন, প্রফেসর শেরিনা পারভীন, সরকার রেজাউল,
মো: আছির উদ্দিন উজ্জ্বল, ফয়সাল হক দোলন, মো: শফি মিয়া

আমন্ত্রণে,

মো: আব্দুল আউয়াল
আহ্বায়ক

মো: মোস্তাকিম আবেদ
সদস্য সচিব

মো: আনোয়ার মিয়া
প্রধান সমন্বয়কারী

প্রফেসর রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

সমন্বয়কারী
মোঃ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ (সুলতান)
কামাল হোসেন (টিটু)

মো: হাবিবুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

কার্যকরী কমিটি ২০২২-২৩

সভাপতি
প্রফেসর মো: রফিকুল ইসলাম

সিনিয়র সহ সভাপতি
মোঃ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ (সুলতান)

সহ: সভাপতি
মো: মশিউর রহমান (তুহিন)

সহ: সভাপতি
কামাল হোসেন (টিটু)

সহ: সভাপতি
মিসেস মিন্নি হক

সহ: সভাপতি
মো: আতিকুর রহমান

সাধারণ সম্পাদক
মো: হাবিবুর রহমান

সহ: সভাপতি
শাহনাজ হোসাইন

সহ: সভাপতি
খোরশেদ আলম রিংকু

সহ সাধারণ সম্পাদক
ডা: কাজী জহিরুল ইসলাম

সহ সাধারণ সম্পাদক
মো: মোস্তাকিম আবেদ

সহ সাধারণ সম্পাদক
সুমাইয়া রহমান রুমকি

অর্থ সম্পাদক
মো: আনোয়ার মিয়া

সাংগঠনিক সম্পাদক
মো: আব্দুল আউয়াল

সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
এম এস বাবুল

সাংস্কৃতিক সম্পাদক
বাবলি হক

ক্রীড়া সম্পাদক
সুহীন আলী

সহ: ক্রীড়া সম্পাদক
মোঃ ইব্রাহীম খলিল উল্যা

সহ ক্রীড়া সম্পাদক
মো: শিহাবুল ইসলাম

সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
কুহিনুর আক্তার রুনি

মহিলা সম্পাদিকা
আয়েশা আক্তার (লিলি)

প্রচার সম্পাদক
মো: আজিজুল হক

সাহিত্য সম্পাদক ও প্রকাশনা সম্পাদক
মো: মাসুদ প্রধান

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক
ডা: আলভী ফয়সাল খান

আইন বিষয়ক সম্পাদক
পি.ও মো: মাহমুদুর রহমান

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক
শারমিন সুলতানা চৌধুরী

দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক
তাকবির রহমান পাপ্পু

আপ্যায়ন অভ্যর্থনা সম্পাদক
দিপক দাস

ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
ইমন রহমান

তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
তাপস কুমার সাহা

মোঃ আরিফুর রহমান
সদস্য

মো: আব্দুল হক
সদস্য

মো: হামিদ মাহমুদ
সদস্য

মো: আব্দুল রহমান
সদস্য

মো: রাজা মিয়া
সদস্য

মো: জাহাঙ্গীর আলম খোকন
সদস্য

অনুগ্রহ করে সবার আমন্ত্রণপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন

প্রচার সম্পাদক:
মো: আজিজুল হক কর্তৃক প্রচারিত

Shahjalal
ঐতিহ্যের অনন্য স্বাদ বিস্ময়
প্রবাস হউক
আরও আনন্দময়
প্রতিদিন সারাদিন
রসনা বিলাসী প্রবাসী
বাঙালিদের জন্য শাহজালাল
ব্র্যান্ডের জনপ্রিয় খাবার
এখন নতুন মোড়কে
Puffed Rice
খেসারি ডাল
RED LENTIL
মসুর ডাল
LACHCHA SHEMAI
কই মাছ
Kheer Cookies
Dry Cake
BISCUITS
Handesh
Chitol Pitha
Premium Cookies
প্রিমিয়াম কুকিজ
Rice Bread
চাউলের রুটি
POTATO CRACKERS
SPICY TOMATO FLAVOUR
Aloo Puri
আলু পুরি
PREMIUM FOODS USA
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439 | www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER

সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে
আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের
সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফিঁ চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.

Your Health Our Care

ট্রান্সফার ও নতুন কেস

$22

5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়

$২১ লং আইল্যান্ড

$১৮ ডলার বাফেলো

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
- কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
- আমরা মেডিকেইড /স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

- নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

Asef Bari (Tutul)
C.E.O

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন, ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না।

আমরা CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo. NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 McDoland Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000,
716-400-8711

আজই কল করুন 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

You are cordially invited to attend

The 14th Annual Convention

Alliance of South Asian American Labor - ASAAL

Sunday, December 12, 2021 from 9:00 am – 4:00 pm

The theme for the 2021 convention is:

"South Asians – Together We are Making History"

2021 is a year with challenges we faced in every sphere of our life and is unparalleled to any other year. With the Coronavirus Pandemic facing us globally we continued our mission to reach our communities, and to build a better America than the one we found! Life under the new normal is complex and requires us to take every step right, to fight every battle strategically. We must win the war we are in and together we will. This year, for the first time, we are holding our convention at the Sheraton, out of the union hall, indicating we are still restricted and still have a long way to a full recovery!

This year's Seminars will be concentrated on the current issues like (1) The 2022 Midterm Election – We can make the difference; (2) Drug Abuse - the Challenges We Face in Saving Our Youth; and (3) Organizing the Un-organized: Pass The Pro Act Now! We have contacted renowned experts in these fields who have agreed to be on the panel.

This year's convention will be chaired by our Life Member Professor Shahadat Hasan, City University of New York (CUNY). We will be honoring Anthony Harmon, President, Manhattan Chapter NAACP, Director of Community & Parent Outreach, United Federation of Teachers (UFT) and Magaly Rosario, President, Local 1655 and Vice President of DC 37. At this Convention we will be listening to the State and City Wide elected Officials, including City Council Members, Assembly Members, State Senators, Members of the Congress and renowned Labor Leaders from across the Country!

Under the new normal this year we are also publishing a Journal which will reach thousands of households and over 1,000 participants consisting of 85+ local unions and South Asian community leaders from New York, New Jersey, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Illinois, Connecticut, Kansas, Florida, Texas, and Washington DC. We would deeply appreciate and highly recognize your sponsorship. Your contribution will raise funds needed to educate voters to win for the working people in our respective communities across the country. We look forward to seeing you at the Convention. For RSVP and/or related inquiries please call 917-209-9772 and email your Journal Ad to asaalconvention@gmail.com by November 26, 2021.

Come One, Come All – Be our Guest, Be part of Mainstream Politics

Maf Misbah Uddin
National President

MD. Karim Chowdhury
National Secretary

Public Transportation: Bus: 17, 20, 25, 27, 34, 44, 48, 58, 65 to Roosevelt and Main Street; Subway: Number 7 train to Main Street Flushing Station; Rail Road: Long Island Rail Road (Port Washington Branch) to and from 34th Street - Pennsylvania Station, get off at Flushing-Main Street Station.

Empowerment through Education, Activism, and Participation

Labor Donated

www.asaal.org asaal@asaal.org @asaal08 1-800-464-7370 Alliance of South Asian American Labor (ASAAL)

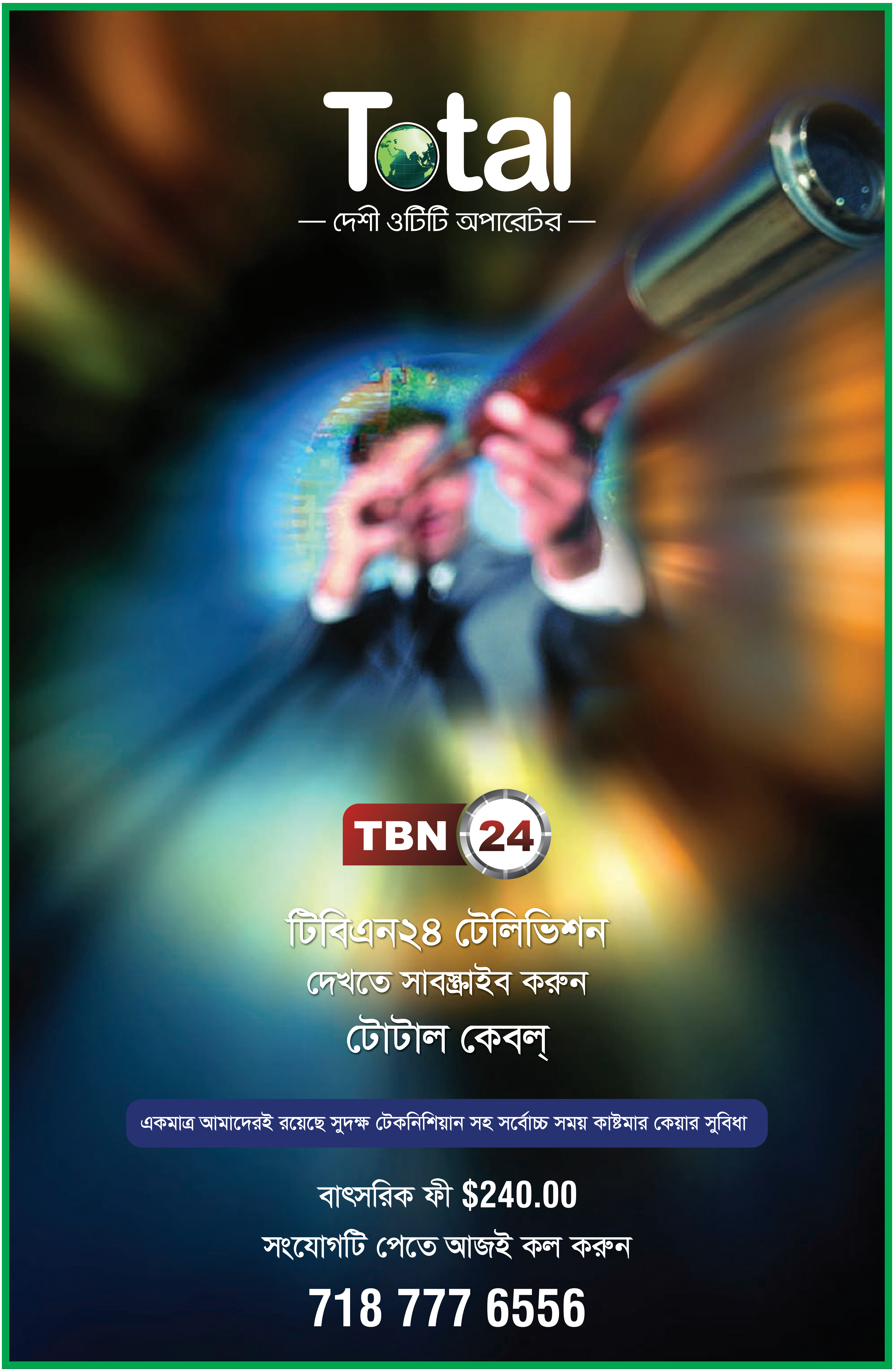
Total
— দেশী ওটিটি অপারেটর —
TBN 24
টিবিএন২৪ টেলিভিশন
দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন
টোটাল কেবল্
একমাত্র আমাদেরই রয়েছে সুদক্ষ টেকনিশিয়ান সহ সর্বোচ্চ সময় কাষ্টমার কেয়ার সুবিধা
বাৎসরিক ফী $240.00
সংযোগটি পেতে আজই কল করুন
718 777 6556

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

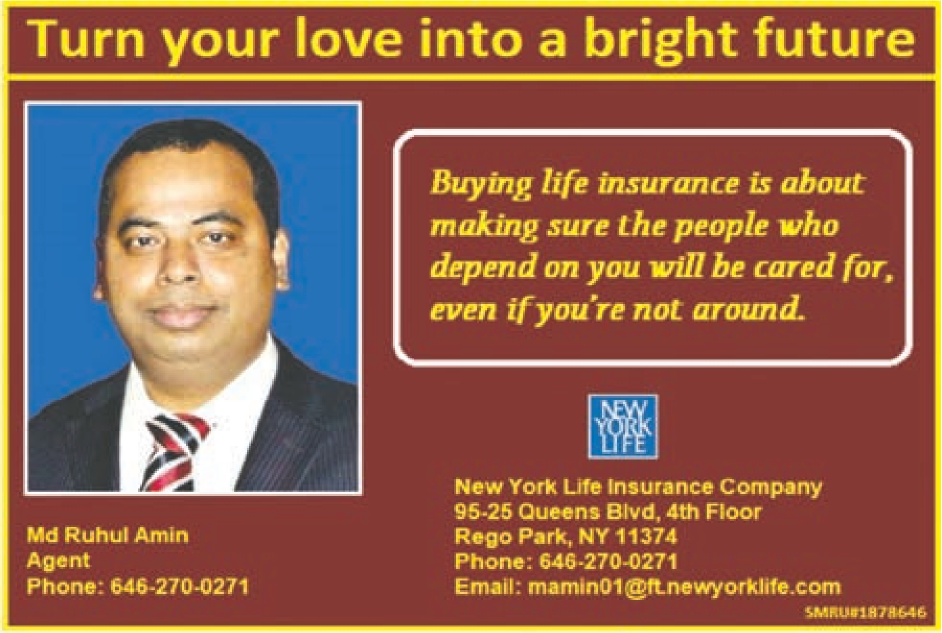
Turn your love into a bright future
Buying life insurance is about making sure the people who depend on you will be cared for, even if you're not around.
NEW YORK LIFE
Md Ruhul Amin
Agent
Phone: 646-270-0271
New York Life Insurance Company
95-25 Queens Blvd, 4th Floor
Rego Park, NY 11374
Phone: 646-270-0271
Email: mamin01@ft.newyorklife.com
SMRU#1878646

USTAX Bazaar Inc
we care
Tax & Immigration Services
(ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস)
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
NOTARY PUBLIC
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
NIZAMUL WAHED SHAHIR, EA
M.Com (Accounting)
Licensed Real Estate Associate
INDIVIDUAL & BUSINESS TAX RETURN
(প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান এবং আন্তরিক)
WE CAN HELP TO APPLY OR FILL-UP THE FOLLOWING APPLICATION AND FORM:
Apply for U.S Citizenship or Passport
Petition for Alien Relatives
Green Card Renewal or Replacement
Re-entry Permit Application
Adjustment of Status
Renew Work Authorization Card etc.
CONTACTS:
Address: 184-02 Hillside Ave
1st Fl, Jamaica, NY-11432
Cell: 347-498-5117
Tel: 917-775-6329
Fax: 716-780-8225
Please inquire with us if you need more information.
(নিরিবিলি পরিবেশ এবং আমাদের অফিসের আশেপাশে পার্কিং পাওয়া যায়)

Print & Art
New York Medical Career Training Center
New York Medical
Career Training Center
Committed To Provide Medical Training
Manhattan (212) 947-4444
Queens (718) 460-4340
Long Island (516) 778-9393
Programs Offered
Diagnostic Medical Sonographer
Medical Assistant (RMA)
EKG Technician
Phlebotomy Technician
EKG & Phlebotomy (CET & CPT)
Medical Billing (ICD9 & CPT)
Medical Office Administration (CMAA)
Patient Care Technician
Pharmacy Technician
Dialysis Tech (Bonnet)
Nursing Assistant (CNA)
COE
Licensed
Financial Aid Available •Licensed by NYS Ed
Nationally Accredited Institute

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

‘মৈত্রী দিবস’ উদযাপনে ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ছবি: উত্তর আমেরিকা অফিস

দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি-সমৃদ্ধি চালাবে বাংলাদেশ-ভারত: কেলি কেইডারলিং

জাহিদা আলম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যাম্বাসেডর কেলি কেইডারলিং বলেছেন তাঁর দেশ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে অংশীদারিত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে। দুটি দেশই মূলত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি চালাবে।

৬ ডিসেম্বর বুধবার ‘মৈত্রী দিবস’ উদযাপনে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস ও ভারতীয় দূতাবাসের যৌথ আয়োজনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মার্কিন সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এ মন্তব্য করেন তিনি। রাষ্ট্রদূত কেইডারলিং বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব পর্যবেক্ষণ করে এবং পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে শক্তি ও স্থিতিশীলতার উৎস হিসেবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সম্মতি অনুসারে ১৮টি বিদেশী রাজধানীতে ঐতিহাসিক ‘মৈত্রী দিবস’-এর যৌথ স্মরণের অংশ হিসেবে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিনিয়র ডিরেক্টর মিস সুমনা গুহ, ইউএস ফরেন সার্ভিস অ্যাম্বাসেডরের ডিরেক্টর জেনারেল (মনোনীত) মার্সিয়া বার্নিকাট এবং ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টসহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া মার্কিন-ভারত বিজনেস কাউন্সিল মিসেস নিশা বিসওয়াল উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন সরকার ও চেম্বার থেকে আমন্ত্রিত অতিথি, কূটনীতিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রতিনিধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি ও ভারতীয় প্রবাসী সদস্য এবং উভয় দূতাবাসের কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যদিয়ে সংবর্ধনার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম সহিদুল ইসলাম স্বাধীনতার লড়াইয়ে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ এবং অসংখ্য ভারতীয় সৈনিক যারা পাশাপাশি লড়াই করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন তাঁদের তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের সমর্থনের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, বিগত বছরগুলোতে সহযোগিতার অনেক ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্ক গভীর, পরিপক্ক ও প্রসারিত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ যে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাও তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়া নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ ও ভারত পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার ধারায় একসাথে কাজ করে যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তারাজিৎ সিং সান্ধু এক ভিডিও বার্তায় বলের, ভারত- বাংলাদেশ আজ ব্যাপক সম্পর্ক ভাগ করে যা মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের উৎস। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্ব এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত সান্ধু বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হচ্ছে। কারণ দুই দেশের মধ্যে বহুদিন ধরে চলমান বিষয়গুলো সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করা হয়েছে। তিনি এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসবাদ এবং কোভিড-১৯ মহামারির মতো অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উভয় দেশের একসঙ্গে কাজ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর ছিল বাংলাদেশি ও ভারতীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ৫০ বছরের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৬ ডিসেম্বর বিএএসজের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

শোষণ-বঞ্চনার পথ পেরিয়ে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত যে দেশ ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’র তকমা নিয়ে শুরু করেছিল যাত্রা, সেই বাংলাদেশ উন্নতির গতিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে পূর্ণ করেছে পঞ্চাশ বছর।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিল কোটি কোটি বাঙালির স্বপ্নপূরণের দিন। এইদিনটিতে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নসাধ পূরণের দরজা খুলে গিয়েছিল। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নসাধ পূরণের এই দিনটি নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হতে যাচ্ছে।

আগামী ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে) বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ব্যাপক ও বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করবে। ওইদিন সন্ধ্যায় ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিজয়ের কথামালা, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি, যুদ্ধদিনের ও দেশের গান পরিবেশন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জলি দাশ ও স্বপন দাশ।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজনের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির বোর্ড অব ট্রাস্টির সভাপতি আব্দুর রফিক, কার্যকরী সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সাউথ জার্সির প্রবাসী বাংলাদেশিদের দলমত নির্বিশেষে অংশগ্রহন করে অনুষ্ঠানকে সফল ও সার্থক করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

দি অপটিমিস্টস’র ফান্ড রেইজিং ও কমিউনিটির পুনর্মিলনী। প্রথম আলো

দি অপটিমিস্টস’র ফান্ড রেইজিং ও কমিউনিটির পুনর্মিলনী

ইশতিয়াক রুপু

মানবতার সেবার নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দি অপটিমিস্টস’র বার্ষিক ফান্ড রেইজিং ও অপটিমিস্টস কমিউনিটির পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অবহেলিত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর শনিবার দুপুরে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার ব্যাঙ্কুইটে ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান করোলিন মেলোনী ও নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার। কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে টাইম টেলিভিশনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। কংগ্রেসওম্যান কেরোলিন মেলোনীর কাছ থেকে টাইম টেলিভিশনের পক্ষে অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের। এছাড়া অনুষ্ঠানে টিবিএন২৪, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইন্‌ক ও বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটিকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দি অপটিমিস্টস’র সভাপতি শাহেদুল ইসলাম। বাংলাদেশ থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন দি অপটিমিস্টস’র বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রধান মেজর জেনারেল (অব) আব্দুস সালাম চৌধুরী। এছাড়া সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি একেএম শহীদুল করীম শুভেচ্ছা বক্তব্য ছাড়াও বোর্ড অব ডিরেক্টর জাহেদা বেগম হেনা সংস্থার কার্যক্রম ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরেন।

শাহেদুল ইসলাম বলেন, দি অপটিমিস্ট সকলের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের এক একটি ডলার কাউন্টেবল। আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করি এবং এর সকল হিসেব নিকাশ সবার জন্য উন্মুক্ত।

অনুষ্ঠানে অপটিমিস্টস’র ফান্ড রেইজ করতে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী তাজুল ইমাম ও ড. ওবায়দুল্লাহ মামুনের একটি করে চিত্রকর্ম এবং শিল্পী আখতার আহমেদ রাশার একটি চিত্রকর্ম তিনটি নিলামে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান কেরোলিন মেলোনী ও স্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার দি অপটিমিস্টের প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনে এর প্রসারে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে জেনিফার রাজকুমার তাঁর পক্ষ থেকে দি অপটিমিস্টকে প্রোকশেমোশন প্রদান করেন। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মিনহাজ আহমেদ সাম্মু ও ফাতেমা শাহাব রুমা।

অসহায় মানুষের মাঝে আশার প্রদীপ জ্বালানোই লক্ষ্যে ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমোদন নিয়ে মৌলভীবাজার জেলায় দি অপটিমিস্টস’র গোড়াপত্তন ঘটে। সংস্থাটি ২০০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক বুরোর থেকে বিদেশি সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এই সংস্থা ‘চাইল্ড স্পন্সরশিপ’ ও ‘স্পেশাল স্পন্সরশিপ’-এর মাধ্যমে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। শিক্ষার্থী নির্বাচনে পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ও মেধাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। ২০২০ সালের হিসেবে দি অপটিমিস্টস’র মাধ্যমে দেশের ২৪টি জেলার ১,২০৯জন শিক্ষার্থী সুবিধা ভোগ করছে। এছাড়াও সিএসপি কর্মসূচীর আওতায় বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ, পোশাক, জুতা, মোজা, টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ, স্বাস্থ্য সেবায় ৯,৫০০ টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবাসে জীবন গড়ার কারিগর জামান

পিনাকী তালুকদার

নিউইয়র্কের প্রায় ৪০০ বাংলাদেশি-আমেরিকানকে সিটি, ফেডারেল অথবা স্টেটপর্যায়ে চাকরি পেতে সাহায্য করার মানুষ এমডি জামান। আরও অনেকেই এ ধরনের চাকরি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। খুব নিভৃতে তিনি উদ্যমী মানুষের জীবন গড়ে দিচ্ছেন দূরপ্রবাসে। বলা যায় আমেরিকার স্বপ্নপূরণ করতে অনেকের সাহায্যেই এগিয়ে এসেছেন এমডি জামান।

২০০৫ সালে আমেরিকায় আসেন এমডি জামান। বাংলাদেশে বাড়ি শেরপুর জেলায়। ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ্যাকাউনন্টিংয়ে মাস্টার্স করেছেন। দেশে চাকরি করেছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে। নিউইয়র্কে আসার পর প্রথম দু’বছর অন্য আর দশজনের মতোই সাধারণ কাজ করেছেন। ম্যানহাটনের রেস্টুরেন্টে কাজ করেছেন। প্রতিদিন রেস্টুরেন্ট থেকে বিভিন্ন স্থানে পিৎজা ডেলিভারি দিতে দিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ কাজ থেকে বের হতে হবে। কাজের পাশাপাশি শুরু করেন একটু একটু পড়াশোনা। উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে। সফলতার শুরুর ধাপ হিসেবে স্কুলের সাবস্টিটিউট টিচার হলেন। স্কুলে দু’বছর কাজ করে নিজেকে আরেকটু ঝালিয়ে নিয়ে চেষ্টা করলেন আরও ভালে কিছু করার। ২০১৪ সালে শুরু করেছেন নিজের একটি স্বপ্নের চাকরি। নিউইয়র্ক স্টেট জব। সেই কাজে দু’-একবার প্রমোশন পেয়ে এখন খুব ভাল অবস্থানে আছেন। তিনি নিজে একটি ভাল জায়গায় গিয়েই চিন্তা শুরু করলেন কমিউনিটির আরও মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা যায়? ২০১৫ সাল। নিজে ভাল চাকরি পাওয়ার একবছরের মাথাতেই জ্যাকসন হাইটসের পালকি পার্টি সেন্টারে (বর্তমান নবান্ন) একটি জব সেমিনারের আয়োজন করেন। এর মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করলেন, অনেক মানুষই একটি ভাল চাকরি করার স্বপ্ন বুকে লালন করছেন। কেবল আমেরিকার মেইন স্ট্রিমের চাকরি পাওয়ার সিস্টেম বা তথ্য না জানায় নিজেদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। ২০১৭ সালে এমডি জামান জ্যাকসন হাইটসে প্রতিষ্ঠা করেন সাকসেস মাল্টিমিডিয়া এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম। তাঁর কাছে চাকরির জন্য কেউ গেলে প্রথমেই একটি পরীক্ষা নিয়ে নেন। এরপর চাকরিপ্রার্থী সম্পর্কে একটি ধারণা নিয়ে চাকরি পেতে চেষ্টা শুরু করেন। একইসাথে সপ্তাহে দু’দিন শনি ও রোববার বিকেল থেকে চার-পাঁচ ঘণ্টা করে গ্রুপ ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে চাকরিপ্রার্থীরা একদিকে যেমন অনেকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারছেন, তেমনি একজন দক্ষ প্রতিযোগী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলারও সুযোগ পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে এমডি জামানের বক্তব্য হলো— একটি ভাল চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ওই প্রার্থী সবসময় তাঁর সেন্টারে পড়াশোনা করতে পারবেন। এজন্য তিনি খুব সামান্য ফি নিয়ে থাকেন।

নিজের কাজের জন্য কমিউনিটিতে সম্মানীত হচ্ছেন এমডি জামান। ছবি : সংগৃহীত

২০২১ সাল। মাত্র চার বছরে প্রায় ৪০০ মানুষের জীবনের স্বপ্ন পূরণ করেছেন এমডি জামান। যেখানে একজন মানুষকে উপকার করাই অনেকের চিন্তায় থাকে না। সেখানে এমডি জামান সপ্তাহে ৫দিন নিজে চাকরি করার পর বাকি দু’দিন চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ব্যয় করছেন। অর্থাৎ তাঁর কোন ছুটি নেই!তিনি মানুষের জীবন গড়ার নেশায় মত্ত। তিনি বলেন, একটু চেষ্টা করলেই আমেরিকায় একটি ভাল চাকরি করা সম্ভব। কারণ এখানের চাকরির বাজারটা অনেক বিস্তৃত। শুধু পরিকল্পনা মতো এগোতে পারলে সফলতা হাতের মুঠোয় আসবেই। সবশেষে একজন ছাত্র যখন চাকরি পেয়ে হাসিমুখে তাঁকে খবরটা জানান, এটাতেই এমডি জামানের পূর্ণ পরিতৃপ্তি! স্টেট, সিটি বা ফেডারেল জব করতে চান তাহলে এমডি জামানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এমডি জামানের ই-মেইল: roudro123@yahoo.com

সবুজের সাথে বসবাস

লেবুর মাতোয়ারা ঘ্রাণের সাথে বসবাস

লেবুর মন মাতাল করা ঘ্রাণে পূর্ণিমার রাত আরও আপার্থিব হয়ে উঠুক। জ্যোৎস্না বা ঘরের আলো আঁধারে সর্বক্ষনের সঙ্গী হোক লেবু গাছ, লেবু পাতা।

Bangladeshi Lime (Sasni Labu)

Plants propagated from Cutting also adjusted to survive indoor and outdoor.

অষ্টাদশ শতকে গ্রীষ্ম ও বসন্তে বিশ্ব ফ্যাশনে যেসব সুগন্ধির কথা এসেছে, সেখানেও রয়েছে এই ‘সাইট্রাস’ ছোঁয়া। শুধু লেবু নয়, লেবুর পাতাতেও রয়েছে অনেক ভেষজ গুণ। প্রাচীনকাল থেকেই লেবু এবং এর পাতা ভেষজ চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঘরে ছোট্ট পরিসরে লেবু গাছ রাখুন।

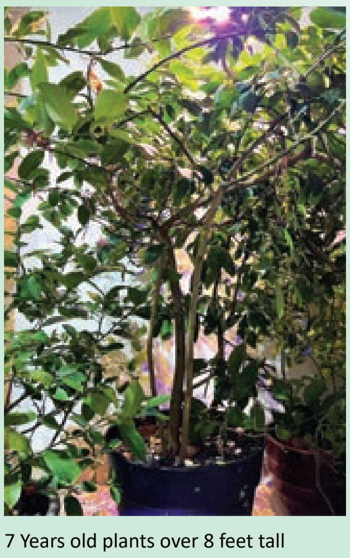

7 Years old plants over 8 feet tall and grown year-round.

লেবু চারা সংগ্রহ ও সহজ পরিচর্চার জন্য নীচের ফোন নাম্বারে lime লিখে টেক্সট করুন অথবা ইমেইল করুন সাবজেক্টে lime লিখে।

ফোন: 718-308-5020
email: cm@prothomalony.com

Some facts about Lime plants
• Lime trees are self-pollinating
• Lime trees can be grown from seeds or cutting.
• Lime trees can be grown indoor / outdoor
• Number one reason for plants death is over watering.

Growing Guide:
• 2 to 3 feet plants requite at least 5 Liters pot
• 4 to 5 feet plants requite at least 7 Liters pot
• 5 to 6 feet plants requite at least 10 Liters pot

Soil preparation for pot
• 50 % potting mix, 30 % Garden soil 10 % regular sand and 10 % compost.

Personal Hack
Water the plants once a week (if indoor) use growing lights, use half teaspoon of Epson salt once a month. Make a mixture with banana peel and eggshell with a gallon of water and feed the plants at least one every month to get the great result

ফিরে চল মাটির টানে
রজত
জয়ন্তী
25 YEARS CELEBRATION
২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০২১
ম্যাজেস্টিক প্যালেস, ৫৬-৭০ ৫৮ স্ট্রিট, উডসাইড
স্টলের জন্য যোগাযোগ
৭১৮-৩৫০-৬১৩৭
৯২৯-৪৯৯-৫৩৮১
নান্দনিক অগ্রযাত্রার রজত জয়ন্তী
অজেয় অগ্রযাত্রার সুবর্ণ জয়ন্তী--
সতত হে সুরমা, তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে
সতত স্বদেশ, তুমি নিশার স্বপনে
শোনে মায়া- মন্ত্রধ্বনি তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
আহবায়ক কমিটি
মিনহাজ চৌধুরী
আহবায়ক
মোস্তফা কামাল পাশা (মওদুদ)
প্রধান সমন্বয়কারী
রাজিব খাঁন
সদস্য সচিব
মোঃ আব্দুল হাফিজ আবদার
যুগ্ম আহবায়ক
ওয়াদুদ আহমেদ
সমন্বয়কারী
মেহরাজ ফাহমী
যুগ্ম সদস্য সচিব
আব্দুল মালেক খাঁন (লায়েক)
সভাপতি
৬৪৬-৩৮৭-৯০০৮
দুরুদ মিয়া রনেল
সাধারণ সম্পাদক
৭১৮-৩৫০-৬১৩৭
প্রথম আলো
TIME
বাংলা পত্রিকা
ঠিকানা
সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক্
SYLHET SHODOR THANA ASSOCIATION OF AMERICA INC

খালেদা জিয়ার মুক্তি ও চিকিৎসার দাবিতে নিউইয়র্কে স্টেট বিএনপির বিক্ষোভ। ছবি : সংগৃহীত

খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবি

জাতিসংঘের সামনে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় বিএনপির বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় বিক্ষোভ করেছে বিএনপি। ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। এই সমাবেশ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার্থে বিদেশ যাবার অনুমতির দাবিতে দলটিল নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতেরেস বরাবর স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং স্টেট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বদরুল হক আজাদের পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপি নেতা মার্শাল মুরাদ। আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গোলাম ফারুক শাহীন, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক এমএ বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা সৈয়দ এম রেজা, স্টেট বিএনপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট তাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান ও কাজী আসাদ উল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান কাওসার ও শাহীন আলম, ব্রুকলিন বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তাক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার ইসলাম শাহীন, সিটি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হোসেন।

এদিকে সোমবার ৬ ডিসেম্বর সকালে খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসায় বিদেশে পাঠানোর দাবিতে লস এ্যাঞ্জেলেস বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সামনে বিএনপি ক্যালিফোর্নিয়া শাখা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। সমাবেশে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে সুচিকিৎসার ব্যাপারে সরকারের কর্তাব্যক্তির সদিচ্ছার অভাব শুরু থেকেই। তাদের অবহেলায় ও পরিত্যক্ত কারাগারে কারান্তরীণ থাকার প্রেক্ষিতে আজ বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। অথচ অবৈধ সরকার কোন কর্ণপাত করছে না। তারা আইনের কথা বলে। এই আইনের মধ্যেই বলা আছে সরকার ইচ্ছা করলে বিদেশে যেতে দিতে পারেন। তাই বাধা আইন নয়, বাধা হচ্ছে এ অবৈধ সরকার। সমাবেশে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি'র সাধারন সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান বলেন, অবৈধ সরকার আজকের বাংলাদেশে গণতন্ত্র ধ্বংসের মূল কারিগর। তারা আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। তাঁকে কথা বলতে দিতে চায় না। তাকে রাজনীতি এমনকি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

সাবেক সভাপতি সামসুজ্জোহা বাবলু বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা সামান্য কানের চিকিৎসা কিংবা ক্যাটারাক্ট চিকিৎসায় বিদেশে গিয়ে জনগণের টাকা অপচয় করেন, অথচ মৃত্য শয্যায় খালেদা জিয়ার জটিল চিকিৎস্যায় তাকে বিদেশে জীবন বাঁচানোর চিকিৎসায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান শাহিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নেয়াজ মোহাইমেন, সহসভাপতি সাইফুল আনসারী চপল, আফজাল শিকদার, জুনেল আহমেদ, অধ্যাপক শাহাদাৎ হোসেন শাহীন, মিজানুর রহমান জমশেদ, ফারুক হাওলাদার, সৈয়দ নাসির উদ্দিন জেবুল, লায়েক আহমেদ, মোয়াজ্জেম আহমেদ রাসেল, রেজাউল করিম জামিল। সমাবেশ শেষে বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি কনসুলেটের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৫ ডিসেম্বর রোববার কুইন্সের জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে ৫ ডিসেম্বর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

বক্তারা উত্তর আমেরিকায় সফল, অর্থবহ, ইতিহাসনির্ভর ও আনন্দায়ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ উদযাপনের আহ্বান জানান। সভায় এলামনাই এসোসিয়েশনের সাইদুর রব, আলী ইমাম, মিনহাজ আহম্মেদ, এসএম আলম, শামসুন্নাহার নুপুর, ডা. সারওয়ারুল হাসান, খোরশেদ আলম, আব্দুল মতিন, ইউসুফ আলী, আবুল কালাম আজাদ, রিনা সাহা, হানিফ মজুমদার, তৈয়বুর রহমান হারুন, সাইফুল ইসলাম ভূঞা, আজহার আলী, সাইফুল ইসলাম খান, তাজুল ইসলাম, সাইদা আক্তার লিলি প্রমুখ অংশ নেন। সভায় আগামী মে মাসে মেমোরিয়াল ডে'র লং উকেন্ডে শতবর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, ইউএসএ'র সাপ্তাহিক সাদাকায়ন

রেজওয়ানা আলম

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, ইউএসএ'র জ্যামাইকাস্থ কার্যালয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক সাদাকায়ন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় ৪ ডিসেম্বর শনিবার। সকাল ১০টায় বিশেষ মেডিটেশন "ঋণ ও দান" দিয়ে প্রোগ্রামটি শুরু হয়।

সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির দায়িত্বশীল মো. রকিবুর রহমান। আলোচক ছিলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। আলোচনার বিষয় ছিল—"তারুণ্যে জেগে উঠুক সমমর্মিতা।" আলোচনাটি অডিও স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রচার করা হয়। গুরুজী স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ ও বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, কিশোর-তরুণদের আত্মহত্যা ও সহিংসতার পেছনে যেসব কারণ আছে তার মধ্যে মিল আছে। প্রথমত পরিবার বিচ্ছিন্নতা। একটি শিশু এখন পরিবারের অংশ হিসেবে বেড়ে উঠছে না। পরিবারের বাবা-মা কারও কাছ থেকেই সে প্রয়োজনীয় মনোযোগ পাচ্ছে না। সে দামী খেলনা পাচ্ছে মোবাইল পাচ্ছে। বিলাসী পণ্য যা চাচ্ছে অনেক সময় সবই পাচ্ছে। যা পাচ্ছে না তা হলো মা-বাবার প্রয়োজনীয় মনোযোগ। সন্তান কার সাথে মিশছে অনেক মা-বাবাই সে খবর রাখেন না। দ্বিতীয়ত, সমাজে করোনাকালে কিছু বড়-সড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক কিছু প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে। ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রামজাতীয় প্লাটফর্মে আপত্তিকর হয়রানিমূলক কমেন্ট কিশোর-কিশোরীদের বিষণ্ন কিংবা সহিংস করে তুলছে। তৃতীয়ত, সমাজে ভোগ-বিলাসিতা ও পণ্যাসক্তি বেড়ে গেছে। মা-বাবা অর্থ উপার্জনে যেরকম ব্যস্ত, বিলাসীপণ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। তেমনি সন্তানকেও ভাল মানুষ নয়, বিত্তশালী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তারা বেশি আগ্রহী। এরই চড়া খেসারত এখন সমাজ দিচ্ছে। চতুর্থত, স্কুল-কলেজে বিনয়-শিষ্টাচার, নৈতিক শিক্ষার ওপর এখন গুরুত্ব দেয়া হয় না। গ্রেড কিংবা নম্বরই শিক্ষার শেষ কথা। পঞ্চমত, কিশোর-তরুণদের সামনে এমন কোন রোলমডেল নেই যাকে সে অনুসরণ করবে। করোনার প্রভাবে দীর্ঘসময় ঘরবন্দী থাকায় নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে কিশোর-তরুণেরা।

ঘরে বসে প্রোগ্রামটিতে অংশ নিতে অনলাইনে qms-usa.org/sadakayon ভিজিট করতে হবে। ১১ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ৮৬-৪৭ ১৬৪ স্ট্রিট, সুইট # বি ই, ফোন: ৫১৬ ৭৬১ ১৬১৪ জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক কোয়ান্টাম লার্নিং সেন্টার হলে সোসাইটির নিয়মিত সাপ্তাহিক সাদাকায়ন অনুষ্ঠিত হবে।

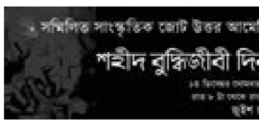

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি

উত্তর আমেরিকা অফিস

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রথম প্রহরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকা। এ উপলক্ষে নিউইর্য়কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে ১৩ ডিসেম্বর সোমবার রাত ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এসব কর্মসূচি পালন করা হবে।

নিউইয়র্কে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদযাপন- সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকার আয়োজনে এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চারুশিল্পীদের তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে আঁকা ট্রাফিক পেইন্টিং (মুক্ত চিত্রাঙ্কন), আবৃত্তি ও পাঠাভিনয়, যুদ্ধদিনের কথা: একাত্তরের স্মৃতিচারণ, একক সংগীত: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান, কবির কণ্ঠের পাঠ: স্বরচিত কবিতা, দলগত সম্মেলক সঙ্গীত। লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে সংহতি-সমাবেশটি রাত ১২টা ১ মিনিটে দিবসটির কর্মসূচি সমাপ্ত হবে আলোক শোকযাত্রা মধ্যদিয়ে।

বাসিমা ইসলাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম বোস্টনের ওয়েস্টার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিতে যাচ্ছেন। কম্পিউটার ও তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগে যোগ দেবেন তিনি। তাঁর ছোট একটি প্রোফাইল প্রকাশ করেছে ফোর্বস। এতে লেখা হয়েছে, তিনি ব্যাটারি ছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারযোগ্য ডিভাইস তৈরিতে কাজ করছেন। বাশিমা ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন। দেশে বাসিমা পড়াশোনা করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ থেকে। এর আগে তিনি পড়েছেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে।

কোভিড সংক্রমণে নতুন কড়াকড়ি

শেষ পৃষ্ঠার পর

বর্ধিত করা হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা এ নির্দেশে ৫ বছর থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগের এসংক্রান্ত নির্দেশে শিশুদের বাদ দেয়া হয়েছিল।

মেয়র বিল ব্লাজিও বলেন, আমরা জানি ওমিক্রন এরমধ্যেই চলে এসেছে। ওমিক্রন ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হবে বলেও আশঙ্কার কথা জানান মেয়র ব্লাজিও।

নিউইয়র্ক নগরের ইতিহাসে সবচেয়ে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করা মহামারি এখনো বিরাজ করছে উল্লেখ করে মেয়র বলেন, এখন পর্যন্ত টিকা গ্রহণই ভাইরাসকে মোকাবেলার একমাত্র অস্ত্র। আমরা মহামারিকে আবার আমাদের দরজায় টোকা দিতে দিতে পারি না।

নিউইয়র্ক নগরের স্বাস্থ্য কমিশনার ডেইভ চস্কি বলেন, স্বাস্থ্যসেবীরা মহামারির সংক্রমণ আবার বেড়ে উঠছে বলে দেখছেন। নিউইয়র্কের সর্বত্র সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নতুন নতুন এলাকায় সংক্রমণের ঘটনা বাড়ছে। নিউইয়র্ক নগরের বর্তমান মেয়র বিল ব্লাজিওর ক্ষমতার মেয়াদ এ মাসের শেষপর্যন্ত। নতুন মেয়র হিসেবে শপথ নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন এরিক অ্যাডামস। ১ জানুয়ারি থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করা এরিক অ্যাডামস বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সংক্রমণ মোকাবেলা সংক্রান্ত নির্দেশগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন। বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের জন্য স্বাস্থ্যসেবীদের পরামর্শক্রমে তিনিও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

আজীবন সম্মাননা পেলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সিনহা মিম। আর পপুলার চয়েজের সেরা নায়িকা বুবলী। সেরা নায়ক হয়েছেন বাপ্পি চৌধুরী। 'শো টাইমস মিউজিক'র জমকালো আয়োজনে আরও কয়েকজনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে যাঁরা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা হলেন সেরা গায়ক-ইমরান, সেরা গায়িকা-কণা, পপুলার সেরা গায়িকা-কোনাল, সেরা ব্যান্ড-নগর বাউল জেমস, সেরা টিভি অভিনেতা- আনিসুর রহমান মিলন, পপুলার চয়েজ সেরা টিভি অভিনেতা- নিশো, সেরা টিভি অভিনেত্রী-মেহজাবিন, পপুলার টিভি অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিন, সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী (সমালোচক) আজমেরী হক বাঁধন, ঢালিউডের স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড- আমান রেজা, নাদিম সাদিয়া, সেরা নিউজ প্রেজেন্টার- সিফাত আরা তাবাসসুম ও তাসনুভা অনন্য। উত্তর আমেরিকায় জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কামরুজ্জামান বকুল, শামীম সিদ্দিকী, চন্দন চৌধুরী, তৃণা হাসান, প্রিয়া ইসলাম। এছাড়া কণ্ঠশিল্পী মোজাকে স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। তরুণ পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাসের উপস্থাপনায় ৪ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় অ্যামাজুরা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত জানিয়ে হোস্ট সংগঠনের কর্ণধার আলমগীর খান আলম বলেন, আটলান্টিকের এপারে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আজকের এই আয়োজন। আগের মতো আপনারা এবারও এই করোনা পরিস্থিতি জয় করতে আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, এজন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকলের প্রতি।

এরপরই প্রবাসের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'নৃত্যাঞ্জলি'র শিল্পীরা চোখ ধাঁধানো নৃত্য পরিবেশন করেন। নৃত্য-সঙ্গীত ও ফ্যাশন শোতে অংশ নেন তারকা শিল্পী বুবলী, বিদ্যা সিনহা মিম, ফারিয়া, প্রিয়া।

মিলনায়তন ভর্তি দর্শক-শ্রোতার উল্লাসের মধ্যে কয়েকটি নাচ পরিবেশন করেন মিম। এরপরই সেরা নায়কের পুরস্কার শাকিব খানকে প্রদান করেন ব্যবসায়ী নুরুল আজিম। পাশে থাকা আলমগীর খান আলম শাকিব খানকে নিয়ে নিউইয়র্কে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেন। চিত্রনায়ক শাকিব খানও আসছে রোজার ঈদের আগে একটি ছবি নির্মাণের কথা জানান। তিনি বলেন, ছবিটি নিউইয়র্কে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি উপলক্ষে রোজার ঈদটি এখানেই করতে চাই। আর এখানকার দর্শকের সঙ্গে বসে ছবিটি দেখতে চাই।

শাকিব খান বলেন, এখানে আমাদের একটি ছবি রিলিজ পেয়েছে আপনারা কী জানেন? ছবিটার নাম মিশন এক্সট্রিম। আমাদের দেশকে আমরা যদি ভালবাসি, তাহলে বাঙালি হিসেবে সবার এই ছবিটা দেখা উচিত।

টিভি অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিনের হাতে ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন বিশ্ববাংলা টোয়েন্টিফোর টিভির সিইও এবং যুক্তরাষ্ট্র সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের কোষাধ্যক্ষ আলিম খান আকাশ। ঢালিউড অ্যাওয়ার্ডের এ পর্বে প্রবাসে বাঙালি সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা ও বিকাশে অবদানের জন্য বেশ ক'জনকে পুরস্কার প্রদান করেন শাকিব খান।

বাংলাদেশের সেরা শিল্পী-অভিনেতা-অভিনেত্রী-গায়ক-গায়িকা-পরিচালক-প্রযোজক-মডেলদের এনে টানা ১৯ বছর যাবত 'ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড'র আয়োজন করায় আলমগীর খান আলমের প্রশংসা এবং সামনের দিনগুলোতে বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ইউএস সুপ্রিম কোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী এবং কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিসট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, ফোবানার সদ্যবিদায়ী সভাপতি জাকারিয়া চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিক ও হোমকেয়ারের সিইও গিয়াস আহমেদ, রাহাত মুক্তাদির, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা ফাহাদ সোলায়মান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সদস্য-সচিব আসেফ বারী টুটুল, হোমকেয়ার এক্সিকিউটিভ শাহনেওয়াজ, এপেক্স ইন্টারন্যাশনালের লাইফ গভর্নর আব্দুর রৌফ খান দিলিপ, হোমকেয়ার এক্সিকিউটিভ হাসিনা মুনমুন, জেবিবিএর সাবেক সেক্রেটারি তারেক হাসান খান। শাকিব খানের প্রশংসাকালে উপস্থিত সকলকে হাসির ফোয়ারায় ভাসিয়ে নেন 'ইমিগ্র্যান্ট এ্যাল্ডার হোমকেয়ার'র প্রেসিডেন্ট নূসরাত চৌধুরী নিপা।

ইসলামে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

অপরিচ্ছন্নতা (খুবুছ) থেকেও পবিত্র হতে হয়, দেহ-বস্ত্র ও স্থান ইত্যাদি পরিষ্কারের মাধ্যমে। তাছাড়া প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার কথা তো বলাই বাহুল্য।

মদিনার নিকটবর্তী কোবা এলাকার লোকজনের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ্ ভালোবাসেন। (সুরা আত-তাওবা, আয়াত : ১০৮)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের। ' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২২২)

হাদিসেও বিভিন্ন উপায়ে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এমনকি পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকে ঈমানের অংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবু মালেক আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। ' (মুসলিম, হাদিস নং: ২২৩)

ইসলামে ব্যক্তির পরিচ্ছন্নতা, গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও পরিপার্শের পরিচ্ছন্নতা—কোনোটাই বাদ যায়নি। ব্যক্তির পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় অন্তত জু'মাবারে গোসলের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমনকি হাদিসে এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক বলা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, জু'মার দিন (শুক্রবার) গোসল করা প্রতিটি সাবালক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। ' (বুখারি, হাদিস নং : ৪৭৯)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর জন্য প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য হলো (অন্তত) প্রতি সাত দিনের মাথায় তার মাথা ও শরীর ধৌত করা। ' (বুখারি, হাদিস নং : ৮৯৭; মুসলিম, হাদিস নং : ৮৪৯)

কারো ওপর গোসল ফরয না হলেও শরীরে ঘাম ও ধূলা-বালু ইত্যাদি লাগার কারণে দুর্গন্ধ হতে পারে, তাই অন্তত সাতদিনে একবার গোসলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মানে সাত দিন পর গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নয়। অন্যদিকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পরিচ্ছন্ন রাখতেও হাদিসে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দাঁত ও মুখের যত্নের জন্য হাদিসে মিসওয়াকের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মিসওয়াক ব্যবহারকে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'যদি না আমার উম্মত অথবা (তিনি বলেছেন) মানুষের জন্য কঠিন হত তবে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের সঙ্গে মিসওয়াকের নির্দেশ (ওয়াজিব ঘোষণা) দিতাম। ' (বুখারি, হাদিস নং : ৮৮৭; মুসলিম, হাদিস নং : ২৫২)

চুলের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায়ও ইসলামে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাবির (রা.) বলেন, একদিন রাসুল (সা.) আমাদের ঘরে বেড়াতে এলেন। আসার পর তিনি এলোকেশী এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তার সম্পর্কে তিনি বললেন, 'এ ব্যক্তি কি এমন কিছু জোটাতে পারেনি, যা দিয়ে সে তার মাথার চুল বিন্যস্ত করবে?' ময়লা কাপড় পরিহিত আরেকজনকে দেখে তিনি বলেন, 'এ ব্যক্তি কি এমন কিছুর ব্যবস্থা করতে পারেনি, যা দিয়ে সে তার কাপড় পরিষ্কার করবে?' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং : ১৪৮৫০; বাইহাকি, হাদিস নং : ৫৮১৩)

মানুষের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য এবং সুস্থতা ও কামনীয়তার নেয়ামত রক্ষায় শরীয়তে কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হাদিস ফিকহের গ্রন্থগুলোর পবিত্রতা অধ্যায় পড়লে সহজে বোঝা যাবে। নখ কাটা, গোঁফ ছোট করা, বাহুর নিচের চুল উপড়ানো এমনকি গুপ্তাঙ্গের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করাসহ কোনোটিই বাদ যায়নি।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, দশটি বিষয় 'ফিতরাত'র অন্তর্ভুক্ত: গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, নখ কাটা, চামড়ার ভাঁজের জায়গাগুলো ধোয়া, বগলের নিচের চুল তুলে ফেলা, নাভির নিচের চুল মুণ্ডানো, (মলমূত্র ত্যাগের পর) পানি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। বর্ণনাকারী বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত কুলি করা। ' (মুসলিম, হাদিস নং : ২৭৫৭)

ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখতেও হাদিসে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আবাস স্থানকেও নোংরা, আবর্জনা ও দৃষ্টিকটু উপাদান থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা রক্ষায় এর বিকল্প নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রা.) থেকে তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্রকে পছন্দ করেন। আল্লাহ পরিচ্ছন্ন। তিনি পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। আল্লাহ মহৎ, তিনি মহত্ব পছন্দ করেন, আল্লাহ বদান্য, তিনি বদান্যতা পছন্দ করেন। অতএব তোমরা তোমাদের (ঘরের) উঠোনগুলো পরিচ্ছন্ন রাখবে। (তিরমিজি, হাদিস নং: ২৭৯৯)

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারেও হাদিসে নির্দেশনা এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা লানতকারী (অভিশাপে আক্রান্ত হতে হয় এমন) দুইটি কাজ থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, লানতকারী কাজ দুইটি কী? তিনি বলেন, যে মানুষের চলাচলের রাস্তায় কিংবা গাছের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করে। ' (আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৫; মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ৮৮৫৩)

পরিবেশ দূষণ রোধেও হাদিসে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রসাব না করে, অতঃপর তা দিয়ে গোসল করে। ' (বুখারি, হাদিস নং: ২৩৯; মুসলিম, হাদিস নং : ২৮২)

তেমনি খাদ্য ও পানীয়কে দূষণমুক্ত রাখতে পাত্র ঢেকে রাখাসহ বিভিন্ন জরুরি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা বাসন ঢেকে রাখো। পানপাত্রের মুখ বন্ধ রাখো।

খাবারের আগে হাত ধোয়ার ব্যাপারে রাসুল (সা.) খুব বেশি সতর্ক করেছেন। হাদিসের কিতাবে আছে, একবার মদিনার এক ইহুদি বলল, মুহাম্মদের কথার বিরুদ্ধে হাত না ধুয়ে খাবার খাবো। আমার কী অসুবিধা হয় দেখবো। কিন্তু দেখা গেলো খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পর লোকটি মারা গেল। পরে কারণ খুঁজে দেখা গেল, কাজকর্মের ফাঁকে লোকটির হাতে সাপের বিষ লেগে গিয়েছিল। আর হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়ায়, খাবারের সঙ্গে বিষ তার পেটে চলে যায় এবং এতেই তার মৃত্যু হয়।

বাস্তবে ইসলাম সতত সৌন্দর্য ও মাধুরীপূর্ণ ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ইসলামের সৌন্দর্য মোতাবেক জীবন যাপনের তাওফিক দান করুন।

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

১ বেড রুম এবং ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। স্থান: East 35 Between Church & Snyder Ave Brooklyn, NY (B-35 বাস এবং 2 & 5 Train)। যোগাযোগ: 646-496-3334

বাসা ভাড়া

২টি রুম ভাড়া হবে। কিচেন শেয়ার। Hildside এবং সাটফিন বুলবার্ডে। মসজিদ, মাদ্রাসা, গ্রোসারী, F ট্রেন সাবওয়ে,বাস স্ট্যান্ড সব কিছু অতি নিকটে। এবং 132 St এবং 88 Ave তে রিচমন্ড হিল একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।একজন ব্যাচেলার এর কাছে। যোগাযোগ: 929-328-5042

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম **আসিফ চৌধুরী**
লাইসেন্সড রিয়েলেটর
(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)

যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু,
সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

→ **EXPERT TUTOR :**
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউয়ে ৮৮-২১ ১৮৭ স্ট্রীটের ২য় তলায় একটি বেডরুম, বাথরুম, কিচেনসহ ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ রিনোভেটেড। ভাড়া সমস্ত বিলসহ ১৬০০ ডলার। যোগাযোগ: 929-386-6473

House for rent

One bedroom, bath, kitchen, Living room combo, one or two persons only couple preferable no kids no pets no smoking. 516-591-6047

Room for rent

Queens jamaica hills, Near Jamaica Muslim center. 917-324-0264

রুম ভাড়া

এফ ও ই ট্রেনের নিকটে 139 স্টিটে একজন কর্মজীবি মহিলা বা স্টুডেন মেয়ের কাছে আলাদা রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল ফার্নিসড। 347-475-8406/ 347-725-7526

বাসা ভাড়া

২৫৬-০৩-৮৬ এ্যাভিনিউতে দুই বেডরুম লিভিং ডাইনিংসহ হাই সিলিং বেইসমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভাড়া দেওয়া হবে। হাঁটার দূরত্বে স্কুল ও বাস এবং এল আই ডবল আর ট্রেন। যোগাযোগ- ৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের USA citizen সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। পাত্রের পেপার না থাকলেও চলবে তবে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪০০-৮৮০১

পাত্র চাই

আমেরিকান নাগরিক, চাকুরীরতা B.S in applied mathematics (UMD), MS in Project Management (UMD) এবং বর্তমানে MBA পাঠরত ◌(UMD) ধার্মিক মেয়ের জন্য সমমানের শিক্ষিতা মুসলিম পাত্র চাই। অনুগ্রহ পূর্বক ছবি ও বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন: nazir.ullah@longandfoster.com

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

মহিলা আবশ্যক

জ্যামাইকা, কুইন্সে বাসার দৈনন্দিন কাজ করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক, এবং পার্ট টাইম সেল্স ম্যান পদের জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। জ্যামাইকা বসবাসকারীকে প্রাধান্য দেয়া হবে। যোগাযোগ করুন দুপুর ১ টা থেকে রাত ১ টা পর্যন্ত। 9176695000

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড ও জ্যামাইকা এভিনিউর মাঝে ১৯৯ স্ট্রিট, হোলিসে ২ বেডরুম, ১ লিভিং রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ব্যাচেলর/ছোট পরিবার অগ্রাধিকার। মোবাইল: ৩৪৭-২৩৮-৬২৯৩, ৩৪৭-৪৭৬-২২৮৩

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে, ২য় তলা ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২টা বেডরুম, বড় বাথরুম, লিভিং ও কিচেন একসাথে। সম্পূর্ণ নতুন ও বড় এটিকসহ ভাড়া দেওয়া হবে। নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ। রাস্তা গাড়ি পার্কিং সুবিধা আছে। মসজিদ, দোকান, লন্ড্রি, স্কুল ও বাস বাসার কাছে। Q3, Q2, Q83 ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষে। বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন ৯১৭–৭১৭–৮৫৮২

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইষ্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন, ২৯ বছর বয়সী কর্মরত রেজিস্ট্রার ফার্মাসিস্ট পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। Doctor, Eng. Pharmacist, IT professional অগ্রাধিকারযোগ্য। যোগাযোগ: 718-902-7200

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777 , everlybrown@yahoo.com

আবশ্যক

ম্যানহাটানে পিজা স্টোরে পুরুষ লোক আবশ্যক। পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। ফোন:929-398-0617

আবশ্যক

কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত একটি মসজিদে ধর্মভীরু, সৎ ও যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী (ভলান্টিয়ার) প্রয়োজন। মার্জিত, শিক্ষিত এবং উদার প্রকৃতির মুসলমান ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সবার কাছ থেকে কিছুটা সময় ও সার্বিক সহযোগীতা পেলে মসজিদটির অস্তিত্ব টিকে থাকবে। সত্বর যোগাযোগ করুন: (646) 684-8762, (917) 722-1405, (718) 524-9777

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন**। দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্বয়
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি-সম্পাদক পদে মিসবা আবদীন-রানা বহাল

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সভাপতি মিসবা আবদীন ও সাধারণ সম্পাদক রানা পুনরায় দায়িত্ব পেয়েছেন। ২৮ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কের দেশী সেন্টারে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় আগামী দুই বছরের (২০২২-২০২৩) জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সভাপতি মিসবা আবদীন ও সাধারণ সম্পাদক রানাকে বহাল রাখা হয়েছে।

স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি মিসবা আবদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সংগঠনের উপদেষ্টা, কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ফুটবল টিমের ম্যানেজার, ক্যাপ্টেন, প্রতিনিধিরা ও খেলোয়াড়েরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক রশিদ রানা সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। সাধারন সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে স্পোর্টস কাউন্সিলের নতুন কমিটি গঠন পর্বে সভাপতি পদে ৮/১০ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৪/৫জন মৌখিকভাবে প্রার্থিতার কথা জানান।

মিসবা আবদীন

রানা

তবে পরবতীতে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে একে একে তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়ায় চুড়ান্ত পর্যায়ে বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে স্ব স্ব পদে বহাল রাখা হয়। তাঁরা উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন। স্পোর্টস কাউন্সিলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মনজুর আহমেদ চৌধুরী, আব্দুর রহীম বাদশা, দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), আব্দুর নুর বড় ভূইয়া, সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত খান বুলবুল, সাইফুর খান হারুন, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাইফুল ইসলাম, আব্দুল কাদির লিপু উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় বাড়ি বিক্রয়

(নিকুঞ্জ-২) নিকুঞ্জ ১৪নং রোড, ঢাকা বাংলাদেশ সম্পূর্ন বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ :৭১৮-৬৭৫-০৫৯৯

বাসা ভাড়া

প্রাইভেট হাইজে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। জ্যামাইকা এভিনিউ ৯৪ স্ট্রীট। যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই ভালো। যোগাযোগ: 646-714-8508

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭৩ স্ট্রীট ৩৪ এভিনিউতে সুন্দর ও নিরিবিলি পরিবেশে এপার্টমেন্টে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। 929-494-4001, 646-727-6767

বাসা ভাড়া

দুটো রুমসহ কিচেন, টয়লেট সম্পূর্ণ পৃথক ১ তালা ভাড়া দেওয়া হবে। Melville, Long Island, Newyork. Half hollow Hills school district. যোগাযোগ: 929-328-5042

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এফ ট্রেনের পাশে ১৮০ স্টিটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-639-4571

ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক

নিউইয়র্কের পাঁচ বোরোতে নিউজ পেপার ডেলিভারি দেওয়ার জন্য গাড়িসহ দুজন ডেলিভারি ম্যান আবশ্যক। ফোন 518-253-0966

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১-৮৮৯-৯০১৩**

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্তোরাঁয় তাৎক্ষণিক নিয়োগের জন্য লোক আবশ্যক। Positions Open: Kitchen helper, Customer service, Cleaner (রান্নাঘরের সাহায্যকারী, গ্রাহক সেবা, পরিষ্কারক) Pls contact: 1 (917) 578-1798

MD AHSAN HABIB Esq.
Attorney -at-Law
Real Estate, Immigration , Litigation
AH LAW FIRM PLLC

Address:
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432

ahlegaledge@gmail.com
+1 929 294 5772

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন নর্দান বুলেভার্ড ও ৮০ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্ট (২ বেডরুম,লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেনসহ) ১ আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। ছোট পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৬-৬৮৭৩

পাত্রী সন্ধান

দেশে ও প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী (৩৫+, ৫'৪", শুশ্রী) আবশ্যক। ডাক্তার অথবা কলেজ গ্রেজুয়েট এবং সনাতন সংস্কৃতি চর্চার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। বায়োডাটা, রফারেন্স (আত্মীয়/ অনাত্মীয়) এবং ছবিসহ যোগাযোগ করুন: email - ghoshsc@aol.com

পাত্রী চাই

সুপ্রতিষ্ঠিত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার গ্রীনকার্ড হোল্ডার USA থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ৫.৭' ৩৩ বছর বয়সী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ:732-595-2602 Email:kanalyst2020@gmail.com

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫"৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

Career Opportunity!!

Marketing Specialist

We are looking for a Marketing personal who has ability to handle strong data-matching software and develop and submits a yearly forecast, products, market, strategies and business plan.

Education/Experience:
Master of Business Administration Degree (MBA)
Data-entry experience

Required Qualifications/Skills:
Strong working knowledge of Microsoft Suite with focus on MS Excel
Good verbal communication skills.
Proficiency in business systems functions and personal computer use.

Send your up-to-date resume to The CEO
captor.usa@gmail.com

Captor USA, Inc.
3716 73rd Street
Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরেড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা'র (ফোবানা) নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ

ফোবানার নতুন কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

'ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা' (ফোবানা) নিজেদের নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে। ৩৫তম সম্মেলনের শেষদিন ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নতুন কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন রেহান রেজা, সেক্রেটারি হয়েছেন মাসুদ রব চৌধুরী।

ওয়াশিংটন ডি.সি. সংলগ্ন ম্যারিল্যান্ড স্টেটে একটি কনভেনশন সেন্টারে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাসুদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একইপদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন মোহাম্মদ দিলু মাওলা। জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নাহিদুল কামাল সোহেল ও ট্রেজারার হয়েছেন মুহাম্মদ আলী মানিক।

বিদায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে পদাধিকার বলে ফোবানা নির্বাহী কমিটির আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার হয়েছেন জাকারিয়া চৌধুরী এবং এ সম্মেলনের আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক জি আই রাসেল।

নির্বাচনে বিজয়ী ৭ আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার হলেন- নুরুল আমিন, আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ এম রহমান জহির, জয়নুল আবেদীন, শাহ এম হালিম, বেদারুল ইসলাম বাবলা ও মোহাম্মদ এম আরেফিন বাবুল। নির্বাহী কমিটির সদস্য-সংগঠন হিসেবে বিজয়ী হয়েছে- ইলিনয় স্টেটের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যান্ড, টেক্সাসের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস, নিউ জার্সির বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন, ভার্জিনিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, জর্জিয়ার বাংলাধারা, টেক্সাসের বাংলাদেশ থিয়েটার এবং বাংলা ফাউন্ডেশন, ওয়াশিংটন ডি.সির বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, টেক্সাসের বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটি অব

গ্রেটার হিউস্টন, জর্জিয়ার মানচিত্র ফাউন্ডেশন, ভার্জিনিয়ার প্রিয়বাংলা, জর্জিয়ার বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন, টেক্সাসের বাংলাদেশি আমেরিকান উইমেন অ্যাসোসিয়েশন, ডি.সির বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন, নিউ জার্সির শতদল ইনক এবং টেক্সাসের বাংলাদেশ ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন।

আয়োজকরা জানান, সামনের বছর ৩৬তম ফোবানা সম্মেলন হবে ইলিনয় স্টেটের শিকাগোতে, আয়োজন করবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যান্ড। ২০২৩ সালের ফোবানা সম্মেলন হবে টেক্সাসে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাসের আয়োজনে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra · SIMPLE · h2o · T-Mobile · UNIVISION mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ল' অফিস অব এটর্নি মো: গোলাম মোস্তফা
Our Services
★ Personal Injury & Workers Compensation (Recovery over 3 million dollar)
★ Car Accidents
★ Medical Mal Practice
★ Accident in Construction
★ Lead Poisoning
★ Slip and Fall
★ Dental Mal Practice
★ Immigration all kinds &
★ Green Card via employment & Investments
★ Real Estate & Business Closings
★ Non payment or no over time payment
★ Will, Trust and Estate Planning
★ Bankruptcy, Landlord-Tenant
★ Family Matter-Divorce
★ All Civil Matters
"Prior results do not guarantee a similar outcome"
New York State Attorney
M. Mostofa, Esq
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
Queens: 146-10 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576
Ph# 917-285-6247
E-mail: abmostofa1@gmail.com
বাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত সাথী
Attorney Realty Inc.
Regulated by Experienced Real Estate Attorney
REAL ESTATE SALESPERSONS
MOSHARRAF HOSSAIN Cell: 347-307-1406
ADVOCATE MD NURUZZAMAN Cell: 347-469-9268
ADVOCATE MOHAMMAD HASHEM Cell: 646-552-2748

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

আমেরিকায় আকাশ ভ্রমণকারীদের বেলায় নতুন নির্দেশনা

রওশন হক

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের কারনে আমেরিকায় আকাশপথে যাতায়াতে বেশ কিছু পরবর্তন আনা হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর সোমবার থেকে কার্যকর নিয়ম অনুযায়ী আমেরিকায় যাত্রা শুরু করার আগের দিনের করোনা পরীক্ষায় যাত্রীর নিগেটিভ ফলাফল থাকতে হবে। এ নির্দেশ মার্কিন নাগরিক, গ্রিনকার্ডধারী, পর্যটক সহ সব যাত্রীর বেলায় প্রযোজ্য বলে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল থেকে জানানো হয়েছে। আগের নির্দেশে ছিল , আমেরিকায় প্রবেশের জন্য যাত্রা শুরু করার আগে তিন দিনের মধ্যে করোনা টেস্টের নিগেটভ ফলাফল। এবারের নির্দেশনায় বলা হয়েছে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার এক দিনের মধ্যে সংক্রমনের পরীক্ষা করাতে হবে।

করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন বেশি মাত্রার সংক্রমণে সক্ষম বলে সর্বত্র এর সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা এখনো ভাইরাসের এ ধরন সম্পর্কে খুব একটা কিছু বলতে পারছেন না। এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বিমান যাত্রা সহ সব ক্ষেত্রেই দ্রুত নিয়ম কানুনের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর কোন যাত্রীকে করোনা পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা এখনো আরোপ করা হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা সহ বেশ কিছু দেশের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বলবত রয়েছে। আমেরিকার জে এফ কে বিমান বন্দর সহ বড় বড় বড় বিমানবন্দরে কোন যাত্রী নেমেই বিনামূল্যে করোনা টেস্ট করাতে পারবেন। এজন্য আলাদা বুথ রয়েছে এবং বিষয়টা ঐচ্ছিক বলে জানানো হয়েছে।

অমিক্রনের সংক্রমন বৃদ্ধির কারনে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স তাঁদের ফ্লাইটে সমন্বয় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। বেশ কিছু এয়ারলাইন্স যাত্রীদের কোন ফি ছাড়াই ভ্রমণ বাতিল করার বা ভ্রমণ তারিখ বদলানোর সুবিধা দিছে । আমেরিকায় ভ্রমণ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশ শুধু বিমানযাত্রীদের বেলায় প্রযোজ্য। স্থলবন্দরের জন্য নয় বলেও জানানো হয়েছে।

শিকাগোতে ৩৬তম ফোবানার প্রস্তুতি শুরু

জুয়েল সাদত

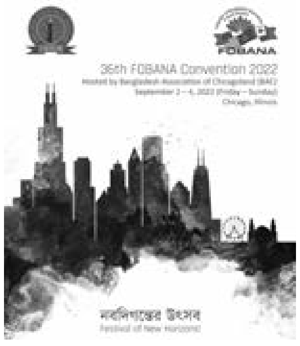

'নবদিগন্তের উ্সব' Festival of New Horizons— এই মটোকে সামনে রেখে ৩৬তম ফোবানা হতে যাচ্ছে উইন্ডি সিটি খ্যাত শিকাগোতে।

বিশ্বখ্যাত আর্কিট্যাক্ট মরহুম ফজলুর রহমানের স্মৃতিবিজরিত শিকাগো। উইলস টাওয়ার খ্যাত (সাবেক সিয়ার্স টাওয়ার) শিকাগোতে বাংলাদেশিরা অনেক সম্মানীত। সেই শিকাগোতে বসছে ২০২২ সালের ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ৩৬তম ফোবানার আসর। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যান্ড হোষ্ট হিসাবে ৩৬তম ফোবানা আয়োজক BAC. ৩৬তম শিকাগো ফোবানার কনভেনর মকবুল আলী ও মেম্বার সেক্রেটারি সৈয়দ এহসান কোকো উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসীদের আগামী সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহের লেবার ইউক্যান্ডে আহ্বান জানিয়েছেন শিকাগোত। পাশাপাশি যেকোন পরামর্শ fobana chicago2022@gmail.com জানাতে অনুরোধ করেছেন। কনভেনর মকবুল আলী ও মেম্বার সেক্রেটারি সৈয়দ এহসান কোকো জানান, ফোবানায় উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের অনেক চাহিদা থাকে। আমরা একটি ইউনিক ও গঠনমুলক এবং সর্বোপরি সর্বাত্মক কমিটমেন্ট পুরণ করব। যোগ্যদের ও এক্সপার্টদের হোষ্ট কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমরা অনেক দিন থেকেই কাজ করছি। কিছুদিনের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় ভেন্যুর খবর জানাব। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যান্ড একটি দক্ষ সংগঠন। পাশাপাশি আমরা পুরো শিকাগোর সকল সংগঠন সমন্বিত হিসাবে কাজ করবে ৩৬তম ফোবানায়।

মিডিয়া টিমে থাকবে দেশের জনপ্রিয় মিডিয়া হাউস। ফোবানা স্কলারশিপ, ফোবানা আইডল, কবি সমাবেশ, বিজনেস সেমিনার, রিলিজিয়াস ইন্টারচেঞ্চ, সায়েন্স ফেয়ার, মুক্তিযুদ্ধ সমাবেশ, ফ্যাশনশো, বইমেলা, ইউথ সেমিনার, আইটি সেমিনার, সাহিত্ সমাবেশ, নারী সমাবেশসহ প্রায় ৪০টি নানান সম্ভাব্য কর্মসুচী বিবেচনাধীন বলে জানা গেছে। থাকবে দেশীয় খাবারের সহজলভ্যতা।

কানাডার নানা শহরের সংগঠনগুলো উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। আমেরিকায় বসবাসরত শিল্পীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আমেরিকা ও কানাডার নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা অগ্রাধিকার পাবেন। যদি কারও কোন নিভৃতচারী নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জানাশোনা থাকে ৩৬তম ফোবানার কনভেনরকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে। দেশীয় হস্তশিল্পের প্রদশর্নী থাকবে। পুরো দেশীয় আদলে ভেন্যু থাকবে। ফুড কোর্টে বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের ফুড ভেন্ডররা থাকবেন। অতীতের ফোবানায় প্রবাসীরা যেসব সমস্যায় পড়েছিলেন তা কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট থাকবে ৩৬তম ফোবানা। প্রাইম টাইমের সময়গুলো নানা রাজ্যের শিল্পীদের দেয়া হবে। সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্বোধনী ও সমাপনী থাকবে বলে জানিয়েছেন কনভেনর। ৩৬তম ফোবানার ম্যাগাজিন সম্পাদনায় থাকবে চমক। আমেরিকার উল্লেখযোগ্য স্কলারদের সমন্বয় করে সমাবেশ করা হবে। যেসব প্রবাসী মূলধারায় উল্লেখযোগ্ ভুমিকা রাখছেন তাঁদের উপস্থাপন করা হবে।

ম্যাগাজিনে নতুন প্রজন্মদের লেখাসহ ভাল ও সেরা লেখকদের লেখা থাকবে। কোনভাবেই ইয়েলো পেইজ হবার সুযোগ নেই। স্পন্সরেরা তাঁদের মতামত জানাবার সুযোগ পাবেন। ছোট আকারের কার্যকর হোষ্ট কমিটি থাকবে, যার ঘোষণা হবে শিগগিরই। 773 552 1373 (কনভেনর), 773 837 6884 (মেম্বার সেক্রেটারি) fobana2022chicago.com

মিশন এক্সট্রিম সিনেমার মুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স। ছবি : সংগৃহীত

উত্তর আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স শতদলের সংবাদ সম্মেলন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কবি নজরুলের মানবতা, প্রেম ও সাম্যের বাণী, সার্বজনীন চেতনা আর যৌবনের দ্রোহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ২০২২ সালে অনুষ্ঠেয় উনিশতম উত্তর আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ আহ্বান জানানো হয়।

২০২২ সালের ২৫ ও ২৬ জুন অনুষ্ঠেয় ১৯তম উত্তর আমেরিকা নজরুল কনফারেন্সের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শতদলকে। এটি অনুষ্ঠিত হবে নিউজার্সির রাটগার্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকোলাস মিউজিক সেন্টারে।

জ্যাকসন হাইটসে ৫ ডিসেম্বর এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শতদলের সভাপতি ও শতদল টিভির সিইও কবির কিরণ এবং শতদলের সাধারণ সম্পাদক হাসান আমজাদ খান। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, আদর্শ ও ভাবনাকে উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে দিতে প্রতি বছর নজরুল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

আমেরিকায় মুক্তি পেল মিশন এক্সট্রিম

উত্তর আমেরিকা অফিস

কপ ক্রিয়েশন-এর ব্যানারে ঢাকা ডিটেকটিভ ক্লাব এবং মাইম মাল্টিমিডিয়ার সহযোগী প্রযোজনায় মুক্তি পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশি পরিচালক সানি সানোয়ার এবং ফয়সাল আহমেদ পরিচালিত বাংলাদেশি সিনেমা 'মিশন এক্সট্রিম'। সিনেমাটি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মুক্তি পাচ্ছে বিদেশেও।

প্রথম বাংলাদেশি সিনেমা হিসেবে চলবে নিউইয়র্কের ১৬টি প্রেক্ষাগৃহে। মুক্তির দু'দিন আগেই নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকার স্মার্ট থ্রি ক্যাফেতে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বায়োস্কোপ ফিল্মস ইউএসএ ডিস্ট্রিবিউশনের মার্কেটিং পার্টনার সেরা ডিজিটাল ৩৬০। ১ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় প্রেস কনফারেন্সের শুরুতে সিনেমাটির ট্রেইলর এবং গান প্রদর্শিত হয়। টেলি কনফারেন্সে যুক্ত হন সিনেমার পরিচালক সানি সানোয়ার।

এসময় সিনেমাটি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বায়োস্কোপ ফিল্মস ইউএসএ ডিস্ট্রিবিউশনের পরিচালক রাজ হামিদ। তিনি বলেন, সিনেমাটি নিয়ে আমরা আশাবাদী। বাংলাদেশের সাথে সাথে এই প্রথম বিশ্বব্যাপী একযোগে মুক্তি পাচ্ছে মিশন এক্সট্রিম। আশা করি সিনেমাটি বিদেশেও দারুণ সফল হবে। এ ব্যাপারে সেরা ডিজিটাল ৩৬০-এর চেয়ারম্যান শেখ গালিব রহমান বলেন,'এই প্রথম বাংলাদেশি কোন সিনেমার ডিজিটাল ক্যাম্পেইন হলো। মডার্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা টার্গেট অডিয়েন্সদের কাছে সুনির্দিষ্ট বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছি।'

হবিগঞ্জ জেলা অব মিশিগানের বনভোজন। ছবি : সংগৃহীত

হবিগঞ্জ জেলা অব মিশিগানের বনভোজন

রফিকুল হাসান চৌধুরী, *মিশিগান*

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে ৪ ডিসেম্বর শনিবার দিনভর মিশিগান রাজ্যের হলমার্চ পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে হবিগঞ্জ জেলা অবমিশিগানের বনভোজন। এতে অংশ নেন পাঁচ শতাধিক হবিগঞ্জ প্রবাসী। বনভোজন ছাড়াও র ্যাফেল ড্র, সঙ্গীতানুষ্ঠান, মহিলাদের বালিশ খেলা, পুরুষদের ফুটবল খেলাসহ নানা ইভেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের আই ফোন, ট্যাবলেট, টিভিসহ নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হয়। এই আয়োজনের অন্যতম কর্ণধার লুৎফুর রহমান শেলু, মোহামদ রেজা, ইমরাজ তালুকদার, তাজ উদ্দিন জানান, প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবারগুলোর মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করাই তাঁদের সংগঠনের লক্ষ্য। তাই প্রতিবছর এই বনভোজনের আয়োজন করা হবে।

এদিকে ওয়ারেন সিটির মার্টিন সড়কস্থ হার্টসিগ পার্কেও একইদিন আয়োজিত হয় বাঙালিদের ফ্যামিলি বনভোজন। মিশিগান রাজ্যের বিভিন্ন সিটিতে বসবাসরত বাংলাদেশি নারী-পুরুষেরা এই বনভোজনে অংশ নেন। এসময় শিশুদের কোলাহলে পার্কটি হয়ে ওঠে বাঙালিদের মিলনমেলায়। বনভোজনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ঝাল মুড়ি ও চা আপ্যায়ন দিয়ে। এসময় জমকালো সঙ্গীতানুষ্ঠান, বালিশ খেলা ছাড়াও নানা ইভেন্টে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এতে বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার সুপ্রভাত মিশিগান'র সম্পাদক সাংবাদিক চিন্ময় আচার্যী দেবু জানান, প্রথমবারের মতো নেয়া এমন উদ্যোগ আমাদের সফল হয়েছে। তাই আমরা কর্মক্লান্ত বাংলাদেশী পরিবারগুলোর সদস্যদের মাঝে সৃষ্টি করতে চাই সেতুবন্ধন।

আটলান্টিক সিটির হলিডে বৃক্ষ আলোকসজ্জা অনুষ্ঠান

সুব্রত চৌধুরী, *আটলান্টিক সিটি*

আমেরিকা জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ। চারদিকে সাজসাজ রব। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, শপিংমল, পার্ক সেজেছে নতুন সাজে। বাহারি সাজ-সজ্জা আর আলোকসজ্জায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার অবস্থা। এর ঢেউ এসে লেগেছে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী সৈকত শহর আটলান্টিক সিটিতেও। সারা পৃথিবীতে যে শহরটি 'ক্যাসিনো শহর' হিসাবে পরিচিত।

গত ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের উদ্যোগে আটলান্টিক সিটিতে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়েছিল 'হলিডে বৃক্ষ আলোকসজ্জা' অনুষ্ঠানের। সিটি সেন্টার পার্কে অনুষ্ঠিত নান্দনিক এই আয়োজনে সহযোগী ছিল সিআরডিএ, আটলান্টিক সিটি বোর্ড অব এডুকেশন। এছাড়া সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল স্যালভেশন আর্মি, আটলান্টিক সিটি ফায়ার বিভাগসহ বিভিন্ন সংস্থা। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিগত কয়েকদিন ধরে তাদের মেধা-মননের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেশন পিস তৈরি করে, যা ওইদিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ন্যাড়া গাছগুলোতো ঝুলিয়ে দেয়।

এছাড়া পার্কের গাছগুলোতে আলোকসজ্জাও করা হয়। ওইদিন বিকেলে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোক প্রজ্জ্বলন করেন আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল। সিটি সেন্টার পার্কজুড়ে আলোক প্রজ্জ্বলনের সাথে সাথে সবাই তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে উচ্ছাস প্রকাশ করেন। আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরীও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি নান্দনিক এই আয়োজনের জন্য মেয়র মার্টি স্মলসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। নগর কর্মকর্তা মিমি নিমবো অনুষ্ঠান সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আটলান্টিক সিটির হলিডে বৃক্ষ আলোকসজ্জা অনুষ্ঠানের আকর্ষণ সান্তা ক্লজ। ছবি : সংগৃহীত

অনুষ্ঠানে শিশু- কিশোরদের মাঝে ক্যান্ডি, খেলনা, টুপি বিতরণ করা হয়। এছাড়া শিশুরা সান্তা ক্লজকে কাছে পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়, সান্তার সাথে ছবি তোলে।

সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের জনসংযোগ। ছবি : সংগৃহীত

সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের জনসংযোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে সিলেট সদরবাসীর ঐতিহ্যবাহী সংগঠন সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সফল করতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ব্যাপক জনসংযোগ শুরু করেছেন।

নিউইয়র্কসহ আশপাশের রাজ্য থেকে সিলেট সদরের লোকজন ২৬- ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানমালায় ব্যাপকভাবে যোগ দেয়ার কথা জানিয়েছেন সংগঠকরা। উডসাইডের ম্যাজিস্টিক প্যালেসে দু'দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রজতজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। দেশের ও প্রবাসের শিল্পীরা থাকবেন অনুষ্ঠানের নানা পর্বে। নিউইয়র্ক নগরের প্রবাসীবহুল এলাকাগুলোতে সিলেট সদর অঞ্চলের ব্যাপক লোকজন বসবাস করেন। এস্টরিয়া, ব্রংকস, জ্যাক্সন হাইটস, উডসাইড, জামাইকা, ওজনপার্ক এলাকায় সদর অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ অন্তত একাধিক জনসংযোগ সমাবেশ করেছেন। তাঁরা অনুষ্ঠান সফল করতে নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবীণ প্রবাসীসহ সংবাদমাধ্যমের সাথে মতবিনিময় করেন।

এসব মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়েছেন সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের নেতা মাহবুব রহমান, মোস্তফা পাশা মওদুদ, মুকুল হক, রাজীব খান, গৌতম দেব, মিনহাজ চৌধুরী, আব্দুল হাফিজ আবদার, ওয়াদুদ আহমেদ। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েক এবং সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল জানান, মহামারি সময়ের স্থবিরতা পেরিয়ে নিউইয়র্কের জনসমাজ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। একবছরের বেশি সময় থেকে অবরুদ্ধ নগরবাসী সদর অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে জমায়েত হবে। অনেকেই ফিরে দেখবে মহামারির শুরুর ধাক্কায় বিপন্ন নগরের চিত্র। অনেকেই তাঁদের হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের খুঁজবে সিলেট সদরবাসীর মিলন মেলায়।

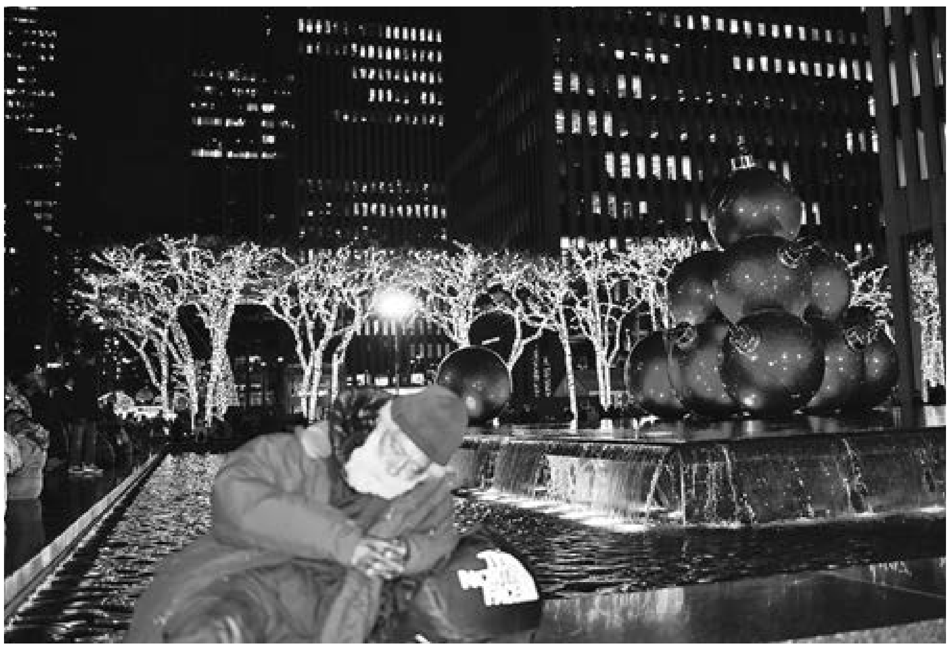

গৃহহীন **ঝলমলে নগর নিউইয়র্ক নির্ঘুম থাকে। এরমধ্যেও নগরের সব উৎসব আলোর উজ্জ্বলতাকে তুচ্ছ করে কোন এক গৃহহীন আয়েশের ঘুমে ঢলে পড়েন। ২ ডিসেম্বর ম্যানহাটনের রকোফেলার সেন্টার এলাকা থেকে ছবিটি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী** সৈয়দ মাসুদুল কবির।

দেশ ছাড়লেন মুরাদ হাসান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ। এ বিষয়ে মঙ্গলবার রাতে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, এ পদত্যাগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাজে ব্যবহারের কারণে দেড় বছরেরও বেশি সময় একান্ত সচিব (পিএস) পাচ্ছিলেন না মুরাদ হাসান। পিএস না-থাকায় ৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টার দিকে তাঁর জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনকে পদত্যাগপত্র ই-মেইল করেন তিনি।

সেখানে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের কথা জানান মুরাদ।

পদত্যাগপত্রে তথ্য প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের তারিখ ভুল লেখায়, সেটি সংশোধন করে আবার পদত্যাগপত্র নেওয়ার চেষ্টা করেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। কিন্তু মুরাদ হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে কলম দিয়ে তারিখ সংশোধন করে সেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়।

এদিকে প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসানের মধ্যে তিন মাস ধরে পরিবর্তন খেয়াল করেছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তিনি (মুরাদ) বেশ কিছু বক্তব্য দল ও সরকারের সঙ্গে আলোচনা না-করেই দিয়েছেন। যেগুলোর কারণে আমাদেরও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বক্তব্য, কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে সরকার ও দল বিব্রত হয়েছে।

এদিকে প্রতিমন্ত্রীর পদ হারানো মুরাদ হাসানকে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাবিষয়ক সম্পাদকের পদ থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দলীয় ভাবমূর্তি বিনষ্ট, অগঠনতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলাপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মুরাদ হাসানকে অব্যাহতি দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

নতুন নির্দেশনায় আকাশপথযাত্রীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মার্কিন নাগরিক, গ্রীনকার্ডধারী, পর্যটকসহ সব যাত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল থেকে জানানো হয়েছে।

আগের নির্দেশনায় ছিল, আমেরিকায় প্রবেশের জন্য যাত্রা শুরু করার আগে তিন দিনের মধ্যে করোনা টেস্টের নেগেটিভ ফল থাকতে হবে। নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা শুরুর একদিনের মধ্যে সংক্রমণের পরীক্ষা করাতে হবে। করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন বেশিমাত্রার সংক্রমণে সক্ষম বলে সর্বত্র এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা এখনও ভাইরাসের এ ধরন সম্পর্কে খুব একটা কিছু বলতে পারছেন না। এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বিমান যাত্রাসহ সবক্ষেত্রেই দ্রুত নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর কোন যাত্রীকে করোনা পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা এখনও আরোপ করা হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বেশকিছু দেশের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। আমেরিকার জেএফকে বিমানবন্দরসহ বড় বড় বিমানবন্দরে যেকোন যাত্রী নেমেই বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন। এজন্য আলাদা বুথ রয়েছে। তবে বিষয়টি ঐচ্ছিক বলে জানানো হয়েছে।

ওমিক্রনের সংক্রমণ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন এয়ারলাইন্স তাদের ফ্লাইটে সমন্বয় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। বেশকিছু এয়ারলাইন্স যাত্রীদের কোন ফি ছাড়াই ভ্রমণ বাতিল করার বা ভ্রমণ তারিখ বদলানোর সুবিধা দিচ্ছে। আমেরিকায় ভ্রমণ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা শুধু বিমানযাত্রীদের বেলায় প্রযোজ্য। স্থলবন্দরের জন্য নয় বলে জানানো হয়েছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ১০০ মিলিয়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সহযোগিতা করা সম্ভব হবে। 'দ্যা এনওয়াইসি স্মল বিজনেস রেজিলিয়েন্স গ্রান্ট প্রোগ্রাম' নামের এ কর্মসুচির আওতায় প্রাকযোগ্যতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের তাৎক্ষণিক নগদ অনুদান দেয়া হচ্ছে। এ কর্মসুচিতে আর্ট, বিনোদন, আবাসন, খাবার ব্যবসার মতো ব্যবসায়ীরা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। কমিশনার ডোরেস বলেন, এসব ক্ষুদ্র ব্যবসা নিউইয়র্ক নগরের অর্থনীতির চালিকাশক্তিই শুধু নয়, নগরের সাংস্কৃতিরও অংশ।

যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফেডারেক বা অন্যান্য কোন অনুদান পায়নি, তারা নিউইয়র্ক নগরের এ অনুদানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। ১০ হাজার ডলারের এ অনুদানের জন্য আবেদনের যোগ্যতার জন্য বলা হয়েছে, ব্যবসাটি ২০১৯ সালের ১ অক্টোবরের আগে চালু ছিল, তা প্রমাণ করতে হবে। ২০১৯ সালের পরে ২০২০ সালে ব্যবসার রেভিনিউ কমেছে, তার প্রমাণ দিতে হবে। ফেডারেল সরকারের শাটারড ভ্যানু গ্র্যান্ট প্রোগ্রাম বা রেস্টুরেন্ট রিভিটালিজেশন অনুদান পায়নি এমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এ অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য নিউইয়র্ক নগরের এ অনুদান কর্মসুচির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে covidresilience.nyc ওয়েবসাইট দেখে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আবরার হত্যায় বুয়েটের ২০ ছাত্রের ফাঁসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামান এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বাকি ৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হলে আরও এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে রায়ে বলা হয়।

রায় ঘোষণার সময় আদালত বলেছেন, নৃশংস হত্যার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আপাতদৃষ্টে মনে হয়েছে যে এ মামলায় প্রকৃত ও ন্যায়বিচার করা হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে পেরেছে, দেশে আইনের শাসন আছে। এ বিচার উচ্চ আদালতে বিলম্বিত হবে না।

রায় শুনে আদালতে উপস্থিত আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, যেদিন আসামিদের ফাঁসি কার্যকর হবে, সেদিন তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। বুয়েটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বুয়েটের উপাচার্য সত্যপ্রসাদ মজুমদার বলেছেন, রায়ে শাস্তি যা হয়েছে, তা যথেষ্ট।

এই রায়ে সাজাপ্রাপ্ত সবাই দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বুয়েটের ছাত্র। এদের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মেহেদী হাসান রাসেল, অনিক সরকার, ইফতি মোশাররফ সকাল, মেহেদী হাসান রবিন, মেফতাহুল ইসলাম জিওন, মুনতাসির আলম জেমি, খন্দকার তাবাখখারুল ইসলাম তানভির, মুজাহিদুর রহমান, মনিরুজ্জামান মনির, হোসেন মোহাম্মদ তোহা, মাজেদুর রহমান, শামীম বিল্লাহ, এএসএম নাজমুস সাদাত, মিজানুর রহমান ওরফে মিজান, শামসুল আরেফিন রাফাত, মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম, এসএম মাহমুদ সেতু, মোর্শেদুজ্জামান জিসান, এহতেশামুল রাব্বি তানিম ও মোস্তবা রাফিদ। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেষ তিনজন পলাতক রয়েছেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতরা হলেন আকাশ হোসেন, মোয়াজ আবু হুরায়রা, ইসতিয়াক আহম্মেদ মুন্না, অমিত সাহা ও মুহতাসিম ফুয়াদ।

রায় ঘোষণার সময় আদালত বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরেছে। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে পরিকল্পনা করে একই উদ্দেশ্য ও একই অভিপ্রায়ে আবরার ফাহাদকে হত্যা করেছেন। আসামিরা নির্মমভাবে একজন মেধাবী ছাত্রকে হত্যা করেছেন বলে তাঁদের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখানোর সুযোগ নেই। এই কারণে তাঁদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। ট্রাইব্যুনাল আরও বলেন, আবরার ফাহাদের মর্মান্তিক মৃত্যু বাংলাদেশের সকল মানুষকে ব্যথিত করেছে। এ ধরনের মর্মান্তিক এবং নৃশংস ঘটনা আর যাতে না ঘটে, তা রোধকল্পে সকল আসামিকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রায়ের পর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক তিন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। আসামিদের সংশ্লিষ্ট থানায় অবিলম্বে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাঠানোর নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

তারেক ও তাঁর বউ তো খালেদাকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'তার (খালেদা জিয়া) ছেলের বউ তো ডাক্তার। তারেকের বউ ডাক্তার। শুনেছি সে নাকি অনলাইনে শাশুড়িকে দেখে। কই ছেলে, ছেলের বউ তো কোনো দিন দেখতে আসল না। অবশ্য কোকোর বউ এসেছে। তারা তো আসে নাই।'

তিনি বলেন,'বিএনপি এতদিন পর একটা সুযোগ পেয়েছে। খালেদা জিয়ার অসুস্থতার এই দাবিতে তারা আন্দোলন করছে। খুব ভাল, তারা আন্দোলন করুক। কিন্তু আমার যতটুকু করার ছিল, সেটা কিন্তু করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি বিএনপির নেতাদের জিজ্ঞাসা করি, তারা যে সহানুভূতি দেখাতে বলে, তারা যে সহযোগিতা চায়, খালেদা জিয়া কী আচরণ করেছে? একুশে আগস্ট যে গ্রেনেড হামলা, তার আগে খালেদা জিয়ার কী বক্তব্য ছিল? যে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, কোনো দিন বিরোধী দলের নেতাও হতে পারবে না। এই বক্তৃতাই তো খালেদা জিয়া দিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ একশ বছরেও ক্ষমতায় যেতে পারবে না। আল্লাহর খেলা, এটা বোঝা তো ভার। বরং খালেদা জিয়াই প্রধানমন্ত্রী হতে পারে নাই, বিরোধীদলীয় নেতাও হতে পারেনি। এটা তার ওপরেই ফলে গেছে।'

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তারপরেও সে যখন অসুস্থ এবং দুর্নীতির দায়ে, সে দুর্নীতিটা কী? গ্যাটকোর কেস তার বিরুদ্ধে, নাইকোর কেস তার বিরুদ্ধে এবং এটা কিন্তু আমাদের না। আমেরিকার এফবিআই খুঁজে বের করেছে। সিঙ্গাপুরে তার এবং তার ছেলের দুর্নীতি বেরিয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাই বের করেছে। সেই কেসগুলো তো আছেই। সবচেয়ে বড় কথা, এতিমদের জন্য টাকা এসেছিল। সেই এতিমদের টাকা এতিমদের হাতে কোনো দিন পৌঁছায় নাই। সে টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে রেখে দিয়েছে।'

'খালেদা জিয়াই এতিমের অর্থ ভোগ করেছে' উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'কাজেই সে সাজা পেয়েছে এবং সেই সাজা সে ভোগ করছে। তারপর সে কারাগারে ছিল। খালেদা জিয়ার বড় বোন আর ভাই আমার কাছে এসেছে। বোন, বোনের স্বামী, ভাই—এরা সব এসেছিল। আসল যখন খুব স্বাভাবিকভাবে রেহানাও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিল। একটা মানবিক দিক থেকে আমি তাকে তার বাড়িতে থাকার, আমার এক্সিকিউটিভ পাওয়ারে আমি যতটুকু করতে পারি, অর্থাৎ নির্বাহী যে ক্ষমতাটা আমার আছে, সেটার মাধ্যমে আমি তার সাজাটা স্থগিত করে তাকে তার বাসায় থাকার অনুমতি এবং চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছি।'

কর্মকাণ্ডে কেবলই কোন্দল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় আসা বেশকিছু পেশাজীবী এ সংগঠনের উদ্যোগ নিয়ে সফল হয়েছিল। বাংলাদেশ সোসাইটি একটি মর্যাদাপূর্ণ সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠছিল। খুব দ্রুতই এর যবনিকাপাত ঘটেছে। পদ দখল করতে নিজেদের অর্থ দিয়ে ভোটার করানো, নিজের থানা বা জেলার লোকজনকে নেতৃত্বে বসানোর খেলা শুরু হয় গত দেড় যুগ থেকে। ফলে অদক্ষ-অযোগ্য লোকজনের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে এসব সংগঠন ঘিরে। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় আসা এসব লোকজন অনেকটা দেশীয় গ্রামীণ সমিতির মতো সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। আমেরিকার মতো দেশে থেকে সময়মতো কোন অনুষ্ঠান শুরু করার কাজটিও ধাতস্থ করতে পারেননি এসব সংগঠক। এছাড়া যেকোন অনুষ্ঠানে সবাই কথা বলার অভ্যাস, দীর্ঘ বিরক্তিকর কথন, সহজেই ক্ষেপে যাওয়া, গালাগালি, মারামারিতে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে এসব সংগঠন যাঁরা করেন, তাঁদের সন্তানদের নিয়েও কোন স্বদেশী অনুষ্ঠানে তাঁরা উপস্থিত হতে পারেন না। ফলে বাংলাদেশি জনসমাজের সংগঠনগুলোর সাথে আমেরিকায় জন্ম বা বড় হওয়া বাংলাদেশিদের কোন যোগসূত্র নেই। নানা কারণে সোসাইটির নেতৃত্ব থেকে পেশাজীবী ভাল সংগঠকেরা সরে যেতে থাকেন। যাঁরা সামনে চলে আসেন, তাঁদের হাতে সংগঠনটি ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। এখন এসব সংগঠন অনেকটা আইসিউ ইউনিটে অবস্থান করছে। লাখ লাখ ডলার ব্যয় করে সদস্য করা হয়েছে, প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে। গত তিন বছর থেকে নির্বাচন করার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ সোসাইটি নামের সংগঠনটির। মামলার কারণে এখন সোসাইটি নিয়ে শক্তিশালী দু'পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে। আমেরিকার বিচার ব্যবস্থায় উভয় পক্ষই আদালতের ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করছে।

সামাজিক সংগঠন নিয়ে আদালতে গেলে ন্যায়-বিচারের রায় প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু এর ফলে সংগঠনের প্রতি মানুষ উৎসাহ হারায়। কাঁদা ছোড়াছুড়ির পথে হাঁটতে চায় না সাধারণ জনসমাজ। সোসাইটির কাজে অনেকেই নিজেদের অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন।

অধিকাংশ লোকজনই নিজেদের পরিশ্রমের অর্থ ব্যয় করে এসব সংগঠনে সময় দিয়ে থাকেন। পরিবারকে সময় না দিয়ে সংগঠনের জন্য দিন-রাত পড়ে থাকলেও জনসমাজের কাছে কোন সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না এসব সংগঠন। উত্তর আমেরিকায় ফোবানা নামের সংগঠনটি বেশ কয়েক বছর একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। বিখ্যাত মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে সম্মেলন করেছে সংগঠনটি। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ লোকজন অতিথি হয়ে এসেছেন ফোবানার সম্মেলনে। এর মাধ্যমে ফোবানা সম্মেলন উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের একটা ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠছিল। এই ফোবানা এখন কিছু ধান্দাবাজের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার প্লাটফর্ম হিসবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভক্ত হয়ে যে যাঁর মতো করে ফোবানা সম্মেলন করছেন। এবছরও ফোবানা নামে দু'টি সম্মেলন হয়েছে। একটিতে নারী-শিশুদের সামনে দেশের বস্তিপর্যায়ের মারামারি হয়েছে। অন্যটিতে পদক দেয়ার নামে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। কিছু লোকজনের কারণে ফোবানার কোন গ্রুপই আমেরিকায় সাধারণ প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম আর নেই। এ সংগঠনটির অবস্থা কর্কট রোগে ভোগা রোগীর মতো এখন। এবারের ফোবানার সাথে জড়িত এক কর্মকর্তার সাথে এ নিয়ে কথা হলে তিনি জানান, বেশ কয়েক বছর থেকেই পদক দেয়ার জন্য পদকগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অর্থ সহযোগিতা নেয়া হচ্ছে। একশ্রেণীর পদকলোভীর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মঞ্চে একটা পদক ধরিয়ে দেয়াকে এ সংগঠক তেমন কোন খারাপ কাজ নয়।

আমেরিকার সর্বত্র জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, মহল্লা, স্কুল, কলেজ এমনকি পাঠশালার নামে সংগঠন আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে আবার এলামনাই এসোসিয়েশন আছে। আছে নাটকের দল, নানা নামে সাংস্কৃতিক সংগঠন। পেশাজবীদের মধ্যে ডাক্তার, কৃষিবিদ, আইনজীবী, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ট্রাফিক, পুলিশ, মৎস্যজীবী, সাংবাদিক, সম্পাদক, ক্যাবচালকসহ হাজারো সংগঠন। সম্প্রতি দেশে বিভিন্ন বছরে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছেন এমন সংগঠনও গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি। আছে ফেসগ্রুপ সংগঠন, সাহিত্য, কবিতা নিয়ে সংগঠন। এত এত সংগঠনের মধ্যে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার কোন সংগঠন নেই, কেন গড়ে উঠছে না?— এ প্রশ্ন করা হলে বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস বলেন, স্বাধীন দেশের মানুষ হয়েও আমরা এখনও আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। প্রায় চার দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সুব্রত বিশ্বাস বলেন, ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একটি স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে আমরা আমাদের পরিচিতি গর্বের সাথে বুকে ধারণ না করতে পারাতেই এমনটি হয়েছে। দেশের বিভেদ, পশ্চাৎপদতার উত্থান। সর্বোপরি আধুনিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেনি বলেই একই বৃত্তে আমাদের ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। সম্মিলিত কোন অর্জন আমরা এসব কারণেই দেখাতে পারছি না বলে তিনি মনে করেন।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
Hard Money 9%
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

646-920-4799
Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি

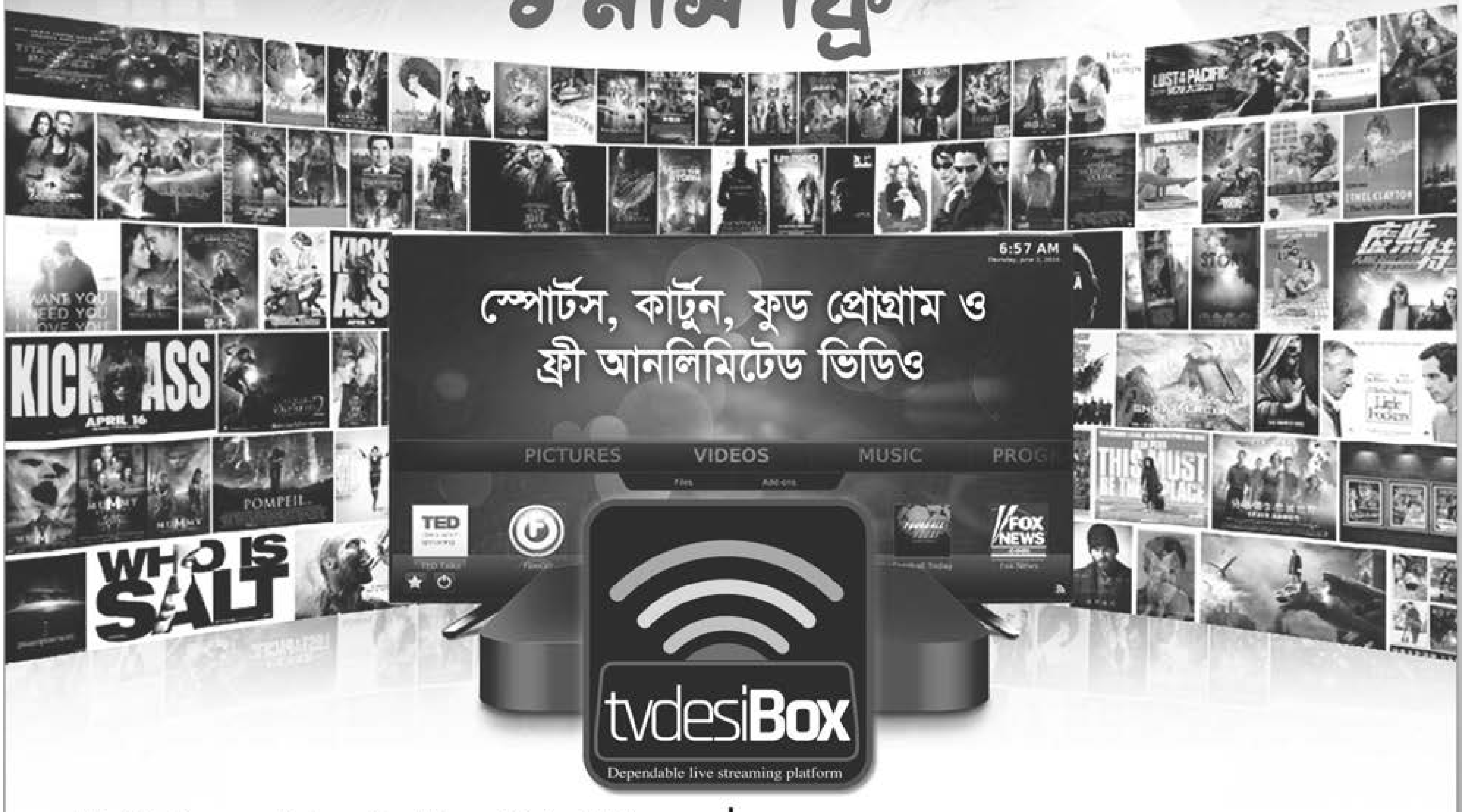

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

ডিসি সুলতানাকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ও প্রশ্নবিদ্ধ বিশেষাধিকার

দেলোয়ার জাহিদ

রাষ্ট্রপতির করুণা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই চর্চা করা হয়, এটি তাঁর একটি অধিকার। বাংলাদেশেও রাষ্ট্রপতিকে করুণার অধিকার সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা অর্পন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের যেকোন আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করে যে কাউকে ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। আধুনিক সভ্যতার শুরু থেকে রাষ্ট্রপতিকে এ বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবেশের কারণে এ বিশেষাধিকার নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়ছে। সাংবাদিক নির্যাতনকারীদের হোতা ডিসি সুলতানাকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা করার প্রতিবাদে সাংবাদিক সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। চিঠির সূচনায় তিনি বলেন "মহামান্য রাষ্ট্রপতি এদেশের পেশাদার সাংবাদিকদের খুবই প্রিয় মানুষ। রাষ্ট্রপতি বলে নয়, রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি জনবান্ধব ও সাংবাদিকবান্ধব। কিন্তু সেই রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্তে গোটা সাংবাদিক সমাজ হতবাক, বিস্মিত ও আতঙ্কিত।"

উল্লেখ্য জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক সভাপতি, সাবেক ভাইস চেয়ার, আইপিআই; সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব। যিনি সমাজে বিনয়ী ও সদ্বজন হিসেবে পরিচিত। বিএফইউজের সাবেক সভাপতি হয়েও তিনি এসময়ে একজন নির্যাতিত সাংবাদিকের পক্ষে কলম ধরেছেন এর জন্য তাঁকে অনেক ধন্যবাদ। গত ১ ডিসেম্বর প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধ থেকে ঘটনাটির পটভূমি জানা যায় যে— "গত বছরের ১৩ মার্চ মধ্যরাতে অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম রিগ্যানকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। পুলিশ ছাড়া আনসার সদস্য নিয়ে জেলা প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা দরজা ভেঙে আরিফুলের বাসায় ঢোকেন। এরপর তাঁকে মারধর করেন। পরে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে নিয়ে 'বিবস্ত্র' করে নির্যাতন করা হয় তাঁকে।"

আরিফুলকে আটক অভিযানে নেতৃত্বদানকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিন্টু বিকাশ চাকমা স্থানীয় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, "অভিযানের সময় তাঁর কাছ থেকে আধা বোতল মদ ও দেড়শ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে। এ অপরাধ স্বীকার করায় রাতেই আদালত বসিয়ে তাকে একবছরের জেল দেয়া হয় এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।" কুড়িগ্রামের সে সময়ের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) সুলতানা পারভীনের যত সব বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করার ফলশ্রুতিতেই এ সাংবাদিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। এতে একটি সাজানো মামলায় জেল দেয়া হয় বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম রিগ্যানকে। পরবর্তীতে যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের তদন্তে বিষয়গুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, এক সরকারী প্রজ্ঞাপনে বিষয়গুলো উল্লেখ করে শাস্তি হিসেবে তাঁর বেতন বৃদ্ধি দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়। এ ছাড়া বলা হয়, তিনি ভবিষ্যতে এই মেয়াদের কোন বকেয়া পাবেন না এবং এই মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। এনডিসি রাহাতুল ইসলামের তিনটি ইনক্রিমেন্ট কর্তন, আরডিসি নাজিম উদ্দীনকে নিম্ন ধাপে নামিয়ে দেয়া এবং রিন্টু বিকাশ চাকমাকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

এছাড়াও ঘটনার আদ্যোপান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ২৩ নভেম্বর জ্যেষ্ঠ সচিব কেএম আলী আজমের জারি করা প্রজ্ঞাপনে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সাংবাদিক নির্যাতনের জন্য অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় অভিযোগে ডিসি সুলতানা পারভীনকে শোকজ করা হয় (১৮/৩/২০২০)। প্রায় তিন মাস পর ২০২০ সালের ২৫ জুন তিনি লিখিত জবাব দেন। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানি নেয়া হয় আরও প্রায় দুই মাস পর ২০২০ সালের ৯ আগস্ট। কিন্তু জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের আহ্বায়ক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব আলী কদর গত ২ মে যে প্রতিবেদন দেন, তাতে ডিসি সুলতানা পারভীনের বিরুদ্ধে

আনীত অভিযোগ 'প্রমাণিত হয়েছে' বলে জানানো হয়। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সুলতানা পারভীনকে 'গুরুদণ্ড' দেয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গত ৮ জুন দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। ২২ জুন দেয়া সুলতানা পারভীনের জবাব বিবেচনা করে ১০ আগস্ট 'লঘুদণ্ড' হিসেবে দুই বছরের বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। সুলতানা পারভীন ৬ সেপ্টেম্বর এই লঘুদণ্ডাদেশ মওকুফ করার জন্য রাষ্ট্রপতি সমীপে আপিল করেন এবং গত ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি 'সদয়' হয়ে বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ডাদেশ বাতিল করে ডিসি সুলতানাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ৪৯ নম্বর ধারায় রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশের যেকোন আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করে যে কাউকে ক্ষমা করার অধিকার দেয়া হয়েছে, তা আমাদের অজানা নয়। এখানে দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপপ্রয়াগ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। রাষ্ট্রপতির বিশেষাধিকারের এ আইন প্রয়োগ একটি অসাধারণ বিচারিক ক্ষমতা যা রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। কোথাও কোথাও এটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা, যা সর্বশক্তিমান থেকে অর্পিত বলেও মনে করা হয়। ১৮০০ দশকের শুরুতে ধর্মীয় সাহিত্যে এ বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ মানে মানুষের বিষয়ে দেবতার (ঐশ্বরিক) সম্পৃক্ততা (হস্তক্ষেপ)।... এ ধরনের হস্তক্ষেপ প্রায়শই কিছু না কিছু বিপর্যয় ডেকে আনে এবং পুরো ব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ব করে তোলে!

ভারতের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে একজন অপরাধী ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে করুণার আবেদন করতে পারেন, যিনি আইনের আদালতে সাজাপ্রাপ্ত। রাষ্ট্রপতির কাছে করুণার আবেদন হলো শেষ সাংবিধানিক অবলম্বন, যা বাংলাদেশের মতো ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোতেও রয়েছে। ব্যতিক্রম কোন পরিস্থিতিতে কানাডা সরকারও ফেডারেল অপরাধের সাথে জড়িত বা প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে ক্ষমা মঞ্জুর করেন, যেখানে ফৌজদারি অপরাধের গুরুতর নেতিবাচক প্রভাবগুলো হ্রাস করার জন্য আইনে অন্য আর কোন প্রতিকার দেয়া নেই। ...ক্রাউনের একজন মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে গভর্নর জেনারেল তাঁর ক্ষমার বিশেষাধিকারটি প্রয়োগ করেন।

বিশ্বজুড়ে ক্ষমা ক্ষমতার বিশেষাধিকারটি নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্পের চূড়ান্ত কাজটি ছিল তাঁর বিদায়লগনে ক্ষমা ক্ষমতার একাদশ-ঘণ্টার বির্তকিত অনুশীলন। ১৪০ জনেরও বেশি লোককে ক্ষমা অনুদানের সর্বশেষ ঘোষণাটি সামনে আসার পর দেখা যায়, ক্ষমার বিষয়ে ট্রাম্পের সামগ্রিক ট্র্যাক রেকর্ডটি রাষ্ট্রপতি পদের আদর্শ-বিধ্বংসী। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচকরা এধরনের কাজকে বেঈমানি ও স্ব-সেবামূলক বলে উপহাস করেন। ট্রাম্পের ক্ষমা পাওয়ার সুবিধাভোগীদের অনেকেরই হোয়াইট হাউসের সাথে ব্যক্তিগত সংযোগ ছিল, সেলিব্রিটি সমর্থক বা রাজনৈতিক মিত্রদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, বা ট্রাম্পের সম্ভাব্য অপরাধমূলক অন্যায়ের অনুসন্ধানকারী তদন্তকারীদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে আসছিল। এরপরই ক্ষমা পেয়েছিলেন তাঁরা।

ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক ড্যানিয়েল কোবিল বলেছেন, "ট্রাম্প অনেক উপায়ে উভয় বিশ্বের সবচেয়ে খারাপের উদাহরণ রেখেছেন।" সেন্ট থমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মার্ক ওসলার বলেছেন, "যারা ক্ষমা করার ক্ষমতা ব্যবহার করেছে তাদের মধ্যে ট্রাম্প সর্বনিম্ন নীতির অনুসারী হবেন।" "তিনি একটি মূল্যায়নপ্রক্রিয়া তৈরি করেছিলেন যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের একটি ছোট গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করেছেন, যাদের মধ্যে কিছু পিটিশনকারী যারা মামলা চালানোর জন্য অর্থও প্রদান করেছিলেন। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা ছিল দুর্নীতিকে আমন্ত্রণ জানানো। বাংলাদেশে এ আইনটির ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগ উঠেছে। সরকার নিরপেক্ষতা ও ভাল বিবেক বজায় রেখে দেশে ক্ষমাশীলতাকে কার্যকর করবে— এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। বরং তা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের অবস্থানকে যেখানে প্রশ্নবিদ্ব করছে কতগুলো মানবাধিকার সংগঠন, যখন বাকস্বাধীনতার ওপর কর্তৃত্ববাদী দমন-পীড়ন ও সমালোচকদের গ্রেপ্তার এবং মিডিয়া সেন্সরিং, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) অপপ্রয়োগসহ গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যায় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়মুক্তিরও অভিযোগ উঠেছে। ঠিক তখন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ কোন্ বিবেচনায়, কোন্ সময়ে ডিসি সুলতানাকে এ ক্ষমা করার ঘোষণা করলেন তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। গর্বিত বাংলাদেশের এ পথচলায় যেখানে একের পর এক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসছে, আসছে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব তথা প্রযুক্তিগত বিপ্লবের উদ্দেশ্য অর্জনের উদ্দীপনার ডাক, সেখানে আমরা রাষ্ট্রপতির করুণা নামের এ হেয়ালীপনাকে মেনে নিতে পারি না— যা একজন নাগরিকের বিচার পাওয়ার অধিকারকে খর্ব করবে।

লেখক: দেলোয়ার জাহিদ, সাবেক রিসার্চ ফ্যাকাল্টি মেম্বার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা, (সেন্ট পলস কলেজ) কানাডা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কানাডা ইউনিট কমান্ড নির্বাহী।

শেইম অন ইউ ইমরান খান!

শিতাংশু গুহ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এক টুইট বলেছেন, 'শিয়ালকোটের ফ্যাক্টরিতে লোমহর্ষক আক্রমণ এবং একজন শ্রীলঙ্কান ম্যানেজারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা পাকিস্তানের জন্য লজ্জাজনক। আমি নিজে এই ঘটনার তদন্ত তদারকি করছি, এবং অপরাধীরা আইনের সর্বোচ্চ সাজা পাবে তাতে কারো সংশয় থাকা অনুচিত।' তাঁকে উত্তর দিয়েছি, 'এই নারকীয় ঘটনার পরও কি আপনি দাবি করতে পারেন যে, পাকিস্তান একটি সভ্য জাতি? শ্রীলঙ্কা মাত্র ক'দিন আগে পাকিস্তানকে কুড়ি হাজার কর্নিয়া (চোখ) দান করেছে, এরপরও আপনারা 'চোখ থেকেও অন্ধ', ধর্মান্ধতা আপনাদের অন্ধ করে রেখেছে।

'শেইম অন ইউ'। টুইটার একটি চমৎকার মাধ্যম, আপনি সাধারণ হয়েও রাজা-বাদশাদের কাছে আপনার বক্তব্য পেশ করতে পারেন। তাঁরা সেটি দেখেন কিনা তা ভিন্ন ব্যাপার। মাঝে-মধ্যেই আমি বাইডেন, মোদী, পিটিআই বা নিউইয়র্ক টাইমসকে টুইট করি। কে জানে, যদি 'লাইগ্যা যায়'? আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টুইট একাউন্ট খুঁজেছি, পাইনি? পেলে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে তাঁর কাছেও লিখতাম। বাংলাদেশে যাঁরা ফেসবুক নিয়ে আতঙ্কে থাকেন, কখন সেটি হ্যাক হয়ে 'ইসলাম অবমাননার' অভিযোগ ওঠে, তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 'টুইটার' ব্যবহার করতে পারেন।

মিডিয়া জানায়: শিয়ালকোটে একটি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ছিলেন শ্রীলঙ্কার নাগরিক প্রিয়ান্থা কুমার। ফ্যাক্টরির দেয়ালে কিছু আরবী লেখা পোস্টার তিনি নিজ হাতে সরিয়ে দেন্। তিনি জানতেনও না পোস্টারে কি লেখা আছে? পুলিশ পরে জানিয়েছে, পোস্টারে কোরানের আয়াত ছিল। এই অপরাধে ফ্যাক্টরির শ্রমিকরাই তাঁকে পিটিয়ে মারে। পরে শ্রমিক-জনতা মিলে তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে ধর্মান্ধ জনতার নির্মমতা আরও স্পষ্ট হয়, যখন তাঁরা সানন্দে আগুনের শিখার সাথে সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না?

ইমরান খান

বাংলাদেশে কি এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে, বা ইতিমধ্যে ঘটেনি? আমাদের প্রতিক্রিয়া তখন কি ছিল? আমরা কি শুধু পাকিস্তানকে গালিগালাজ করে আমাদের দায়িত্ব শেষ করব, নাকি এমন ঘটনা যেন না ঘটে এর প্রতিরোধে সচেষ্ট হব? পাকিস্তানের পুলিশ বলেছে, তারা ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তাই প্রিয়ান্থা কুমারকে বাঁচানো যায়নি? আমাদের পুলিশও কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে নাই বলেই অক্টোবরে কুমিল্লায় দুর্গাপূজার সময় হিন্দুদের ওপর তাণ্ডব চলে, যা পরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে? রামু, নন্দীরহাট, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, রংপুর, নাসিরনগর সর্বত্র আমরা কি একই চিত্র দেখতে পাই না? কুমিল্লার নানুয়ার দীঘিতে সেদিন লাইভ করা হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস উৎসবে পরিণত হয়েছিল? কারা তা করেছিলেন? শিয়ালকোটে শ্রীলঙ্কার প্রিয়ান্থা কুমার 'ধর্মীয় অনুভূতিতে' অজান্তে আঘাত দিয়ে মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন। এই 'অনুভূতি'র আগুনে এ সময়ে বাংলাদেশ জ্বলছে, ইতিমধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। ২০০১-এ রাঙ্গুনিয়ার শীল বাড়িতে বাইরে থেকে দরজা আটকিয়ে শিশু-নববধূসহ ১১জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। বিচার কিন্তু আজো হয়নি। একমাত্র জীবিত স্বপন শীল বিচারের দাবিতে আজো দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শিয়ালকোটের ঘটনায় পুলিশের ব্যর্থতা হয়তো শুধরানো সম্ভব। কিন্তু যেই মানুষগুলো ধর্মের নামে এই বর্বরতায় মেতে উঠল, যাঁরা দাউ দাউ আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলল, এদের শুধরানো কি আদৌ সম্ভব? এমন জঘন্য ঘটনার পর অপরাধবোধ না থাকার কারণেই তারা সেলফি তুলতে পারে? ধর্মের নামে এই পৈশাচিক উল্লাস, মনুষ্যত্বের এমন বিপর্যয়, আর যাই হোক ধর্ম নয়! আর কতকাল এসব চলবে কেজানে? তবে এই ঘটনার পর শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সম্পর্ক কোনদিকে মোড় নেয় তা এখন দেখার বিষয়?

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ক্ষোভ বিক্ষোভে একাত্তরের বিজয়গাঁথা

আবদুস শহীদ

বাঙালির স্বপ্ন ভঙ্গের ক্ষোভ বিক্ষোভে জন্ম নেয় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তির স্রোতধারা পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে। ২৫ মার্চের পর থেকে উত্তাল সারাদেশ। ২৭ মার্চে পাকসেনাদের ১১ সদস্যের একটি দল সুনামগঞ্জে প্রবেশ করে স্থানীয় সার্কিট হাউসে অবস্থান নেয়। ২৮ মার্চ সকালে শহরের পুরানা কলেজের সামনে থেকে ছাত্র-জনতার প্রতিবাদী মিছিল এগোতে থাকে সার্কিট হাউসের দিকে। মিছিল কিছুদূর এগোতেই সার্কিট হাউসে অবস্থানরত পাকসেনারা গুলিবর্ষণ শুরু করে। মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শহরের মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা শুরু করে প্রতিরোধ যুদ্ধ। খবর পেয়ে বর্ডার এলাকা থেকে ছুটে আসে তৎকালীন ইপিআর। সঙ্গে পুলিশ, আনসার মুজাহিদ ও কিছু অস্ত্রসহ ছাত্র-জনতার সাথে যোগ দেন। আনসার সদস্য আবুল হোসেন যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদতবরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওইদিন রাতেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পাকসেনারা পিছু হটে পালাবার চেষ্টা করে। তাদের ধাওয়া করতে গিয়ে ইপিআরের একজন সদস্যে মারা যান। আরেক পাকসেনা গুলিবিদ্ধ হলে তাকে বন্দী করা হয়। পরে সে মারা যায়। শহরের সকল কার্যক্রম সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ভারতের মেঘালয়ের বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে।

সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্রলীগের কর্মী তালেব আহমদসহ ছাত্র ইউনিয়নের অনেকেই যুদ্ধে যোগ দিতে মেঘালয়ের ভালাটে চলে যান এবং প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। সুনামগঞ্জেরর স্বাধীনতা যুদ্ধের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম শহীদ তালেব উদ্দিন আহমদ। সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার হাতিয়া গ্রামে জন্ম তাঁর। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। মিছিল-মিটিংয়ে সুনামগঞ্জসহ সারাদেশ তোলপাড়। মিছিলের পর মিছিল, স্লোগানের পর স্লোগান। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বেপরোয়া। পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা। পুলিশ তুমি যতই মার- বেতন তোমার একশ বারো। আসলে পুলিশের বেতন ঠিক কত ছিল তা আমাদের জানা না। থাকলেও স্লোগানের ছন্দ মেলানো চাই। তখন ছাত্রলীগের উদ্দমতা থাকলেও সুনামগঞ্জের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল সোচ্চার।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রলীগ খুব একটা সুবিধায় ছিল না। সত্তরেই আমার কলেজজীবন শুরু। ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষ। হাইস্কুলের মতো বইয়ের বোঝা বহন করতে হয় না। শুধু একটা খাতা-কলম হাতে থাকলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। খাতাটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে রেখে কেমন একটা ফুটানি ভাব। মাঝে মাঝে সাইকেলটা হয়ে যেত হাওয়াই গাড়ি। উদ্দাম গতিতে ছুটে চলা। মাঝে মধ্যে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মিছিলে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মহান মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ কলেজের মুক্তিকামী ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। তালেব আহমদ তখন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছাত্রলীগের তুখোড় সাধারণ সম্পাদক। জয়বাংলার একনিষ্ঠ কর্মী। মিছিলের অগ্রভাগের বজ্রকণ্ঠ। মিছিল শেষে স্থানীয় পুরাতন কলেজে কর্মিসভা। কখনও মধ্যবাজারের আওয়ামী লীগ নেতা আফাজ উদ্দিনের গুদাম ঘরে কর্মিসভা। সভাশেষে পোস্টার লেখা। নীল কালি আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কলম বানিয়ে তালেব একাই পোস্টার লেখার কাজ করতেন। লাল-সবুজের পতাকায় মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন যৌবনেই দেখেছিলেন তালেব আহমদ। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে বঙ্গবন্ধুর ডাকে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে। যৌবনের সোনালি দিনগুলো বিলিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর মতো অনেকের আত্মদানে আমরা আজ মুক্তদেশ, মুক্তচিন্তা লাল-সবুজের পতাকা আমরা পেয়েছি। মুক্তিকামী শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে যেন লেখা হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ লুকায়িত আছে। তাই তাঁদের চলনে-বলনে এটাই প্রমাণিত হতো উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা মাস্টারদা সূর্যসেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলতেন,'মৃত্যু আমার দোড়গোড়ায় কড়া নাড়ছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে যাব!' বিপ্লবীরা বোধহয় জীবনকে এভাবেই উপলব্ধি করতেন। তালেব আহমদের মধ্যে দেখেছি সর্বদাই একটা উদ্ভ্রান্ত ভাব। চলাফেরায় -ওঠাবসায় একটা অনিশ্চয়তা। উস্ক- খুস্ক চুল, জীর্ণ শরীরে রিংকল শার্টের আচ্ছাদন, প্যান্টও তদরূপ। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। একটা উদাস উদাস ভাব। কিন্তু বক্তৃতার সময় একদম উল্টো। একজন পাকাপোক্ত রাজনীতিবিদ। সুনামগঞ্জের জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা নাকি কোন জনসভায় উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে তালেব আহমদকেই প্রধান্য দিতেন। এমন ছাত্রনেতার সবার আগেই যুদ্ধে যাওয়ার কথা। তালেব করেছেনও তাই। যে ছাত্রনেতা মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন তাঁর তো অগ্রসৈনিক হওয়ারই কথা। কবি বলেছেন, 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'। তালেব আহমদের সময়টা এমনই ছিল। একাত্তরের আগস্ট মাস, দেশে টালমাটাল বর্ষা। চারদিকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ। রাত হলেই ভারী মর্টার আর গ্রেনেডে বজ্রপাত শোনা যায়। বিকট শব্দে সিলেট সুনামগঞ্জের রাস্তার কোন একটা ব্রিজ যেন উড়িয়ে দিল মুক্তিযোদ্ধারা। গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থবাড়িতে শুরু হলো ডাকাতি। রাজাকার আর স্থানীয় ডাকাতেরা মিলে নিরীহ গ্রামবাসীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যেত। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমিও গ্রামছাড়া হলাম। সাথী দু'জন নিয়ে আমিও পাড়ি জমালাম পার্শ্ববর্তী দেশের ভালাট সীমান্তে। তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। ভালাট আর মৈলাম শরণার্থী ক্যাম্পে কিছুদিন কাটিয়েছি। মনে সর্বদা অনুভূত হয়েছে কোন সুহৃদ মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎ। ভালাটের বাজারে গড়ে ওঠা উপজাতীদের কিছু চায়ের দোকান। একমাত্র ক্রেতা উদ্বাস্ত শরণার্থী। বাঁশের তৈরি বেঞ্চ আর তকতা বিছিয়ে টেবিল, শালপাতার ছাউনিতে সাজানো হয়েছে ভ্রাম্যমাণ এসব চায়ের দোকান। চায়ের সাথে টোস্টবিস্কুট আর ধুমপায়ীদের জন্য চ্যারমিনার সিগারেট। আড্ডা চলত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। একদিন ক'জন মিলে চায়ের আড্ডায় বসেছি। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ একজন আমার নাম ধরে ডাকছে শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখি তালেব আহমদ। সাথে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। সবার কাঁধে ঝোলানো স্টেনগান। তালেব খুবই স্বাভাবিকভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন সেক্টরে যুদ্ধ করছি। আমার নেতিবাচক জবাব শুনে মনে হলো তালেব কিছু মর্মাহত হয়েছেন। একসাথে বসে কাটিয়েছি অনেকক্ষণ। আলাপের অধিকাংশ সময়ই ছিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক। এটাই ছিল তালেব আহমদের সাথে শেষ দেখা। পূর্ব বাংলার প্রতিটি রণাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ। ইতিপূর্বে ভারতীয় মিত্রবাহিনী পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের নতুন সাফল্যের খবর আসছে। হঠাৎ একদিন এক দুঃসংবাদে বাকরুদ্ধ হলাম। শুনলাম তালেব আহমদ পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছেন। টেকেরঘাট সীমান্তের মঙ্গলকাটা এলাকায় পাকবাহিনীর সাথে সামনাসামনি যুদ্ধে তাঁর গোলাবারুদ শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধের উন্মাদনায় হয়ত বেপরোয়া হয়েছিলেন তালেব আহমদ। ভাব বুঝে সাথীযোদ্ধারা পালিয়ে যেতে পারলেও তালেব ধরা পড়েন। জানতে পেরেছি, জুবলী হাইস্কুল মাঠে জনসম্মুখে তালেব আহমদকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে পাকবাহিনী। তবুও তালেবের মুখ থেকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি উচ্চারণ করাতে পারেনি। তারপর পিঠমোড়া করে বেঁধে শহর প্রদক্ষিণ করেছে। সদা হাস্যোজ্জ্বল তালেবের চোয়াল বেঁয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে শহরের রাজপথ। সাথে দালালেরাও হিংস্রতায় মেতে উঠেছিল।

> আহছানমারা সেতুসংলগ্ন তালেব আহমদ ও আরও দুই মুক্তিযোদ্ধার নিয়ে তৈরি করা হয়েছে 'স্মৃতি ভাস্কর্য'। কিন্তু আজকের বাংলাদেশ ধুঁয়ে ফেলেছে সেই ভাস্কর্যের রক্তর দাগ। তালেব আহমদের স্বপ্নের সোনার বাংলা স্বাধীন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু শহীদ তালেব যে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নে আত্মত্যাগ করেছেন, সেই বাংলার চিত্র কী এমন হাওয়ার কথা ছিল?

পরে শহরের পিটিআই স্কুলে বন্দী করে রেখে নজীরবিহীন অত্যাচার চালায়। ৭১-এর ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ মুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে পাকবাহিনী পিছু হটতে থাকে। মিত্র বাহিনীর বিমান হামলা থেকে রক্ষা পেতে তারা এক ফন্দি আঁটে। স্থানীয় জনতাকে জোর করে পাবলিক বাসের ছাদে উঠিয়ে পাকসেনারা তালেব আহমদসহ বাসের ভেতরে উঠে বসে এবং শহরের অদূরে আহছানমারায় তালেবকে হত্যা করে লাশ কালনী নদীতে ফেলে দেয়। সাথে আরও দু'জন মুক্তিযোদ্ধা। এর দু'দিন পর ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ শত্রুমুক্ত হয়ে যায়। আহছানমারা সেতুসংলগ্ন তালেব আহমদ ও আরও দুই মুক্তিযোদ্ধার নিয়ে তৈরি করা হয়েছে 'স্মৃতি ভাস্কর্য'। কিন্তু আজকের বাংলাদেশ ধুঁয়ে ফেলেছে সেই ভাস্কর্যের রক্তর দাগ। তালেব আহমদের স্বপ্নের সোনার বাংলা স্বাধীন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু শহীদ তালেব যে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নে আত্মত্যাগ করেছেন, সেই বাংলার চিত্র কী এমন হাওয়ার কথা ছিল? যুগের পর যুগে শহীদ তালেবের স্মৃতি বিস্তৃত হলেও জাগ্রত থাকবে মুক্তিকামী মানুষের জীবনে হাজারো তালেবের আত্মদানের কথা।

প্রয়াণের কালে

রূপা ফারজানা

কাঞ্চনপ্রভ বিকেলের কাঁধে ভর করে আচম্বিতে সন্ধ্যা নামে আজকাল। পার্কে কদাচিত একটা দু'টো বাচ্চা খেলতে আসে, তাদেরও খেলার আসর জমে ওঠার আগেই সন্ধ্যা ঘনালে মা বা গ্র্যান্ডমা তাড়া করে আসেন বাড়ি ফিরিয়ে নিতে। বেশ কিছুদিন এদিকটায় আইসক্রিম ট্রাকেরও জিঙ্গল শুনিনি। কোন তিনবছুরেকে বলতে শুনিনি, "আই ওয়ান্ট আ চকোলেট অ্যান্ড ম্যানিলা (!) আইসক্রিম প্লীজ"। ছোটহাতার সুতি জামা, চটিচপ্পলগুলো লুকিয়ে পড়েছে কোথাও। বাইরে বেরোতে হলে ডাক পড়ছে মোজা, শল, সোয়েটারদের।

যে প্রতিবেশী অ্যালেনকে গ্রীষ্ম এলে প্রায় সারাক্ষণই শাবল, কাঁচি নিয়ে বাগানে ফুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত দেখা যেত, সে আজকাল নিখোঁজ। অতশত তোষামোদ যদিও আমাদের ফুলগুলোর কপালে নেহায়েতই কম জুটেছে, তবু নানা ছলে কৌশলে অ্যালেনের পুষ্পবাহিনীর সাথে পাল্লা দিতে তারাও একবিন্দু পিছু হটত না। সেই সমস্ত কাননবালারাও এবারকার মতো তাদের রঙের খেলায় ভঙ্গ দিয়ে শীতঘুমের প্রস্তুতি নিতে গেছে।

মাত্র কিছুদিন আগেও দুপুরের খররোদকে ফাঁকি দিতে বিকেল আমাদের অপেক্ষা করাতো ছয়টা অব্দি। বাড়ির পেছনের খেলার মাঠ এ সময়ে মাত্রই হট্টরোলে জমতে শুরু করেছে। প্লেগ্রাউন্ডের স্প্ল্যাশপ্যাডটি ভালো করে গা শুকোনোর আগেই আবার নেয়ে ফেলত। বিকেলের চা নাশতার সরঞ্জাম সাথে নিয়ে এখানে ওখানে বিনোদনের ছোট্ট আসর পার্কচত্বর সরগরম রেখেছে নয়টা অব্দি। আর এখন ছয়টা মানে পুরো তল্লাট প্রায়ান্ধকার, স্তব্ধ, উদাসীন। বাহিরবাড়ির জমজমাট বৈঠক প্রকৃতির এমন বৈরাগ্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে আধখাওয়া চায়ের কাপটি হাতে অন্দরমহলে আশ্রয় নেয়।

আমি একেবারেই ভালো তার্কিক নই। তাই বসন্ত সবচাইতে সুন্দর ঋতু- চিরন্তন এই মতের বিরুদ্ধে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। আবার বছরের এ সময়ে নিজদেশের শরৎরাণীও যে তার মোহন আকাশ ও শুভ্র-কাশের বেশভূষায় □অতুলনীয়া সেও খুব সত্যি। তবু উত্তর আমেরিকার এদিকটায় অটাম, বা ফল (fall) আমার প্রিয় ঋতুর নাম। শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত'দা জানালেন কেউ কেউ নাকি একে 'ইন্ডিয়ান সামার' নামেও ডাকেন। ক্ষণিক রোদ ক্ষণিক বৃষ্টি যেখানে ঋতুটির খেয়ালী মেজাজের আজ্ঞাবাহী, ধারণা করছি ঐ নামটিও সেখান থেকেই ধার করা।

গ্রীষ্মের শেষদিকে গাছে গাছে সবুজের মাঝে কয়েক থোকা রঙীন পাতা ঋতুবদলের উদ্বোধনী ঢাক বাজাতে শুরু করে। এরপর খুব দ্রুতই হয় প্রকৃতির সাজবদল। যেন রোজ ঐ এক সবুজ পোশাকটি আর ভালো লাগছে না। দর্জিবাড়িতে লাল, হলুদ আর জাফরানি থানগুলো নিয়ে তুমুল কাড়াকাড়ি। কারো চাই ক্রিমসন ফ্লাটার স্লিভ, তো কারো মাস্টার্ড ইয়েলো অফ শোল্ডার। আর আমার মতো সেকেলে হলে রেশমি জমিনে রক্তজবা, পাড়ে সোনালীসুতোর ঝিলিক।

আচারে এই ঋতু বসন্তের একদমই বিপরীত। ফুল তো ফুটছেই না, পাতারাও যাচ্ছে ঝরে। একটু একটু করে মরে যাচ্ছে প্রকৃতির সবুজ সেনারা। পা ফেললেই প্রাণে বাজে ঝরে পড়া শুকনো পাতার মর্মরে- "পুরানো সেই দিনের কথা..."। সব কোলাহল প্রাচীন আজ। আর ক'দিন পরেই তুষারের ধবধবে আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে শুরু হবে নিসর্গের দীর্ঘ হিমশীতল কালবেলা। কে বলে সব প্রয়াণকালই বিষণ্ন হয়? প্রয়াণের এই ঋতু মাতমের একদমই নয়। বরং বৃক্ষশাখে একেকটি পাতা যেন প্রমিথিউসের কবোষ্ণ প্রতিশ্রুতি। 'আবার আসিব ফিরে'—বারবার মরে গিয়ে বারবার বেঁচে ওঠা যদি সুনিশ্চিত হয় তবে ই বুঝি সহাস্যে মৃত্যুকে এমন করে রাঙানো যায়।

'ফল' ঋতুর প্রকৃতিতে লেখক নিজে

অনুরোধের ঢেঁকি গেলা

রেজিনা মনি

রাত বাজে একটা। ডাইনিং টেবিলের মধ্য চেয়ারটায় আমি বসে আছি। আমার একপাশে একটা বড় মিক্সিংবল আ একপাশে রাইস ফ্লাওয়ারের (চালের গুঁড়া) বয়াম আর মুগ ডাল সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে রাখা আছে।কিন্তু আমার দৃষ্টি ডানপাশের কর্ণারের ঘড়িটার দিকে। আমি একটু পর পর সময় দেখছি আর তার সাথে ছোট বেলার মত হাতের কড়ায় গুনে গুনে পাঁচ যোগ করছি। এইতো বাংলাদেশে এখন ছয়টা বেজে গেছে। ভোরের আলো নিশ্চয় ফুঁটতে শুরু করেছে। আম্মা নিশ্চয় এতক্ষণে উঁঠে গেছেন। আমি আরো ঘন্টাখানেক সময় যাওয়ার অপেক্ষা করছি। সকালে উঁঠে নামাজ পড়ে আম্মা বসে অনেকটা সময় তজবীহ পড়েন তারপর কোরআন শরিফ পড়েন। আমি এক্ষুনি ফোন করে আম্মার সকালবেলার রোজকার রুটিনটা এলোমেলো করে দিতে চাই না। তাই আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করা।

গত এক-দুই ঘন্টা অপেক্ষা করতে করতে বার বার একটা মুখ আমার চোখের সামনে ভেঁসে আসছে, সাথে তাঁর অমূল্য কিছু কথা। এসএসসি পাশ করে যখন কলেজে ভর্তি হলাম রোকেয়া মজিদ আপাকে পেলাম আমাদের বাংলার শিক্ষক হিসেবে। আপা যখন ক্লাসে আসতেন আমার মত অনেকেই মনোমুগ্ধের মত আপাকে দেখতেন আর কথা শুনতেন। সুতি শাড়িকে এত এলিগ্যান্ট মনে হতো শুধুমাত্র আপার চমৎকারভাবে উপস্হাপনায়। বাংলা কবিতা আর বাংলার জন্য আমার যে অনুভূতি, ভালোবাসা সেই বীজটি নিখুঁত হাতে আমার মধ্যে বুনে দিয়েছিলেন রোকেয়া আপা। আপা যখন আমাদের গল্প পড়াতেন, তাঁর বর্ণনায় হেমন্তি, বিলাসি চরিত্রগুলো আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের অনুপ্রেরণীয় হয়ে উঠেছিল। আপা আবার আমার গ্রুপ টিউটর ছিলেন। ওনার দায়িত্বে থাকা ২৫ জনের গ্রুপের সকলকে পডালেখা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে আত্মবিশ্বাসী করার দারুন উৎসাহ দিতেন।

আপা সবসময় একটা কথা বলতেন, "যা করবে মন থেকে করবে, ভালোবেসে করবে তাহলে সেই কাজটিতে তুমি তোমার সেরাটা দিতে পারবে। যেটি তোমার ভালো লাগবেনা অনুরোধের ঢেঁকি গেলার মত করবে না"।হেসে হেসে আপাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানুষ অনুরোধের ঢেঁকি কিভাবে গেলে? আপা কি যে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। "ঢেঁকি হচ্ছে শক্ত কাঠের তৈরি প্রায় ছয় থেকে সাত ফুট লম্বা, একটি ভারী বস্তু। এই জিনিস আস্ত গলা দিয়ে নামানো কি দুঃসাধ্য কাজ, বুঝতেই পারছ। কেউ নিশ্চয় এই কর্ম সাধন করতে চাইবে না। যারা করবে তারা হারে হারে টের পাবে।" ঠিক তেমনি যেই কাজটি করতে তোমাদের মন সায় দিবে না, ভালো লাগবে না অন্যের অনুরোধে দায়সাড়াভাবে সে কাজ করতে যেওনা।

আজ আমি সত্যিই হারে হারে টের পাচ্ছি। অন্যের অনুরোধ রাখতে গিয়ে এখন আমার রাত জেগে চালের গুঁড়া আর ডাল বাঁটা নিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে, কখন সাতটা- আটটা বাজবে আর আমি আম্মাকে ফোন দিয়ে মুগপাকন পিঠা বানানোর টিপসও প্রসেস জানব। সময় বয়ে যাচ্ছে, আমার হাতে সময় মাত্র কয়েক ঘন্টা এর মধ্যে ২০-৩০ জনের জন্য পিঠা বানিয়ে দিতে হবে ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ফেস্টিবলের জন্য। কোন কুক্ষণে যে সেদিন রাজি হয়েছিলাম তা মনে করতে করতে মাথার চুলগুলো ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এখন। এ যে সহজ কাজ নয় তা আর বুঝতে বাকি নেই ।

নৌমিতা ও স্বর্ণালী নামের দুজন মেয়ে গত বছর পিএইচডি করতে এসেছে বেলফাস্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। নৌমিতা বাংলাদেশী মেয়ে আর স্বর্ণালী কোলকাতার। বেঙ্গলী কমিউনিটির একটা আয়োজনের মাধ্যমেই ওদের সাথে পরিচয় ও বেশ সখ্যতা হয়ে যায় আমাদের। মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে আমি কফি বা আইসক্রীম আড্ডায়ও যাই। একদিন গল্প করতে করতে বলছিল, ওদের ইউনিভার্সিটি এবার ঝাঁকজমকপূর্নভাবে মাল্টিকালচারাল ফ্যাস্টিবল করবে। লোকাল গভর্ণরসহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত থাকবেন অতিথী। শিক্ষার্থীরা তাদের দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পোশাক ও খাবার উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তিনটি বিজয়ী টিম পাবে প্যারিস ভ্রমণ প্যাকেজ।

আমিতো শুনেই ওদের থেকেও বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেলাম। বললাম তোমরা দুজনই বাঙালী তাহলে দুবাংলাকে তোমাদের স্টলে তুলে ধর। তারা খুব উৎসাহ পেল। আমরা মোটামুটি একটা তালিকাও করে ফেললাম কি কি করা যায়, কিভাবে আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে স্টলটি ডেকোরেশন করা যায়। যেহেতু ওরা দুজনই স্টুডেন্ট তাই সাজসজ্জার অনেক উপকরণ আমি নিজেই দিব তাও বললাম। সব পরিকল্পনামত আগাচ্ছিল, ওরা ছবিসহ তথ্য সম্বলিত লিফলেট করে ফেলল। আমরা একটা ব্যাকড্রপ ডিজাইন করলাম। বাংলার ঐতিহ্য হিসেবে মসলিন, জামদানী ও তাঁতের শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, হাত পাখা, ছোট খেলনা পালকি, নৌকা, রিক্সা, নাগর দোলা, পুতুল, একতারা, হুক্কা যা যা ছিল আমার বাসায় সব বক্স করে দিয়ে এসেছি লাস্ট উইকএন্ডে। এই রবিবার সেই ফ্যাস্টিবল। ওদের নাডু, পিঠা ও ঝালমুড়ি বানানোর কথা। আর আকর্ষণ হিসেবে ফ্রি মেহেদি লাগানোর ব্যবস্হাও রাখবে। জামদানী শাড়ি পড়বে দুজন এমনই সব পরিকল্পনা ছিল।

পুরো সপ্তাহ জব শেষে শুক্রবার রাতের খাবার খেয়ে যখন একটু অবসর পেলাম। ওদের প্রস্তুতির খবর নেয়ার জন্য একটু ফোন দিলাম। কথায় কথায় জানতে পারলাম দুজন মিলে কিছু নাডু করেছে কিন্তু পিঠা কি করবে বুঝতে পারছেনা। যেহেতু মিষ্টি জাতীয় হেন্ড মেইড খাবারই নেবার কথা ওরা প্ল্যানিং ডিটেইলসে জমা দিয়েছে, এর বাহিরে অন্যকিছু করা যাবে না। এবার দুজনেই আমাকে অনুরোধ করল আমি যদি তাদের কিছু পিঠা বানিয়ে দেই তাহলে খুব ভালো হয়। আমি নাকি চমৎকার ডিজাইন করতে পারব যেহেতু আমি আর্ট ও ডিজাইনিং এর কাজগুলো করি । আমি জানি পিঠার নকশা বা ডিজাইন নিয়ে সমস্যা হবে না, আর্ট আমার নেশা তাই বলে পিঠা বানানোর মত কঠিন টাস্ক যা আমি নিজে কখনোই করিনি তা কি করে করব। তাছাড়া কুকিং এর প্রতি আমার কোনকালেই আকর্ষণ নাই, ক্রিয়েটিভ কুকিংতো আরো না। তারপরও ওদের অনুনয়ের কাছে হার মানতে হলো।

শনিবার দুপুরের পর ইউটিউবের কয়েকটি ভিডিও দেখে পিঠার খামি বানানোর ধারনা নিয়ে ঘন্টা তিনেক ব্যয় করে বানিয়ে ফেললাম পঁচিশটির মত পিঠা, ছোটবেলার মা, দাদুর ডিজাইনগুলো মাথায় রেখে পানপাতা, হার্ট, মাছ, বরফি, গোলাকার, ত্রিভুজাকার নানান ডিজাইনও আঁকলাম। পিঠাগুলো ভেঁজে চিনির শিরায় গড়িয়ে রেখে দিলাম একটি কাঠের সার্ভিং ট্রেতে ঠান্ডা হবার অপেক্ষায়। ডিজাইনগুলো এত সুন্দর হয়েছে দেখে মন এত ফুরফুরা ছিলযে, ছোট একটা কেক বেকিং করা ছিল তারউপর আইসিং করে ভোরের শিউলি তলা থিমের ডিজাইনও করে ফেললাম।

রাতে ঘুমাতে যাবার আগে পিঠাগুলো ফ্রিজে রাখব না বাহিরে রাখব ভাবতে ভাবতে একটা অতিরিক্ত ছোট একটা পিঠা নিয়ে আনমনে মুখে দিলাম। দিয়েইতো আমার চোখ ছানাবড়ো এতো পিঠা নয় যেন সুসজ্জিত শক্ত ইট । খাওয়াতো দূরের কথা ইহা ভাঙতেই দাঁত ভেঙে যাবার উপক্রম। রাত বাজে দশটা। কাল সকাল এগারটায় ওদের ফেস্টিবল শুরু । এখন কি হবে ভেবেই মাথা কাজ করছে না। পিঠাগুলো যখন ভেঁজে ছিলাম তখনও খুব মচমচে ছিল। শিরায় দিয়ে উঠিয়ে মিষ্টি চেক করলাম তখনও শক্ত মনে হয়নি। এখনতো কঠিন হাড্ডি একেবারে। আবারও গুগল ও ইউটিউবে সার্চ করলাম। না এর কোন কারণ বা সমাধানের কোন টিপস পেলাম না কোথাও। ওদেরকে ফোন দিলাম ওরাও কোন আইডিয়া দিতে পারল না।

বুঝলাম ডিজাইনিং করা পারলেই পিঠা বানানো যায় না। এরজন্য দরকার চর্চা ও অভিজ্ঞতা। সারাদিনের কষ্টের ফল দেখে নিজের কাছেই কষ্ট লাগছে। আবার নতুন করে শুরু করার জন্য সবকিছু হাতের কাছে নিয়ে বসে আছি। এবার আর ভিডিও দেখে নয়, আম্মার অভিজ্ঞতা ও গাইডলাইন অনুযায়ি করব। জানি আম্মা ঠিকই এই কঠিন কাজটি আমাকে সহজ করে করার টেকনিক বলে দিবেন। সারারাত জেগে আমাকে আবারও অনুরোধের ঢেঁকি গেলার মাসুল দিতে হবে।

মাজেদা লুবনার কেক কারিশমা

আগে কেক মানে বোঝাত জন্মদিন উদযাপন। এখন যেকোন অনুষ্ঠানে উপলক্ষে কেক কেনা হয়। নতুন বাড়ি উদ্বোধন, নতুন চাকরি, থ্যাঙ্কসগিভিং অনুষ্ঠান কিংবা পুরোনো বন্ধুদের মিলনমেলা—সর্বত্র এখন কেকের প্রচলন। **মাজেদা লুবনার** কেক এখন দারুণ জনপ্রিয় পুরো নিউইয়র্কে। গত মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে তৈরি কেক তিনি বানিয়েছিলেন। আমেরিকার প্রধানতম উৎসব ক্রিসমাস উপলক্ষে কয়েক ধরনের কেকের রেসিপি জানিয়েছেন তিনি।

সাধারণত ক্রিসমাস কেক শুকনো ফল আগের রাতে ভিজিয়ে রেখে শুরু করতে হয়। কিন্তু আমার না! এই সহজ ক্রিসমাস কেকটি একটি সমৃদ্ধ, মখমলের টেক্সচারসহ একটি ঐতিহ্যবাহী ফলের কেক যা এতটাই সম্পূর্ণ স্বাদযুক্ত এবং আর্দ্র যে এটি সাধারণভাবে খাওয়া যায়। কিন্তু কেউ কাস্টার্ডের একটি স্লাইস ফিরিয়ে দেয় না।

উপকরণ:

১.ভেজানো শুকনো ফল। ২.বাটার ১ কাপ। ৩.চিনি ২ কাপ। ৪. ময়দা ৩ কাপ। ৫. ডিম ৪টা। ৬. বেকিং পাউডার ১চা চামচ। ৭. ভেনিলা এসেন্স ১/২ চা চামচ। ৮. লবণ ১চিমটি (ইচ্ছামতো)

প্রণালি:

আপনি যেকোন শুকনো ফল ব্যবহার করুন। মিশ্র খোসা হলদে দোকানে কেনা শুকনো, ক্রিস্টালাইজড (যেমন চিনিযুক্ত) লেবু এবং কমলার খোসার মিশ্রণ। সাধারণত এটি আগে কাটা হয়, আমি এটি একটু সূক্ষ্মভাবে কাটা পছন্দ করি। আমি কিছু রেসিপির চেয়ে কম সাইট্রাস খোসা পছন্দ করি। কারণ আমি কমলার খোসার বিশাল টুকরোতে কামড় দেয়ার সময় খুব বেশি দাগ পড়েছি। শুধু আমার স্বাদনা! তাজা কমলা এবং লেবুর খোসা ব্যবহার করবেন না। এটি খুব শক্তিশালী এবং খুব তিক্তহবে। জুস একটি ঐতিহ্যবাহী বুজি ক্রিসমাস কেকের জন্য। আপেলের রসে কমলার সাথে আপেলের রসও সার্ভ করতে পারেন।

১) ২টা ৮" কেক পেন বাটার/ তেল দিয়ে স্প্রে করে নিতে হবে। ২) ওভেন ৩৫০° সেট করে নিন। ৩) চালনিতে ময়দা, বেকিং পাউডার, লবণ ঢেলে নিতে হবে। ৪) প্রথমেই বাটার ভালভাবে বিট করে নিতে হবে। ৫) ৪টা ডিম ভাল করে ফেটা হলে অল্প অল্প করে চিনি দিয়ে ফেটতে হবে। ৬) চিনি ভালভাবে গলে গেলে ভেনিলা এসেন্স। ৭) তারপর ময়দা লেবু এবং কমলার খোসার মিশ্রণ দিয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে। আপেলের রসে কমলার সাথে আপেলের রসও সার্ভ করতে পারেন ব্যাস 'ব্যাট্যার' রেডি। ৮) এবার আগে থেকে গ্রিস করা কেক পেনে সমান ভাগে ভাগ করেও ভেনে দিয়ে ৩৫/ ৩৮ মিনিট বেক করতে হবে। কেক ঠাণ্ডা হলেই সাজিয়ে নিন।

নতুন বছর চকলেট স্পঞ্জ কেক

টিপস:

১. গরম কেকে ক্রিম দিয়ে ডেকোরেশন করলে ক্রিম গলে যাবে। ২. তাই কেক বেক হওয়ার ৬ ঘণ্টা পর ডেকোরেশন করুন।

উপকরণ:

১.ডিম ৪টি। ২. ময়দা আধা কাপ। ৩. চিনি আধা কাপ। ৪. বেকিং পাউডার ১ চা চামচ। ৫. কোকো পাউডার ১ টেবিল চামচ। ৬. ক্রিম অব টাটার ১/২ চা চামচ। ৭. চকলেট সিরাপ ১ টেবিল চামচ। ৮. ব্ল্যাক সিরাপ ৬ টেবিল চামচ। ৯. চকলেট ক্রিম ২ কাপ

প্রণালি:

১. ডিমের কুসুম সাদা অংশ আলাদা করুন। সাদা অংশে মেরাং তৈরি করুন এগবিটারের সাহায্যে।। ২. ময়দা, কোকো, চকলেট কালার, বেকিং পাউডার একসাথে ঢেলে নিন। ৩. ডিমের সাদা অংশের মেরাং-এর সাথে চিনি মিক্স করে ১০ মিনিট বিট করে নিন। ৪. এই পেস্টের সাথে বাকি উপকরণগুলো মিশিয়ে স্প্যাচুলার সাহায্যে আলতো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ৫. এবার মিক্সিং পেস্ট কেক পেনে ঢেলে বেক করুন। ১৬০°তে ৩০ মিনিট বেক করুন।

পঞ্চাশ পেরুলো বাংলাদেশ। বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রেই। অন্য কথা বলছি না, সাহিত্যের কথা যদি বলি, যদি বলি চর্চার কথা; সেদিক দিয়ে বাংলাদেশ এখন বাংলা সাহিত্যের মূলকেন্দ্র। অতীতে যেখানে বাংলা সাহিত্য কলকাতাকে ঘিরে আবর্তিত হতো, এখন সেই আবর্তন ঢাকাকে ঘিরে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু স্বাধীন তার জন্য। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এটা সম্ভব হতো না। বিজয়ের মাসে বিজয় দিবস সংখ্যায় তাই স্বাধীনতার জন্য যাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা। বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশকে ঘিরে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক এবং সেই সমৃদ্ধির পথে যেন আমরা সঙ্গী হতে পারি এই আশা ও প্রার্থনায়। **এইচ বি রিতা**

বউ কথা কও

আখতার বানু শেফালি

সকাল বেলা ভুল হলো মোর জলকে চলায় ঘাটের পথে,
বউ কথা কও বলে কে গো ডাকলে আমায় পিছন হতে?
এই নামে সে ডাকতো আমায় সময় ছাড়াও অসময়ে
তার কথা ভাবতে বসে চোখ যে জলে যায় গো ছেয়ে।
ছোট্ট আমার সুখের নীড়ে সেই ছিলো যে আপন আমার
বউ কথা কও ডাক ছিলো আমার সকল সুখের আঁধার।
সকাল বেলা চোখ মেলিতাম বউ কথা কও ডাকটি শুনে
জোছনা রাতে বউ কথা কও সুখ ছড়াতো আমার মনে।
মাতৃভূমি করতে স্বাধীন ঘর ছেড়েছে অস্ত্র হাতে
বউ কথা কও শিশটি দিয়ে ফিরবে সে যে জয়ের রথে।
ফিরবে বলে আজো কেনো ফিরলো না সে অবুঝ পাখি?
তোমার ডাকে প্রাণের ব্যথা আজকে বলো কোথায় রাখি
বউ কথা কও সকাল সাঁঝে বাজে আমার মনের মাঝে,
তাইতো পাখি তোমার ডাকে আমার প্রাণে বেহাগ বাজে।
যাদের কথা স্মরণ করে ঝিলের বুকে শাপলা হাসে।
যাদের কথা স্মরণ করে গাছের ডালে দোয়েল নাচে।
যাদের কথা স্মরণ করে স্বাধীন দেশের মানুষ হাসে।
তাদের কথা স্মরণ করে আমার কেনো বক্ষ ভাসে?

ঘৃণা করি আপাত শান্তি

আলী সিদ্দিকী

ঘৃণা করি তোমার এই স্পন্দন বিবর্জিত
শান্তি- লকলকে জিভের মৃত্যুহিমশীতল
ডামাডোল-চাটুকারদের স্তুতির বন্যা, ঘৃণা করি।
কংক্রিটের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে থেঁতলানো
গোলাপ-নাচের মুদ্রা, একতারার সুর, মঙ্গল
শোভাযাত্রার মহিয়ান উচ্চারণ, নবান্নের ঘ্রাণ।
আমি ঘৃণা করি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলকে আলখাল্লায় ঢেকে দেয়া,
বর্ণমালার হরফ হয়ে ওঠা,
তারস্বরে চিৎকারের ভুয়া বন্দনার মৌরসিপাট্টা।
চাপা পড়ে যাচ্ছে রক্তে কেনা অর্জনগুলো,
বেদম উল্লাস স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ত্রিশলক্ষ লাশ,
শহীদ মিনার বেদী তলে হচ্ছে হন্তারকদের চাষ।
আমি ঘৃণা করি ভেড়ার মগজ ভরে তৈরি করা
তোমার পদলেহী কুশীল দঙ্গল-উচ্ছিষ্ট
বিলাসী দাঁড়াহীন জো হুজুর দল, স্বাধীনতা বিক্রির কর্পোরেট।
আপাত শান্তির গণতন্ত্রহীন গোরস্থান, ঘৃণা
করি-অস্বীকার করি হায়েনাদের সাথে গোপন
আঁতাত-ভয়ের সংস্কৃতি, ঘৃণা করি তোমার ভণ্ডামি।

জয় বাংলা

আবদুল বাতেন

জয় বাংলা
নয় শুধু একটি শাশ্বত স্লোগান
আঁধারে আলোর শিখা অনির্বাণ
জয় বাংলা
রাজাকারের আতঙ্ক, চুপসে যাওয়া
হামলে পড়া প্রচণ্ড প্রতিবাদী হাওয়া
জয় বাংলা
একটি স্পর্ধা, হানাদারের মৃত্যু পরোয়ানা
কোটি বিশুদ্ধ বাঙালির মুক্তির উন্মাদনা
জয় বাংলা
সমতা-স্বাধীনতার প্রথম সুতীব্র চিৎকার
দশদিকে বিজয়োৎসবের বিস্তৃত ঝঙ্কার
জয় বাংলা
একটি বিরাট সূর্যোদয় শপথের নাম
সাতাশি হাজার গ্রামের একটি সবুজ খাম

শুধু একটি বিজয় পতাকা

তমিজ উদ্ দীন লোদী

থাক তবে দেয়ালে লেখা অক্ষরগুলো থাক
হুইশেল মুখে নিয়ে বালকের দৌড়ানোও থাক
স্প্লিন্টারে ঝাঁঝরা পা স্লিঙ্গে ঝুলানোই থাক
রক্তাক্ত শরীর থাক, নিথর দেহ থাক
বাতাসে বারুদ থাক, ঝাঁঝালো অস্থির ।
কূটচালের ঘোড়া দৌড়াতে থাক ক্রূর হাসি নিয়ে
বিষণ্ণতা থাক আমাদের সমূহ রক্তপাত ঘিরে
শুধু একটি বিজয় পতাকার দৃশ্য থাক অমলিন হয়ে ।

বিজয়ের আনন্দে অনুচ্চারিত বেদনা

আনোয়ারুল হক লাভলু

'আকাশের পানে উদ্যত অস্ত্র থেকে অনর্গল বুলেট বেরিয়ে গেলে বুঝি বিজয় আসে বাংলার ঘরে ঘরে' কিংবা, 'ছোট মামা কখনো ফিরে না এলেই বুঝি বিজয় আসে বাংলার ঘরে ঘরে'

একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর বিজয়ের এরকম একটা অর্থ বেশ ক'বছর আমার কৈশরের বোধের আকাশে বেশ জেঁকে বসেছিল I আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন অল্প সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানি দালাল রাজাকার, আলবদর এবং সুবিধাভোগী মানুষগুলোকে বাদ দিলে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষই কোন না কোনভাবে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ের মধ্যদিয়েই ন'মাস কাটিয়েছে। সেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্যে বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোর ছিল। তারাও আজ পড়ন্ত বয়সের উঠোন পেরুচ্ছে, আমি নিজেও আজ সেই উঠোনেই দাঁড়িয়ে।

আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সম্ভবত আমাদের প্রজন্মই শেষ প্রজন্ম যাদের স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো অনেকাংশেই বর্তমান, তবে এও সত্য যে, আমাদের প্রজন্মেরই অনেকের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধোঁয়াশে কিংবা আবছা হয়ে গেছে। আমাদের প্রজন্মের যারা স্বাধীনতার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন নিজেদের লড়াইয়ের গল্প অন্ততপক্ষে নিজ পরিবারের মধ্যে হলেও চর্চায় রেখেছে, কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সময় কে অবিরত লালন করেছে তাদের পক্ষেই সম্ভব দিনগুলোর কথা স্মরণে রেখে বোধের আকাশটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাজিয়ে রাখা।

বাবার চাকরির সুবাদে ১৯৭১ সালে সান্তাহার শহরে আমাদের বসবাস। পেশাগত কারণে বাবা মাঝেমধ্যে সান্তাহার শহরের বাইরে অবস্থান করতেন। আমরা ভাইবোনরা তখন সবাই ছোট ছোট, এসব সমস্যার কারণে মা তাঁর সহায়তার জন্য ছোটভাই আব্দুল কুদ্দুছকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। এছাড়া ছোট মামা মায়ের খুবই আদরের ছিলেন। আমাদের বাসায় থেকে সান্তাহারেই লেখাপড়া করতেন, তিনি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। মামার সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল, আমাকে যেমন খুব স্নেহ করতেন, তেমনি শাসনও করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে সান্তাহার শহরের সন্নিকটস্থ এক গ্রামে, এক গোধূলি বেলায় গ্রামের পুকুরঘাটে আমার সামনেই সব ঘটেছিল। ছোটমামা আব্দুল কুদ্দুছ কখনোই রাজনীতি করেননি, কিংবা শৈশবে কখনো তাঁকে তেমন মিছিলেও যেতে দেখিনি, সত্তর-এর নির্বাচনপরবর্তী দেশের উত্তাল পরিস্থিতিতে তিনি সংগ্রামী চেতনায় কখনো তেমনভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন বলেও মনে হয়নি মায়ের কাছে। তাহলে হঠাৎ করে কী হলো? কার কাছ থেকে তিনি কখন দীক্ষা নিলেন? কে-ইবা তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার এমন প্রেরণা যোগাল? যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তিনি ভীষণ রকম জেদি হয়ে উঠেছিলেন। মা কোনো অবস্থাতেই মামাকে যুদ্ধে যেতে দিতে চাননি। কিন্তু মামা যুদ্ধে যাবেনই। ছোট মামাকে তো কখনোই মায়ের সাথে এমন তর্কে জড়াতে দেখিনি, বরং সারাক্ষণই শুধু বুবু আর বুবু..! এই বুবুওয়ালা ভাইটা মায়ের এত আপন দেখে দেখে খুব ছোটবেলা থেকে আমাদেরও ভীষণ নির্ভরতা ছিল তাঁর ওপর। সেই বুবুর কোনো কথাই সেদিন তাঁকে আর টানছে না, সেই বুবুর কোনো বাধাই তাঁকে আর আটকে রাখতে পারছে না। কেমন যেন খুব জেদি হয়ে উঠেছেন।

বেলা যখন গোধূলি গড়িয়ে, তখন মুয়াজ্জিনের আজানে সম্বিৎ ফিরে পেলেন দু'জনেই, পুকুরঘাটে একসাথেই অজু করে মামা মসজিদের দিকে এগুলেন, মা আমাকে সাথে নিয়ে মাগরিবের নামাজের জন্য ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। সেইযে ছোট মামা আব্দুল কুদ্দুছ যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালেন, যুদ্ধকালীন নয় মাসে কোথাও তাঁর আর কোনো খোঁজ মেলেনি। মামা আমাদের বাসায় থেকে সান্তাহার শহরে লেখাপড়া করার কারণে ছোটবেলা থেকেই ওনার সঙ্গে আমার ভীষণ সখ্য গড়ে উঠেছিল। মামার সাথে আমার ৭-৮ বছর বয়সের ফারাক সে সখ্যে ভাটা টানতে পারেনি কখনোই। মামার অবর্তমানে একরকমের স্নেহছায়ার অভাব যেন পুরো যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই আমি ভীষণভাবে অনুভব করতে পেরেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন কোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে নাকি জানা গিয়েছিল, ছোটমামাকে ভারতের কোনো এক মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে তিনি দেখেছেন। ব্যস এটুকু তথ্যই ছিল তখন পর্যন্ত এবং সে তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই পরিবারের সকলেই আশায় বুক বেঁধে ছিলেন।

এরমধ্যে নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস অতিক্রান্তের পর অবশেষে বহুপ্রতীক্ষিত বিজয়ের দিন এল, আমরা তখন সারিয়াকান্দি থানার রৌহাদহ গ্রামে। বাংলার বৃক্ষে, আকাশ-বাতাসে সেকি আনন্দ। আমরা সারা গ্রামজুড়ে মিছিল করলাম, চারিদিকে শুধু স্লোগান আর স্লোগান—'জয় বাংলা' ... 'জয় বাংলা- বাংলার জয়' ... 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'... 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'... 'জেলের তালা ভাঙব মুজিব ভাইকে আনব'... 'ইলিশ মাছের কাঁটা, বোয়াল মাছের দাড়ি, ভুট্টো খান ভিক্ষায় গেল, শেখ মুজিবের বাড়ি' ...ইত্যাদি নানা স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল পুরো রৌহাদহ গ্রাম।

সঠিক দিনক্ষণ আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে বিজয় অর্জনের দু-একদিনের মধ্যেই হবে, এক বিকেলে গ্রামজুড়ে হুলস্থূলপড়ে গেল, আজ মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে ফিরছেন, দূর থেকে শুধু ফায়ারিংয়ের প্রকট শব্দ আর দলবদ্ধভাবে স্লোগানের আওয়াজ ভেসে আসছে। গ্রামের নারী, পুরুষ, আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সবাই ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে ভিড় জমিয়েছে, গোধূলিলগ্নে ধুলোয় মাখামাখির মাঝেই দৃশ্যমান হলো মুক্তিযোদ্ধাদের বাহন গরুর গাড়ির শোভাযাত্রা। প্রকম্পিত গুলির শব্দ আর স্লোগানে পুরো গ্রামে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে। যে যার মুক্তিযোদ্ধা ছেলে কিংবা স্বজন ফিরে পাচ্ছে, আনন্দে আর কান্নার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে স্বজনের চোখ, মায়ের বুক চাপড়ানো আহাজারিতে হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসা যেন গড়িয়ে পড়ছে রৌহাদহের উঠোনে।

আমাদের বাড়ির সবাই ছোট মামাকে খুঁজছেন চিৎকার করে। আমি ছোট মামা... ছোট মামা ডেকে ডেকে প্রতিটি গরুর গাড়ির পেছন থেকে গাড়ির ছইয়ের ভেতরে দেখার চেষ্টা করছি। মামাকে না পেয়ে কেমন যেন বুকটা ভারী হয়ে আসছিল, তাহলে কি মামা আর আসবেন না? মামা কি জীবিত নেই? দুষ্টুমি করে মামা আমাকে মাঝেমধ্যে 'জামাই' 'জামাই' বলে ডাকতেন। সান্তাহার শহরময় ঘুরে বেড়াতাম মামার সাথে, এ-রকম নানা কিছু মনে পড়ছিল তখন। গরুর গাড়ির সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে আর যেন কুলোতে পারছি না। এবারে পেছনে ধরে ঝুলনি দিতেই একজন মুক্তিযোদ্ধা মামা টেনে আমাকে গরুর গাড়িতে তুলে নিলেন। আমার কী যে আনন্দ!তাৎক্ষণিক ভুলে গেলাম ছোট মামার কথা। গরুর গাড়িতে কম্বল, হ্যারিকেন, এলুমিনিয়ায়ের সসপেন ইত্যাদি দেখে তখন অবাক তাকিয়েছিলাম। গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ,'জয় বাংলা' স্লোগান, মুহুর্মুহু বুলেট ছোঁড়ার ফাঁকা আওয়াজের সাথে গাড়ির দুলুনি, সব মিলিয়ে বিজয়ের সেই আনন্দ, বেদনা পঞ্চাশ বছরেও এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি।

আমরা বিজয় পেয়েছিলাম বলেই হয়ত আমার মা তাঁর পরম আদরের ছোট্ট ভাইটিকে আর কোনোদিন পাননি।

COP CREATION
DHAKA DETECTIVE CLUB
A WAR AGAINST INVISIBLE ENEMY
3RD DEC 2021
MIME MULTIMEDIA
Bioskope Films
USA Distributions
Kool PRESENTS
MISSION
EXTREME
মহাসমারোহে
দ্বিতীয় সপ্তাহ
POWERED BY
YAMAHA
Revs Your Heart
PLATINUM PARTNER
AL ANSARI EXCHANGE
নিউইয়র্ক শোটাইম
Jamaica Multiplex Cinemas
শুক্রবার, ডিসেম্বর ১০ - বুধবার, ডিসেম্বর ১৫ পর্যন্ত (৬ দিন)
শুক্র / শনি / রবিবার
দুপুর ১২:০০ টা/ বিকেল ৩:২৫ মি./সন্ধ্যা ৬:৪০ মি./রাত ৯:৪৫ মি.
সোম / মঙ্গল / বুধবার
দুপুর ১২:৩০ মি./বিকেল ৩:৫০ মি./সন্ধ্যা ৬:৫৫ মি./রাত ১০:০৫ মি.
Regal UA Court Street RPX Brooklyn
শুক্রবার, ডিসেম্বর ১০ / সন্ধ্যা ৬:৪০ মি
শনিবার, ডিসেম্বর ১১ / বিকেল ৪ টা
রবিবার, ডিসেম্বর ১২ / বিকেল ২টা
Regal UA Kauffman Astoria & RPX
শুক্রবার, ডিসেম্বর ১০ / দুপুর ১২:২০ মি, বিকেল ৩:৫০ মি.
শনিবার, ডিসেম্বর ১১ / দুপুর ১২:২০ মি, বিকেল ৩:৫০ মি.
রবিবার, ডিসেম্বর ১২ /দুপুর ১২:২০ মি, বিকেল ৩:৫০ মি.
/MISSIONEXTREME2019
A FILM BY SUNNY SANWAR & FAISAL AHMED
STORY, SCREENPLAY & DIALOGUE SUNNY SANWAR
A POLICE ACTION THRILLER BY 'DHAKA ATTACK' TEAM
CODETREE
DHAKA TALKIES
JCI

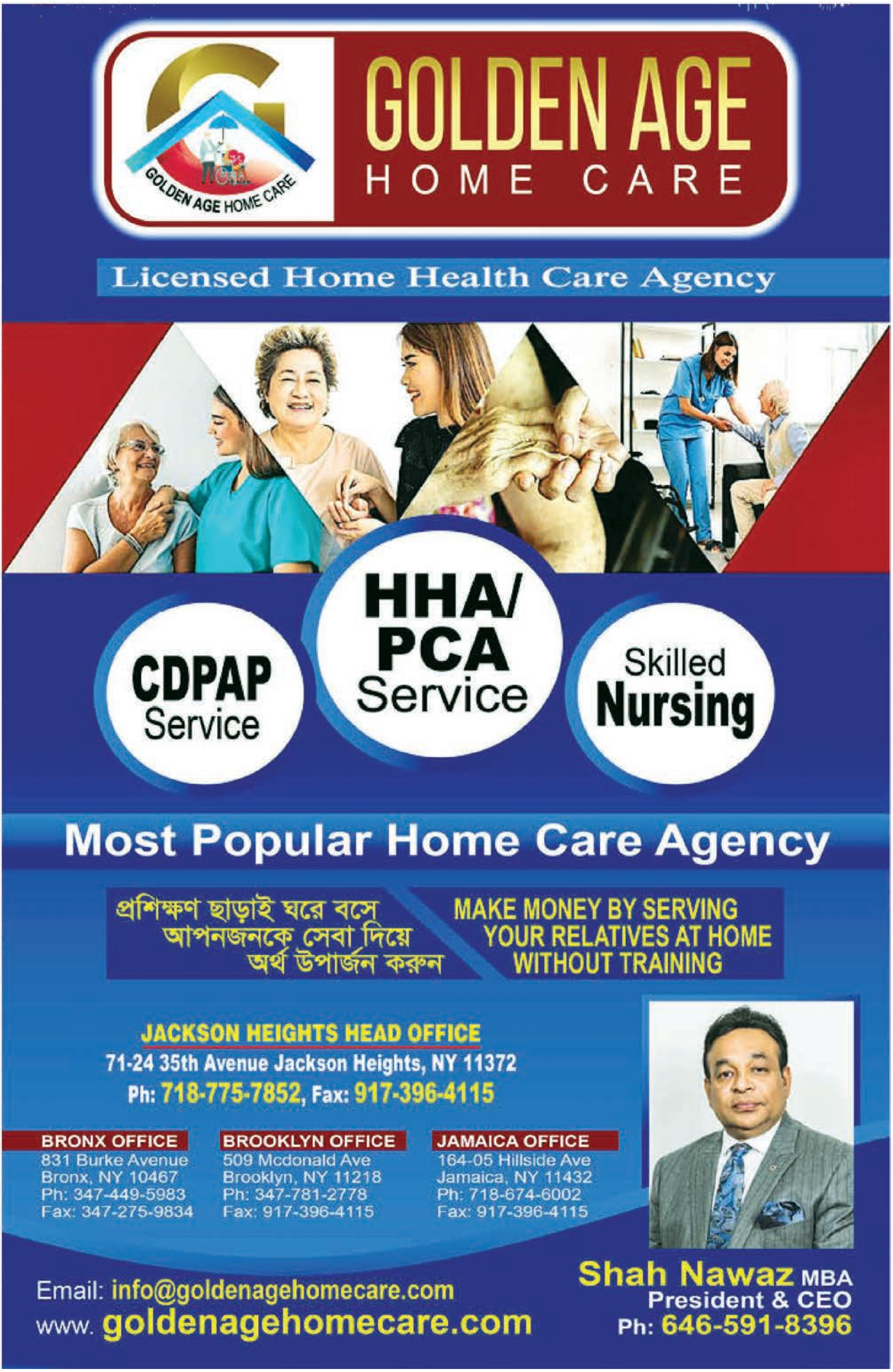
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

MHC
Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার
Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472
1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462
Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220
219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218
1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230
1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368
37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372
148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville
NY 11801
Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212
আমরা নুতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome
Agency Transfers
and New Clients.
প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
আকর্ষণীয় সাপ্তাহিক আয়ের নিশ্চয়তা
FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS
বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7707
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
2 December 2021, Thursday, 5th Year, Issue 247, 40 Pages
৯ ডিসেম্বর ২০২১, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

ইসলামে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

শামীম সিদ্দিকী

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ইসলাম ধর্মে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন ও রাসুল (সা.)-এর হাদিসে পরিচ্ছন্নতা বিষয়টির ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক শব্দ 'তাহারাত' বা পবিত্রতা ব্যবহার করা হয়েছে।

'তাহারাত' শব্দটি কুফরি ও আল্লাহর নাফরমানি সহ আভ্যন্তরীণ যাবতীয় পাপাচার ও নোংরামি থেকে মুক্ত হওয়ার যেমন জোর দেয়, তেমনি সব রকমের বাহ্যিক অপরিচ্ছন্নতা থেকেও মুক্ত রাখতে গুরুত্ব দেয়।

ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের প্রতিটি গ্রন্থের শুরুতেই 'কিতাবুত তাহারাত' বা 'পবিত্রতা অধ্যায়' স্থান পেয়েছে।

মুমিনকে যেমন অবস্তুগত (হাদছ) অপরিচ্ছন্নতা থেকে পবিত্র হতে হয়, অজু বা গোসলের মাধ্যমে। তেমনি বস্তুগত

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের আজীবন সম্মাননা' গ্রহণ করছেন সাবিনা ইয়াসমীন। ছবি : সংগৃহীত

আজীবন সম্মাননা পেলেন সাবিনা ইয়াসমীন

ঢালিউড

উত্তর আমেরিকা অফিস

ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের ১৯তম আসরে 'আজীবন সম্মাননা' অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেছেন উপমহাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন এবং 'সেরা অভিনেতা'র অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা শাকিব খান। পুরস্কার গ্রহণের পর সাবিনা ইয়াসমীন বলেন, যেকোন সম্মাননাই আনন্দের। তবে দর্শকদের ভালবাসাই আমার কাছে সবচেয়ে বড়।

সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন বিদ্যা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

নিউইয়র্কে কোভিড সংক্রমণে নতুন কড়াকড়ি

রহমান মাহবুব

নিউইয়র্ক নগরে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য করোনা ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নগরের মেয়র বিল ডি ব্লাজিও ৬ ডিসেম্বর সোমবার ভাইরাসের নতুন সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের টিকা প্রদান বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজে যোগদানের আগে টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

আমেরিকার মধ্যে নিউইয়র্কেই প্রথম নগরকর্মীসহ বেসরকারী কর্মীদেরও এমন ভ্যাকসিন বাধ্যবাধকতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশটি ২৭ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া হোটেল-রেস্তোরাঁর ভেতরে খাবার গ্রহণ, ফিটনেস ক্লাবে যাওয়া এবং থিয়েটার, সিনেমা হলের জন্য (এন্টারটেইনমেন্ট) ভ্যাকসিন কার্ড দেখানোর বাধ্যবাধকতা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ফোর্বসের 'থার্টি আন্ডার থার্টি'-তে বাসিমা ইসলাম

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফোর্বসের 'থার্টি আন্ডার থার্টি'-তে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের বাসিমা ইসলাম। ১ ডিসেম্বর বুধবার এ তালিকা প্রকাশ করেছে সাময়িকীটি। এতে বিজ্ঞান ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন তিনি।

ফোর্বস প্রতিবছর ২০টি ক্যাটাগরিতে ৩০ জন করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করে। এসব ব্যক্তিদের বয়স ৩০ বছরের নিচে। ক্যাটাগরিগুলোর একটি বিজ্ঞান। সেখানে যে ৩০ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে স্থান পাওয়া বাসিমা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৬

বাসিমা ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
আরও বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখুন ১৯ পৃষ্ঠায়

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge-Offs · Inquiries · Collections · Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

CREDIT REPAIR ক্রেডিট রিপেয়ার
আমাদের সেবা সমূহ:
Ultra Credit Solutions Inc.
929-386-6426
929-386-4705
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
37-18 73rd Street, Suite #2c (Floor 2nd) Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14 Long Island city, NY 11101
www.ultracreditsolutions.com

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
"REALTOR, YOU CAN DEPEND ON"
RE/MAX PROS
Hashan Chowdhury, Realtor
Mobile: 301-675-1822
Office: 301-916-1400
Fax: 301-916-0282
মোবাইল: ৩০১-৬৭৫-১৮২২
অফিস: ৩০১-৯১৬-১৪০০
ফ্যাক্স: ৩০১-৯১৬-০২৮২
Realtorchowdhury@gmail.com
12810 Wisterica Dr, #300
Germantown, MD 208/4

KARNAFULLY কর্ণফুলী ট্যাক্স
TAX SERVICES INC.
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

We are expert on
Home, Commercial Building
Business Insurance & Auto
Coming Soon TLC
UBER
Tarik Chowdhury, President
Fatema NYC Insurance Brokerage
167-17 Hillside Ave (2nd Fl.), Jamaica NY-11432
718-398-6511 718-607-9002

খলিল বিরিয়ানীতে আসুন "বাইতেন বিরিয়ানী" এর স্বাদ নিন
KHALIL BIRYANI & HALAL CHINESE
2062 McGraw Ave, Bronx
NY 10462, Ph: 347-621-2884
KHALIL BIRYANI HOUSE
1445 Olmstead Ave. Bronx
NY 10462 Ph: 718-483-8904
www.khalilsfood.com
HALAL

IATA Accredited Agent
OPEN 7 DAYS
Best service is our Goal
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
কম খরচে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হজ ওমরাহ
718-205-3270, 646-322-1654
WINTER SALE !!
স্বল্প ফি'তে বাংলাদেশে দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠান
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

MTR Electric
Murad Hussain
আপনি কি বাসায় কিংবা অফিসে সিকিউরিটি ক্যামেরা, বিদ্যুৎ সংযোগ বাড়ি রেনোভেশন করতে চান? আজই আমাদের কল করুন।
আমরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাড়ি কিংবা অফিসে যেকোনো ধরনের বিদ্যুৎ সংযোগ, রিপেয়ার ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল, বয়লার সিস্টেম, থার্মোস্ট্যাট, এয়ার কন্ডিশন, ওয়্যারিং, লাইটিং সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম এবং সিকিউরিটি ক্যামেরা, অ্যালার্ম সিস্টেম, হাউস রেনোভেশন, টাইলস, সিটরাক, ফ্লোরিং, দরজা-জানালাসহ ফুল হাউস রেনোভেশনের কাজ করে থাকি।
MRT Electric, 347-251-7335, Email: muradhussain0907@gmail.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

M মতিন MOTIN
An Icon of Growth & Development
Sweets & Masala

Mohammed A Azad MBA
Real Estate Developer
Libertyrenovation04@gmail.com
917-346-8207
বাজেটের মধ্যে আপনার স্বপ্নের বাড়ি ইনডোর এবং আউটডোর সংস্কার, পুনঃনির্মানে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। যে কোন আয়তনের কিচেন, বাথরুম, ফ্যামেলি রুম, অফিসসহ সম্পূর্ণ বাড়ির সংস্কার করা হয়।

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন**: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com